পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 186 Thursday, 6 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৮৬ সংখ্যা ❋ ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৬ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মোদিই

সমর্থনপত্র দিলেন নীতীশ-চন্দ্রবাবু, 'এনডিএ ৩.০' শুধু সময়ের অপেক্ষা

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ নয়া দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে শেষ হল এনডিএ-র শরিক দলগুলির বৈঠক। বৈঠকে হাজির ছিলেন তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নায়েডু, জনতা দল ইউনাইটেড নেতা নীতীশকুমার সহ অন্যান্য শরিক গুলির নেতা। বৈঠকে চন্দ্রবাবু ও নীতীশ তাদের সমর্থনপত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সূত্রের খবর, আজ সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার বিকেল ৪টে থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে শুরু হয় এনডিএ-র দলগুলির বৈঠক। প্রায় ১ ঘণ্টা চলে আলোচনা। এর পর একে একে বেরিয়ে আসেন শরিক দলের নেতারা। বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে এখনও কেউ মুখ খোলেননি। তবে প্রধানমন্ত্রীকে চন্দ্রবাবু নায়েডু ও নীতীশ কুমার তাদের সমর্থনপত্র দিয়ে দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। বৈঠকে নীতীশ কুমার বলেন যত দ্রুত সম্ভব নতুন সরকার গঠন হওয়া উচিত। বুধবার সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিটে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নতুন সরকার গঠনের দাবি জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলে রাখি, এদিন সন্ধ্যা ৭টায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বসে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। সেখানে অংশগ্রহণ করে ২৭টি দল। অর্থাৎ বিরোধী জোটের বৈঠক

শেষ হওয়ার আগেই সম্ভবত রাষ্ট্রপতির কাছে সরকার গঠনের দাবি পেশ করে মোদি। বুধবার বিকেলে ১৭তম লোকসভা ভঙ্গ করার ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মন্ত্রিসভার সুপারিশের ভিত্তিতে লোকসভা ভঙ্গ করেন তিনি। শনিবার ফের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন এনডিএ বৈঠকে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়াও অংশ নেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ এবং রাজনাথ সিং। এনডিএ শরিক দলগুলির নেতাদের মধ্যে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার, তেলেগু দেশম পার্টি প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু, লোক জনশক্তি পার্টির চিরাগ পাসোয়ান, রাষ্ট্রীয় লোকদলের জয়ন্ত চৌধুরী, জেডি(এস)-এর এইচডি কুমারস্বামী, শিবসেনার একনাথ শিন্ডে, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চার জিতান রাম মাঝি, আপনা দলের অনুপ্রিয়া প্যাটেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এনডিএ সরকার গঠনের দুই গুরুত্বপূর্ণ শরিক, নীতিশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডু একেবারে নরেন্দ্র মোদির পাশেই বসেছিলেন। যাদের বলা হচ্ছে এন ফ্যাক্টর। বোঝাই যাচ্ছে, এন ফ্যাক্টরকে কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চাইছেন না মোদি। সূত্রের খবর, এনডিএ-র সমস্ত নেতাই নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশের যে অগ্রগতি হয়েছে, তার প্রশংসা করেছেন। দেশ গঠনে প্রধানমন্ত্রীর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেন তাঁরা। এনডিএ শরিক নেতারা জানিয়েছেন, বিকশিত ভারত গঠন নিয়ে নরেন্দ্র মোদির একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। গোটা বিশ্বে তিনি যেভাবে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করছেন, তারও প্রশংসা করেছেন জোটের নেতারা। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য মোদির প্রচেষ্টাও প্রশংসিত হয়েছে শরিক নেতাদের মুখে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের জনাদেশ ঐতিহাসিক। ৬০ বছর আগে ভারতে শেষবার এই ঘটনা দেখা গিয়েছিল।

ঘুরছে ৮৯৪টি ট্রেনের ভাগ্যের চাকা, শুক্রবার থেকে শিয়ালদহে চরম দুর্ভোগের আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ ফের চাপে নিত্যযাত্রীরা। আগামী শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত শিয়ালদহ মেন শাখার যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়তে চলেছেন তা বলাই যায়। কিন্তু কেন? বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে শিয়ালদহের ডিআরএম দীপক কুমার নিগম জানিয়েছেন, এবার সব ১২ কামরার ট্রেন চলবে। সেই কারণেই বড় সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কাজের সুবিধার জন্য। শিয়ালদহ স্টেশনে ২১টি প্লাটফর্মের মধ্যে ১ থেকে ৫

নম্বর, এই পাঁচটি প্ল্যাটফর্ম আগামী শুক্রবার থেকে বন্ধ থাকবে। এই খবর সামনে আসতেই বাড়ছে উদ্বেগ। জানা যাচ্ছে, শিয়ালদহ স্টেশনের পাঁচটি প্ল্যাটফর্মে ট্রেন বেরোনো এবং প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। যেকারণে বেশ কিছু লোকাল বাতিল করা হয়েছে। ওই তিন দিন ট্রেন অত্যন্ত লেট করে চলবে বলেও খবর। যদিও মাঝে শনি-রবিবার রয়েছে। তাতে ভিড় কিছুটা কম থাকলেও উদ্বেগ কিন্তু বাড়ছেই। রেল সূত্রের খবর, প্রত্যহ শিয়ালদহ থেকে আপডাউন মিলিয়ে মোট ৮৯৪টি ট্রেন চলাচল করে। কিন্তু, ওই তিনদিন চলবে ৮০৬টি ট্রেন। এখানেই শেষ নয়। ৮০৬টি ট্রেনের মধ্যে ১৪৭টি ট্রেনের যাত্রাপথও বদলে দেওয়া হচ্ছে। সংক্ষেপিত করা হয়েছে রুট। শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম জংশন বা দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত যাতায়াত করবে ওই ট্রেনগুলি। শুধু লোকাল নয়। চারটি এক্সপ্রেসের যাত্রাপথও সংক্ষেপিত করা হয়েছে। তালিকায় আছে শিয়ালদহ-আজমের সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস, হাটেবাজারে এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-আসানসোল এক্সপ্রেস। ওই পাঁচদিন এই ট্রেনগুলি শিয়ালদহের পরিবর্তে কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে। যাত্রা শেষে কলকাতা স্টেশনেই আসবে। রেল জানাচ্ছে, এই পাঁচদিন শিয়ালদহের ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের রক্ষণাবেক্ষণ চলবে, বেশ কিছু জায়গার মেরামতি হবে। সে কারণেই বন্ধ রাখা হচ্ছে। প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, ইন্টারলকিং-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে বলে জানা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলেন নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে করলেন পদত্যাগ

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে পদত্যাগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রীতি মেনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে ১৭তম লোকসভা ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন তিনি। মোদির পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি। এই আবহে নয়া সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। আগামী ৮ জুন তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিতে পারেন মোদি। এদিকে নতুন সরকার গঠন হওয়া পর্যন্ত মোদিকে দায়িত্ব সামাতে বললেন রাষ্ট্রপতি। আজ ক্যাবিনেটের বৈঠক মাঝে আজ এনডিএ-র দলগুলি বৈঠকে বসবে দিল্লিতে। এই আবহে ক্যাবিনেট বণ্টন নিয়ে আলোচনা হতে পারে সেখানে। এর আগে সরকার গঠন নিয়ে খানিকটা জল্পনা ছিল। নীতীশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডুকে নিজেদের দিকে টানতে চেয়েছিল ইন্ডিয়া ব্লক। এমনকী নীতীশ আজ তেজস্বীর সঙ্গেই বিমানে করে দিল্লি যান। যারপরে জল্পনা আরও বাড়ে। তবে ওদিকে চন্দ্রবাবু সরাসরি জানিয়ে দেন, তিনি এনডিএ-তে আছেন। এই আবহে সংবাদ সংস্থা এএনআই দাবি করল,

ডাকা হয়েছিল। এরপর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এই সংক্রান্ত ক্যাবিনেট নোট পাঠান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। সেই প্রস্তাব পেয়ে সপ্তদশ লোকসভা ভেঙে দেবেন রাষ্ট্রপতি। এদিকে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে রাষ্ট্রপতিকে অষ্টাদশ লোকসভায় নির্বাচিন সাংসদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হবে। এরপর নয়া লোকসভা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। রীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সর্ববৃহৎ ভোট পূর্ববর্তী জোটকে সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন। এই ক্ষেত্রে ২৯২টি আসন জেতা এনডিএ-কে সেই আমন্ত্রণ জানাবেন রাষ্ট্রপতি। এরপর লোকসভায় এনডিএ-কে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। এই সবের মাঝে ইন্ডিয়া জোট এনডিএ-তে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে মল্লিকার্জুন খাড়গের গলায়। এরই শনিবার মোদি শপথ নিতে পারেন। উল্লেখ্য, গতকাল ভোটের ফল প্রকাশিত হতেই চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলস। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের মতো এবার আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। তবে লোকসভায় এখনও তারাই সর্ববৃহৎ দল। তাছাড়া জোটসঙ্গীদের নিয়ে ২৭২-এর ম্যাজিক ফিগার অনায়াসে পার করেছে গেরুয়া শিবির। এই আবহে বিজেপি সরকার গঠনের দাবি জানাতে চলেছে। এনডিএ শরিক জেডিইউ এবং টিডিপি-কে ইন্ডিয়া জোটে আনার চেষ্টা চলছে বলে দাবি করা হয়েছে বিভিন্ন রিপোর্টে। এরই মাঝে আবার টিডিপি প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডুকে ফোন করে কথা বলেছেন খোদ নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ। এই সবের মাঝেই বুধবার থেকে পরবর্তী সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু করতে চলেছে বিজেপি।

সিপিএম শূন্য, কংগ্রেস ১ তবু 'খেলে' দিল অন্য 'খেলা'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ বাংলার লোকসভা ভোটে দাগই কাটতে পারল না কংগ্রেস, সিপিএম। কংগ্রেস তাও মালদহ দক্ষিণের আসন ধরে রাখতে পেরেছে। ডালুবাবুর ছেলে ঈশা খান চৌধুরী মান রেখেছেন। তবু গত ভোটের ২ থেকে নেমে এবার মাত্র ১টিই ভরসা। কিন্তু সিপিএম যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই। তবে প্রশ্ন উঠছে, নিজেদের নাক কেটে হলেও তৃণমূলের যাত্রা কিছুটা কি ভঙ্গ করতে সফল হল বাম-কংগ্রেস? ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের ফলাফলে দ্বিমুখী লড়াইয়েরই প্রতিফলন। তৃণমূল বনাম বিজেপি। দাগই কাটতে পারল না কংগ্রেস, বাম। একমাত্র মুর্শিদাবাদে মহম্মদ সেলিম 'সেকেন্ড বয়' হয়ে দাগ কাটলেন। গণনার রাত অবধি যা খবর, তাতে প্রায় ৩৩ লক্ষের মতো ভোট পেয়েছে সিপিআইএম। তার মধ্যে সেলিমেরই প্রাপ্তি ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ভোট। এবার একাধিক তরুণ মুখে ভরসা রেখেছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। কিন্তু ভোটের ফলে দেখা যাচ্ছে যাদবপুরের সৃজন ভট্টাচার্য বা শ্রীরামপুরের দীপ্সিতা ধর, ডায়মন্ড হারবারের প্রতীক-উর-রহমানরা কেউই বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। বরং বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, বারাসত কেন্দ্রে বামেদের পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে আইএসএফ। বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলতে পারেননি বসিরহাটের সিপিএম প্রার্থী নিরাপদ সর্দার। মহম্মদ সেলিমও মেনে নিয়েছেন, ''হয় কাঁধটা আমাদের অতটা চওড়া নয়। না হলে যতটা বোঝা আমাদের কাঁধে মানুষ দেবে ভেবেছিলাম, ততটা বোঝা দেননি। বা আমাদের কাঁধের উপর পুরোটা ভরসা করতে পারেননি। অনেক কিছুই হতে পারে। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবে। দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।'' বাম-কংগ্রেস নিজেদের ঘর গোছাতে না পারলেও তৃণমূলের পথে কাঁটা কিছুটা বিছিয়ে দিয়েছে। নাহলে রায়গঞ্জে ৬৭ হাজার ভোটে হেরেছেন কৃষ্ণ কল্যাণী। ২ লক্ষ ৬২ হাজার ভোট কেটেছেন কংগ্রেসের আলি ইমরান রামজ। অন্যদিকে মালদহ উত্তরে ৭৬ হাজার ভোটে হেরেছেন তৃণমূলের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই আসনেই ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ভোট কেটেছেন কংগ্রেসের আলম মোস্তাক। প্রচারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থীর নাম করেই বলেছিলেন, আপনাদের এখানে কংগ্রেসের যিনি দাঁড়িয়েছেন, ইনি বিজেপির চোখ। আর সিপিএমের চোখ। এরা ভোটে দাঁড়িয়েছে, জানে জিতছে না। তবু মুসলিমদের মধ্যে ভোটটা কাটাকাটি করে বিজেপিকে জিতিয়ে দেওয়া যায়। ভোটের বিপুল জয়ের পর মঙ্গলবারও মমতা বাম, কংগ্রেস, আইএসএফকে এক বন্ধনীতে এনে আক্রমণ করেছেন। বলেছেন, ''বিজেপিকে সাপোর্ট দেয় এখানকার কংগ্রেস ও সিপিএম। আর একটা মুসলিম পার্টি জন্মেছে। তাদের বলব নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবেন না। উত্তর দিনাজপুরে বিজেপির এই সিটটা বাড়িয়ে কী লাভ হল? বিজেপির এই সিটটা কমলে তো দু'টো ভোট মাইনাস হতো বিজেপির।''

বিরোধী আসনেই 'ইন্ডিয়া'!

কাঁটামুক্ত মোদির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে ফিরতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদিই। বুধবার (৫ জুন), রাতের মধ্যে প্রায় স্পষ্ট হয়ে গেল। এদিন সন্ধ্যায় প্রায় পরপর ছিল এনডিএ এবং ইন্ডিয়া-দুই পক্ষের বৈঠক। এনডিএ-র বৈঠকে এনডিএ-র সকল শরিক দল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই আস্থা রেখেছেন। তাঁকেই ফের জোটের নেতা হিসেবে সমর্থন দিয়েছেন। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে, তারাও বিরোধী আসনে বসারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্রের খবর। কাজেই, নরেন্দ্র মোদির ফের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে আর কোনও কাঁটা রইল না বলেই মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার (৪ জুন), ফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছিল, বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ২৪০ আসনেই আটকে গিয়েছে গেরুয়া শিবির। এনডিএ শরিকদের সমর্থনে তারপরও সরকার গঠন আটকাতো না। তবে, ইন্ডিয়া জোটও ২৩৪ আসন পেয়েছে। তাই, তাদেরও সরকার গঠনের সম্ভাবনা ছিল। তার জন্য এনডিএ শরিকদের ভাঙাতে হত। শোনা গিয়েছিল, জেডিইউ এবং টিডিপির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন শরদ পওয়ার। কিন্তু, এদিন এনডিএ-র বৈঠকে সকল শরিক দলই নরেন্দ্র মোদির প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। এরপরই, ইন্ডিয়া জোটের এক ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেল, বৈঠকে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা বিরোধী আসনেই বসবেন। সরকার গঠনের জন্য আর কোনও উদ্যোগ নেবে না। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের পর, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে জানিয়েছেন, ঘণ্টা দুয়েক আলোচনা করেছেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের। তিনি বলেন, ''সংবিধান বাঁচানোর লক্ষ্যে মানুষ ভোট দিয়েছে। ইন্ডিয়া জোট মোদির স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়বে। এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন দলের ৩৩ জন নেতা ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে, সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, কেসি বেনুগোপাল। এছাড়া ছিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন, সপা প্রধান অখিলেশ যাদব, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, সিপিআইএম-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত, সিপিআই-এর ডি রাজা, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন, আপ নেতা সঞ্জয় সিং, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লা, সিপিআই (এমএল) নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কালীঘাটে দলের সাংসদদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ দলের সাংসদদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী শনিবার কালীঘাটে এই বৈঠক হবে বলে দলীয় সূত্রের খবর। বুধবার দিল্লিতে বসে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশে ওই বৈঠকে যোগ দিতে এদিন দুপুরের বিমানে দিল্লি উড়ে যান দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, জাতীয় স্তরে বিরোধী জোটে তৃণমূল এখন তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি। কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির পরই তাদের সাংসদ সংখ্যা। সেদিক থেকে দলনেত্রীর এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। ৪২টি আসনের মধ্যে গতবারে তৃণমূলের দখলে ছিল ২২টি। এবারে সেই সংখ্যা পৌঁছেছে ২৯-এ। লোকসভা ভোটে দলের বিপুল জয়ের পর মঙ্গলবারই জনতাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মমতা স্পষ্ট করেছিলেন, সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিজেপিকে চাপে রাখতে বড় ভূমিকা পালন করবে তৃণমূল। সূত্রের খবর, জোটের বড় শরিক কংগ্রেসকেও প্রথম থেকেই চাপে রাখতে চাইছে তৃণমূল। এ ব্যাপারে কী কৌশল নেওয়া হতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে ওই বৈঠকে। আবার জয়ী ২৯ জনের মধ্যে এবারেই প্রথমবারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূলের বেশ কয়েকজন সাংসদ। তাঁদের সংসদ ভবনের রীতি, নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলাও প্রয়োজন। এ সব নিয়েই আগামী শনিবার কালীঘাটে দলের সাংসদদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসবেন মমতা।

'জোর করে হারিয়ে দেওয়া হল', দিলীপের হারে বড় ইঙ্গিত ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ দিলীপ ঘোষের পরাজয় নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন শাসকমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। দিলীপ ঘোষের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী। তিনি বললেন, ''যে লোকটা বিজেপিকে দাঁড় করাল এ রাজ্যে, দুই থেকে বিধায়ক সংখ্যা ৭৭ করল। তার এই অবস্থার জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। ওই মানুষটাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হল।'' ফিরহাদ আরও বলেন, ''খুব ভালো মানুষ দিলীপ ঘোষ। আমি দীর্ঘদিন দেখেছি তাঁকে বিধানসভায়। তবে যেহেতু এটা বিজেপির ভিতরের বিষয়, আমি এ ব্যাপারে বিশেষ আর কিছু বলব না।'' সংখ্যাটা ১,৩৭,৫৬৪। ব্যবধান ঠিক এতটাই। দিলীপ ঘোষ পরাজিত হলেন। গতবার মেদিনীপুর থেকে ৮৯ হাজার ভোটে জয় হয়েছিল দিলীপ ঘোষের। সেবারই বলেছিলেন, পরেরবার এই আসন থেকেই জয়ের ব্যবধান তিনি আরও বাড়াবেন। কিন্তু তেমনটা হল না। তাঁর আসনটাই এবার বদলে যান। তাঁকে যখন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করল দল,

তখন প্রথমটায় বেশ কিছুটা মুষড়েই পড়েছিলেন দিলীপ। অন্তত তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছিল। কিন্তু 'স্পোর্টি' দিলীপ পরে পরে ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নিয়ে বর্ধমান দুর্গাপুরে গিয়ে পড়ে থাকেন। অনুগামীদের নিয়ে জোরদার প্রচার করেছেন। তবুও জিততে পারলেন না তিনি। হারের পরদিনও দিলীপকে সকালে নিউটাউনে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়েছেন দিলীপ। তবে দলের সিদ্ধান্তে কিছু শ্লেষ ধরা পড়ে তাঁর গলায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, অসম্ভব কিছু না। সব সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়ে। বাংলার মানুষ বলবেন এই গুলো ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে। আমাকে দল যখন যা বলেছে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি। পুরো ইমানদারি দিয়ে করেছি। ফাঁকি রাখিনি। এবার বর্ধমানে হেরে যাওয়া কঠিন সিট ছিল। যারা সেখানে সেদিন ছিলেন তারাও মেনেছেন একটা জায়গায় অন্তত‌ঃ লড়াই হয়েছে। তবে কোথাও গিয়ে তাঁকে এও বলতে শোনা গেল দলের পলিসির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। বললেন, ''যাঁরা আমাকে ওখানে পাঠিয়েছেন তারা ভাববেন।''

জিতেও সমস্যায়, ওয়ানাড় রাখবেন না রায়বরেলী, ধর্মসঙ্কটে রাহুল

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দল এবং জোটকে দুর্দান্ত জয় এনে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। ৪ জুন, দীর্ঘদিন পর তাঁর মুখে দেখা গিয়েছে স্বস্তির হাসি। নিজেও ওয়ানাড় এবং রায়বরেলী দুই আসন থেকেই বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু, এই সুসময়েও তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ-শ্যাম রাখবেন না কূল। ২৬ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন ভোট দিয়েছিল ওয়ানাড়। তার বেশ কয়েকদিন পর, তাঁকে উত্তর প্রদেশের রায়বরেলী থেকে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস। দুটি আসনেই জিতে যাওয়ায়, একটি আসন তাঁকে ছেড়ে দিতেই হবে। কোন আসন ছাড়বেন তিনি? এখন এটাই তাঁর কাছে লাখ টাকার প্রশ্ন। একটি আসন তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনকে বাঁচিয়েছিল, আরেকটির সঙ্গে রয়েছে আবেগের বন্ধন। ৪ জুন ফল ঘোষণার পর, সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধিকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ''আমি দুই আসন থেকেই জিতেছি। রায়বরেলী এবং ওয়ানাড়ের ভোটারদের আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি কোন আসনটি রাখব, তা এখনও ঠিক হয়নি। আমি এই বিষয়ে আলোচনা করে তারপর জানাব।'' ওয়ানাড়ে, রাহুলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি এবং সিপিআই। সিপিআই প্রার্থী ছিলেন দলের বিশিষ্ট নেত্রী অ্যানি রাজা, আর বিজেপির হয়ে লড়েন রাজ্য সভাপতি কে সুরেন্দ্রন। দুই পক্ষই দাবি করেছে, রায়বরেলীতে জিতে গেলে, ওয়ানাড় কেন্দ্র ত্যাগ করবেন রাহুল। মুশকিলের বিষয় হল, দুই জায়গার সঙ্গেই কংগ্রেসের অনেক পুরোনো যোগ রয়েছে। ফলে, কোনও একটিকে বেছে

নেওয়া রাহুলের পক্ষে বেশ কঠিন। ২০০৯-এ সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর, তৈরি হয়েছিল ওয়েনাড় কেন্দ্র। তারপর থেকে এখানকার মানুষ একটানা কংগ্রেসকে আশীর্বাদ করেছেন। ২০১৯-এ তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে ওয়ানাড় থেকে লড়তে এসেছিলেন রাহুল গান্ধি। তাঁর বরাবরের কেন্দ্র অমেঠীতে স্মৃতি ইরানির কড়া চ্যালেঞ্জ ছিল। অমেঠী তাঁকে ফেরালেও, ওয়ানাড় তাঁকে লোকসভায় পাঠিয়েছিল। সূত্রের খবর, চলতি বছরের নির্বাচনের আগে, কংগ্রেসের শীর্ষ কর্তাদের রাহুল গান্ধি সাফ জানিয়েছিলেন, ওয়ানাড় থেকে তিনি ফের দাঁড়াতে চান। তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের দুর্দিনে যারা তাঁকে সমর্থন করেছে, সেই ভোটারদের তিনি ত্যাগ করতে চান না। অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশের রায়বরেলী কেন্দ্রের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের যোগ প্রথম নির্বাচনের সময় থেকে। ১৯৫২ সালে, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জামাই তথা ইন্দিরা গান্ধির স্বামী ফিরোজ গান্ধি এই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। এরপর, এখানে প্রার্থী হন ইন্দিরা গান্ধি। ১৯৬১ সালের নির্বাচনে ৫৫ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জমিতেছিলেন তিনি। জরুরী অবস্থার পরের ভোটে অবশ্য এখানেই, ভারতীয় লোকদলের রাজ নারায়নের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধিকে। পরবর্তীকালে, এই আস থেকে প্রার্থী হন সোনিয়া গান্ধি। প্রায় দুই দশক ধরে এখানে জয়ী হয়েছেন সোনিয়া। প্রচারের সময় সোনিয়া রায়বরেলীর জনতাকে বলেছিলেন, ''আমার ছেলেকে আপনাদের হাতে সঁপে দিলাম। এই আবেদের টানকেও উপেক্ষা করা রাহুলের পক্ষে কঠিন হবে।''

এনডিএ-তেই চন্দ্রবাবু, শুনে কিছুটা চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বই, ৫ জুনঃবুধবার কিছুটা চাঙ্গা হলো শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপির পারফরম্যান্সের প্রভাব মুম্বইয়ের শেয়ারবাজারেও দেখা গিয়েছিল। বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তৃতীয়বার মোদী সরকারের মেয়াদকাল নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। ফলে অনেক শেয়ারের মূল্য পড়ে যায় মঙ্গলবার। বিপুল ধস নামে বাজারে।বুধবার সকাল থেকে বাজারের খুব বেশি পরিবর্তন না হলেও চন্দ্রবাবু নাইডু এনডিএ-তে থাকবেন এমন খবরে পরের দিকে শেয়ারবাজারের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। ফলে সেনসেক্স, নিফটি সবুজ চিহ্ন ছোঁয় এদিন। ভরসা ফিরে পায় লগ্নিকারীরা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। বেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৭৮ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৭৪ ডলার প্রতি ব্যারেল। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।এই সপ্তাহের তৃতীয় দিনে ব্র্যান্ড ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৭৭.৫২ ডলারে রয়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ব্যারেল প্রতি ০.০৩ শতাংশ বা ০.০৪ শতাংশ কমে ৭৩.২২ ডলারে লেনদেন করছে ।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

বিজেপিকে তোপ বৃন্দা কারাটের, বললেন মোদীর গ্যারান্টি কাজ করল না

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃলোকসভা নির্বাচনের ফল নিয়ে বিজেপিকে বিঁধলেন সিপিআই (এম) নেত্রী বৃন্দা কারাট। কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, মোদীর গ্যারান্টি আর কাজ করল না। এবারের লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি, এনডিএ জোটের সাহায্য নিয়েই সরকার গঠন করতে হবে বিজেপিকে।আর তা নিয়েই কটাক্ষ করলেন বৃন্দা কারাট। তিনি বলেছেন, এই ফল মোদী ও তাঁর এজেন্ডার জন্য ব। ধাক্কা। তাঁদের ধারণা ভারতের জনগণ গ্রহণ করেনি। মোদীজির গ্যারান্টি কাজ করেনি। বিজেপিকে এখন জোট সরকার চালাতে হবে... বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তাঁরা যদি এটাকে জয় বলে মনে করে, তাহলে ভারতের জনগণ তাঁদের বারবার এমন জয় উপহার দিতে প্রস্তুত... উত্তর প্রদেশ আমাদের দেশের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির।একটি উদাহরণ, যা তাঁরা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে।

বর্ষার আগমণেই প্রবল বৃষ্টি মুম্বইয়ে, রাস্তায় জল জমে ভোগান্তি মায়ানগরীতে

মুম্বই, ৫ জুন ঃ বর্ষার আগমণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। প্রবল বৃষ্টিতে বুধবার মুম্বইয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। মুম্বইয়ের গান্ধী মার্কেট, মাতুঙ্গা, দাদর প্রভৃতি এলাকায় রাস্তায় জল জমে যায়। ফলে বিঘ্নিত হয়েছে যানবাহন চলাচল।বর্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুম্বইয়ে বুধবার সকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। বেশ কয়েকঘন্টার প্রবল বৃষ্টিতেই মুম্বইয়ের রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পা।ে সমস্যার মধ্যে পা।নে সাধারণ মানুষ। লোকাল ট্রেন পরিষেবায় কোনও বিঘ্ন ঘটেনি।

তৃতীয়বার প্রত্যাবর্তনে মোদীকে অভিনন্দন মেলোনির, ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ টানা তৃতীয়বার দেশে ক্ষমতায় আসার জন্য বিশ্ব নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ইতালি, মরিশাস, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছে শুভেচ্ছা বার্তা।সামাজিক মাধ্যমের এক বার্তায় শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দু''দেশের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক আরও জোরদার করার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে আগামীদিনে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীও শুভেচ্ছা বার্তার জন্য প্রতিটি নেতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে টানা তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও, এনডিএ জোটের সুবাদে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন মোদী। মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া যখন একেবারে নিশ্চিত তখন তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। শুভেচ্ছা পাওয়ার পর জর্জিয়া মেলোনিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।মেলোনি এক্স বার্তায় লিখেছেন, ''নির্বাচনে জয়ের শুভেচ্ছানএবং আরও ভালো কাজ করার জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। আমরা একসঙ্গে কাজ করে বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করব, যাতে ইটালি ও ভারত ঐক্যবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশ এবং আমাদের জনগণের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে যা আমাদের আরও বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে।'' মেলোনির বার্তা পেয়ে আপ্লুত মোদীও। বুধবার সকালে তিনি সেই পোস্টটি শেয়ার করে লিখেছেন, ''আপনার সহৃদয় বার্তার জন্য ধন্যবাদ মেলোনি। আমরা ভারত-ইতালি কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি। বিশ্বকল্যাণের জন্য একসঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি।''অন্যদিকে পাটনাতে, বিহারে এনডিএ জোটের ভালো ফলের জন্য শ্রেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে দিলেন লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র প্রধান চিরাগ পাসোয়ান। বুধবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জোটকে শক্তিশালী করেছেন। বিহারে এনডিএ-র পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাশাপাশি নীতিশ কুমারেরও। আমার দলের সকল সাংসদ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে, ধন্যবাদ জানাতে এবং তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।চিরাগ আরও বলেছেন, এনডিএ ঐক্যবদ্ধ। সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সহযোগীরা সরকার গঠন করবে। আমরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বিশ্লেষণ করব এবং আমরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করব। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, এনডিএ বিহারের ৪০টি আসনের সবকটি জিতবে।

'চক্রান্ত এবং কাঠিবাজি রাজনীতির অঙ্গ, সবাই কাঠি নিয়ে ঘোরে',হারার পরই মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ নিজের জিতে আসা লোকসভা কেন্দ্রে মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুরে প্রার্থী করার পর থেকেই বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ ছিলেন জল্পনার কেন্দ্র বিন্দুতে ।বেফাঁস মন্তব্যের জন্য সমালোচনার মুখে পড়লেও নিজেকে এতটুকু বদলাননি রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যা দিলীপ ঘোষের অনন্য স্টাইল হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু আপত্তিকর শব্দচয়নের কারণে বদনাম যতই থাকুক না কেন, তাঁর রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে এতদিন প্রশ্ন তোলার সাহস হয়নি কারও। এমনকী বিরোধী শিবিরের নেতানেত্রীরাও এযাব সংগঠক হিসেবে দিলীপের প্রশংসাই করে এসেছেন। উনিশের লোকসভায় বঙ্গ বিজেপিকে যে দিলীপ ঘোষ

সাফল্যের স্বাদ দিয়েছিলেন, চব্বিশের লড়াইয়ে তাঁরই অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে।গত মঙ্গলবার গণনার প্রথম কয়েক রাউন্ডের মধ্যেই পিছিয়ে পড়তে শুরু করেন দিলীপ ঘোষ। শেষ পর্যন্ত বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে বড় ব্যবধানে হেরে যান তিনি। তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ তাঁকে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৬৪ ভোটে পরাজিত করেন।ঊলোকসভা নির্বাচনের আগে দিলীপের উপর বড় খাঁড়া নেমে আসে। ২০১৯ সালে যে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে দিলীপ ৮৮ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন, সেই কেন্দ্র থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দিলীপ ঘোষের তৈরি করে রাখা জমি দলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের হাতে তুলে দেয় গেরুয়া শিবির। যদিও অগ্নিমিত্রাও তৃণমূলের জুন মালিয়ার কাছে হেরে গেছেন।কেন্দ্র পরিবর্তনের পর তিনি যখন জোরকদমে প্রচার করছিলেন সেই সময় আচমকাই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আন্দামানে প্রচারের কাজে। কিন্তু দিলীপকে বরাবরই দলের উপর আস্থা রাখতে দেখা গিয়েছে ।বিজেপি নেতা বললেন, অসম্ভব কিছু না। সব সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়ে। বাংলার মানুষ বলবেন এই গুলো ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে। আমাকে দল যখন যা বলেছে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি। পুরো ইমানদারি দিয়ে করেছি। ফাঁকি রাখিনি। এবার বর্ধমানে হেরে যাওয়া কঠিন সিট ছিল। যারা সেখানে সেদিন ছিলেন তারাও মেনেছেন একটা জায়গায় অন্ততঃ লড়াই হয়েছে। তবে কোথাও গিয়ে তাঁকে এও বলতে শোনা গেল দলের পলিসির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। বললেন, যাঁরা আমাকে ওখানে পাঠিয়েছেন তারা ভাববেন।এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন যে,কালাপানি কাকে বলে আমি জানি। চক্রান্ত এবং কাঠিবাজি রাজনীতির অঙ্গ। আমি ব্যাপারটা সেভাবেই নিয়েছি। তার পরেও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। কিন্তু সফলতা আসেনি। রাজনীতিতে সবাই কাঠি নিয়ে ঘুরতে থাকে।

কাজ হল না অযোধ্যা ও সন্দেশখালি অস্ত্রে! গর্ভগৃহেই ধরাশায়ী মোদী- শাহরা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ গর্ভগৃহেই ধরাশায়ী নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের সবথেকে জোরালো অস্ত্র- হিন্দুত্ববাদ। অযোধ্যা (ফৈজাবাদ কেন্দ্র) এবং সন্দেশখালি (বসিরহাট কেন্দ্র) বিজেপিকে ফেরালো শূন্য হাতে। এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেল ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের দেওয়াল লিখন- বিজেপির আগমার্কা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি পুরোদস্তুর প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ।ঊঅযোধ্যায় রামমঃদিরের উত্তুঙ্গ উদ্বোধনই হোক, বা সংেদশখালিতে হিন্দু মহিলাদের উপরে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধুন্ধুমার ফেলে দেওয়া- ধোপে টেকেনি একটিও। অযোধ্যা আগাগোড়াই না হয় বিজেপির ন্যাশনাল ইস্যু। কিন্তু ভোটের আগে সন্দেশখালিকেও জাতীয় রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে ফেলেছিলেন মোদী-শাহরা। বাংলার যে গ্রামের মেঠো পথে তাঁরা এনআইএ-র রোবটিক বম্ব স্ক্যানিং মেশিনের চাকা গড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে পাড়াগাঁয়ে কালো পোশাকে এনএসজি কম্যান্ডোদের স্ট্র্যাটেজিক মুভমেন্ট হয়েছিল, মঙ্গলবার দিনান্তে ভোটগণনার ফল বলছে, সেই সন্দেশখালির সবক'টি বুথে হেরেছে বিজেপি।এমনকী পদ্মের প্রার্থী রেখা পাত্র তাঁর নিজের বুথে হেরে বসে আছেন। অথচ এই রেখাকেই সামনে রেখে ভোট-অঙ্কের যাবতীয় রেখচিত্র সাজিয়েছিল বিজেপি। নির্যাতিত, প্রতিবাদী মুখ হিসেবে রাতারাতি আলোচনার সামনের সারিতে উঠে আসেন রেখা। আর তাঁকে বসিরহাটে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কে? স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী!এই বাছাই খানিকটা চমকই ছিল রাজনৈতিক মহলের কাছে। বাংলায় প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে রীতিমতো হিসেব কষে এগিয়েছিলেন নয়াদিল্লির ৬এ পণ্ডিত দিনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের বিগ বস-রা। ধাপে ধাপে ঘোষণা করা হয় প্রার্থীদের নাম। কতটা হিসেব কষে প্রার্থী বাছাই হয়েছিল, এই ধীরে চলো প্রক্রিয়া থেকেই তা পরিষ্কার। এহেন পরিস্থিতিতে একেবারে আনকোরা রেখাকে নিজে হাতে তুলে এনেছিলেন মোদী।শুধু তা-ই নয়, প্রচার শুরুর আগে বাংলার দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের অমৃতা রায় ছাড়া একমাত্র রেখাকেই ব্যক্তিগত ভাবে ফোন করেছিলেন মোদী। বসিরহাটে রেখার সমর্থনে প্রচারেও আসেন। এরপর যতবার প্রচারে মোদী বাংলায় এসেছেন, ততবারই ঘুরে-ফিরে সন্দেশখালির কথা তিনি তুলেছেন। অমিত শাহও এই প্রসঙ্গ তুলে বাংলার সরকারকে বিঁধেছেন চাঁচাছোলা ভাষায়। তার মধ্যেই ইডি-র অভিযান, অশান্তি, শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারি, এনএসজি-র অভিযান, জাতীয় মহিলা কমিশনের ভিজিট- একে একে নানা পর্ব ঘটে গিয়েছে সন্দেশখালির বুকে।সন্দেশখালির পুরো পাটিগণিত বদলে যায় সন্দেশখালি ২ ব্লকের বিজেপি মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালের ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় (যার সত্যতা ' সময়' যাচাই করেনি)। অতঃপর প্রকাশ্যে আসতে থাকে আরও নানা ভিডিয়ো (যার কোনওটিরই সত্যতা ' সময়' যাচাই করেনি)। পরপর ভাইরাল সেই সব ভিডিয়ো হাতিয়ার করে পাল্টা প্রচারে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। সন্দেশখালির তোলা নির্যাতনের অভিযোগ মিথ্যা- এই ন্যারেটিভের পালে জোরালো হাওয়া লাগতে শুরু করে।তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, সংেদশখালি-আক্রমণ চালিয়ে গেলেও এই সব ভিডিয়ো নিয়ে খুব একটা মুখ খুলতে শোনা যায়নি মোদী বা শাহকে। এবং গত মঙ্গলবার পরিষ্কার হয়ে যায়, হিন্দু নারীদের উপরে অত্যাচারের তত্ত্বে বিন্দুমাত্র সিলমোহর দেননি সন্দেশখালির ভোটাররা। এ দিন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' কুৎসা করা হয়েছিল সন্দেশখালি নিয়ে। তা সত্ত্বেও আমরা জিতেছি।'ঊতবে গেরুয়া-রাজনীতি সম্ভবত সবথেকে বড় ধাক্কাটি খেয়েছে অযোধ্যায়। রামমন্দির হলো সেই ইস্যু যার সলতে বিজেপি তার জন্মলগ্ন থেকে সযত্নে জ্বালিয়ে রেখেছিল এবং গত ২২ জানুয়ারি তার বৃত্ত পূর্ণ করেন নরেন্দ্র মোদী। বেনজির জাঁকজমকে তাঁর হাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় রামলালার। রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়ে ওঠে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের সম্ভবত সবথেকে বড় ইস্যু। এমনকী ইস্তেহারেও ফলাও করে তার উল্লেখ করা হয়। রামমন্দির নিয়ে কতটা আগ্রাসী ছিলেন মোদী? মধ্য প্রদেশে প্রচারে বলেন, ' চারশো সিটে জয় চাই যাতে কংগ্রেস রামমন্দিরে বাবরি তালা লাগাতে না পারে।'৪০০ তো হয়ইনি। উল্টে ফৈজাবাদে সমাজবাদী পার্টির অবধেশ প্রসাদের কাছে পঞ্চাশ হাজারের বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন বিজেপির লাল্লু সিং। রামমন্দির গড়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন সাগরে

দুরন্ত বার্তা,সাগর ঃ বুধবার ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন আমরাই গ।তে পারি সবুজ পৃথিবী।আসুন সবাই হাত মেলাই,প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ চাই।সাতশ কোটি মানুষের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করো না নিস্ব।পরিবেশ সুরক্ষার শপথ আজ,পরিবেশ রক্ষায় করবো কাজ।বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি বাঁচায় দেশ।পরিবেশ সুরক্ষায় মানুষ ই দেশ কে বাঁচাতে পারে। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে, পরিবেশের সাথে সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। মানুষ সহ সব প্রাণের অস্তিত্ব পরিবেশের উপরই নির্ভরশীল।কারণ পরিবেশই প্রাণের ধারক ও বাহক। তাই ঝুঁকি পূর্ণ পরিবেশই প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে হুমকি। মানুষ যেমন তার প্রয়োজনে পরিবেশকে নিজের উপযোগী করেছে,ঠিক তেমনি সভ্যতার ক্রমবির্বতনের সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি তে মানুষ ক্রম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে প্রাণের

অস্তিত্ব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অসচেতনতা এবং অপরিকল্পিত পরিকল্পনা পরিবেশ দুষণের অন্যতম কারণ।তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব।কারণ পরিবেশ সং কটের এই দায় সমগ্র মানব জাতির পরিবেশ সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও সঠিকভাবে ব্যবহার সহ সং কটাপন্ন পরিস্থিতি র কথা সামনে রেখে বুধবার ৫ই জুন সারা বিশ্বজুড়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হল- ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুকরণ এবং ক্ষরা প্রতিরোধ ।এই থিম কে সামনে রেখে লাইফ স্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও পশ্চিম বঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়েও আজ প্লাস্টিক বর্জন ও পরিস্কার ,গাছ লাগানো ,সামগ্রিক ভাবে বিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকা পরিচ্ছন্নতা বিধানের মাধ্যমে এবং সর্ব্বোপরি পরিবেশ এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ আলোচনা ও সচেতনতার র‌্যালির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হলো। দিবসটি সামুদ্রিক দূষণ, মরুকরণ,ওজোনস্তর,মাটিদূষণ,জলদূষণ , বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সং রক্ষণে লক্ষ্যেই গঠিত একটি বৃহ পদক্ষেপ। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে প্লাস্টিক দূষণ নিরোধ কে নির্দ্ধারণ করছে। প্রাকৃতিক স্থান, বণ্যপ্রাণী এবং নিজেদের স্বাস্থের জন্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে পাটের ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনে সচেতনতা সৃষ্টি করাই এই দিবসের মূল লক্ষ্য।আজ আমরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার এবং জনগনকে সচেতন করার প্রসঙ্গে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উদযাপন করলাম। আমাদের এই কর্মসূচি আগামী ১২ ই জুন পর্যন্ত চলবে। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের বেশ কিছু পরিবর্তন না আনলে আমরা রক্ষা করতে পারবো না আমাদের এই সবুজ পৃথিবী কে। তাই সপ্তাহ ব্যাপী আমাদের এই কর্মসূচি তে প্রতিদিন একটি করে থিম সামনে রেখে আলোচনা সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি বিদ্যালয়ে র ইকো ক্লাব ও শিশু সংসদ এর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী কে একটি করে বৃক্ষ জাতীয় নিম গাছ দেওয়া হয়।

একটি গাছ মায়ের নামে'' অভিযানের সূচনা করলেন মোদী, চারাগাছও রোপণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস-এ ''একটি গাছ মায়ের নামে'' অভিযানের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অভিযানের অংশ হিসেবে দিল্লির বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে একটি চারাগাছও রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনাও।৫ জুন দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার প্রসারে দিনটি পালিত হয়। পরিবেশ দিবসের এবারের মূল ভাবনা ভূমি পুনরুদ্ধার এবং মরু ও খরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ। ১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রথম এই দিনটি পালনের সূচনা হয়। তারপর ১৯৭৩ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ জুন দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশের উন্নয়নে বিভিন্ন ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ আরও সম্প্রসারিত করা।

মামলায় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চাইলেন ট্রাম্প

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃযৌন সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে দেওয়া ঘুষের মামলায় হস্তক্ষেপ ও দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া রায় বাতিল করতে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।ঊএই প্রথম ফৌজদারি মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কোনো প্রেসিডেন্ট দোষী সাব্যস্ত হলেন। ২০২৪ সালে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্প স্থানীয় সময় রোববার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে সুপ্রিম কোর্টের প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছেন।২০১৬ সালের প্রেসিডেঃট নির্বাচনকে সামনে রেখে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে।ঊব্যবসায়িক নথিপত্রে এ-সংক্রান্ত তথ্য গোপন করায় হওয়া মামলায় গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের একটি আদালত ট্রাম্পকে ৩৪টি অভিযোগের সব কটিতে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ নবীনের, ইস্তফাপত্র জমা দিলেন বিজেডি প্রধান

ভুবনেশ্বর, ৫ জুন ঃ ওডিশা বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর প্রধান নবীন পট্টনায়েক। বুধবার সকালে রাজভবনে পৌঁছন নবীন পট্টনায়েক। রাজ্যপাল রঘুবর দাসের কাছে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনে এবার বিজেপির কাছে খুব খারাপভাবে হেরেছে বিজেডি।ওডিশা বিধানসভার ১৪৭টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫১টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেডি। অন্যদিকে, বিজেপি জিতেছে ৭৮টি আসনে। ওডিশায় কংগ্রেস জিতেছে ১৪টি আসনে এবং সিপিআই (এম) একটি ও নির্দল ৩টি আসনে জিতেছে।

'বীরভূমে সবুজ ঝড়! অনুব্রত নেই তবে চতুর্থবার জনগণের আস্থা শতাব্দীই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমে অনুপস্থিত অনুব্রত। তবে বীরভূম জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রেই জয়জয়কার তৃণমূলের। বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন বীরভূম ও বোলপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় এবং অসিত কুমার। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অসিত কুমার মাল পেয়েছেন ৮ লাখ ৫৫ হাজার ৬৩৩ ভোট, বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৫ লাখ ২৮ হাজার ৩৮০ ভোট। বামে প্রার্থী শ্যামলী প্রধান পেয়েছেন ৯৯ হাজার ৩৮৩ ভোট। অন্যদিকে, বীরভূম লোকসভা কেঃেদ্র শতাব্দী পেয়েছেন ৭ লাখ ১৭ হাজার ৯৬১ ভোট, বিজেপির দেবতনু পেয়েছেন ৫ লাখ ২০ হাজার ৩১১ ভোট।শতাব্দী এই নিয়ে চারবার সংসদে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের কথায়, অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে বীরভূমের ব্যাটন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঠন করে দিয়েছিলেন কোর কমিটি। সংগঠনের বাঁধুনির দিকে দিয়েছিলেন তীক্ষ্ণ নজর। শুরু তাই নয়, লোকসভার আগে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, 'জেলায় সংগঠন চালাতে হবে কেষ্টর দেখানো পথেই।' আর দলনেত্রীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন

জেলার নেতারা।ঊঅনুব্রতর অবর্তমানে জেলায় দলের অন্দরে ' যাবতীয় সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে দলের কড়া অনুশাসনে। অন্যদিকে, অনুব্রত না থেকেও ছিলেন বীরভূমের ভোটজুড়ে। তাঁর কথা বারে বারে শোনা গিয়েছে স্থানীয় নেতৃত্বদের কণ্ঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বীরভূমে যতগুলি সভা করেছেন সেখানে নাম নিয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের।অন্যদিকে, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে সংগঠন গোছানোর কাজ করে গিয়েছে। ৪ জুন গণনাকেন্দ্র থেকে বার হয়ে শতাব্দী রায় বলেন, 'শুধু ভোটের সময় নয়, বছরভর এলাকায় থাকি। অনেকেই বলত, অভিনয় জগতের মানুষরা ভোট পেরলেই চলে যাবে। কিন্তু, এখন আর মানুষ সেই কথা বলতে পারেন না। আমি সকলের কথা শুনি। তাঁদের সমস্যার কথা জেনে তা মেটানোর চেষ্টা করি।' মোটের উপর বীরভূমের ফলাফলে এটা স্পষ্ট, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংগঠনের জোরে ভোটবাক্সে সুদিন আনা সম্ভব।

কলকাতায় সামান্য কমলো তাপমাত্রা, দক্ষিণবঙ্গে ফের গরম বাড়ার পূর্বাভাস

কলকাতা, ৫ জুনঃমহানগরী কলকাতায় সামান্য কমলো তাপমাত্রার পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে, যা স্বাভাবিক। তাপমাত্রা নামলেও, দক্ষিণবঙ্গে ফের গরম বাড়ার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শুস্ক আবহাওয়া থাকবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, সব জেলায় শুস্ক আবহাওয়া থাকবে। কিছুটা বাড়বে তাপমাত্রাও। কোনও কোনও জেলায় অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হলেও হতে পারে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় লাগোয়া জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৬ জুন মার্টঃবৃহস্পতিবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৩ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৩ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৬শতকরা এবং ৬২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং লেনদেন করার সময় বা কোনও দস্তাবেজ সই করার সময় আপনার সজাগ থাকা প্রয়োজন। সংসারে শান্তি হবে। **বৃষভ রাশিঃ**নিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনার পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে দেয় এবং আপনার অগ্রগতিকে আটকে দেয়। **মিথুন রাশিঃ**বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন না। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। বিবাহের যোগ হতে পারে **কর্কট রাশিঃ**নিজেকে সুস্থ এবং সু ন্দর রাখতে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসাযীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। । **সিংহ রাশিঃ** আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া এবং রসিদের টাকা প্রদান করা সুবিধাজনক করবে।। **কন্যা রাশিঃ** কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুণ্ণ হবেন না বরং আকাঙ্খিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন। শুভ দিন হতে পারে **তু লারাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। সন্তান হতে পারে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** দাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।। **ধনু রাশিঃ**কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। **মকর রাশিঃ** একটু আধটু শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন। **কুম্ভ রাশিঃ**কোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া কোন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে খুশি করবে।। **মীন রাশিঃ**এই সময়টি আধ্যাত্মিকতার সাহায্য নেওয়ার জন্য উপযুক্ত যেহেতু আপনার মানসির চাপ প্রতিহত করার পক্ষে এটি অন্যতম সেরা বিকল্প। থেকে সহায়তা নিন। আপনার সব সময়ের ভালবাসা আপনার প্রিয়জনের জন্য

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নিজে হাতে গাছ রোপণ করেন পুলিশ কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কলকাতা শহরে জীববৈচিত্র্য ও দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করার বার্তা দিতে আলিপুর বডিগার্ড লাইনসে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল। কলকাতা পুলিশের ৪ জন অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কলকাতা পুলিশের আওতাভুক্ত প্রতিটি ডিভিশনের ডিসি ও ট্রাফিকের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল তিনি নিজে হাতে গাছ রোপণ করেন। কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল, তিনি নিজে হাতে গাছ তুলে দেন কলকাতা পুলিশের প্রত্যেক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের হাতে।

রেকর্ড মার্জিনে জয়ী হাজী নুরুল ইসলাম

সন্দেশখালি ইস্যু কাটিয়ে বসিরহাটে সবুজ সাইক্লোন

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৫ জুনঃ গত কয়েকমাসে রাজ্য রাজনীতির ভর কেন্দ্র হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। যে সন্দেশখালি র ঘটনা কে হাতিয়ার করে বিরোধীরা, সেই সন্দেশখালি বিধানসভা সভা সমন্বিত বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে রেকর্ড মার্জিনে জয়ী হলো তৃণমূল। নদী ঘেরা সন্দেশখালি , শেখ শাহজাহান ইস্যু তে রাতারাতি শিরোনামে চলে আসে বসিরহাটের এই দ্বীপ কেন্দ্র। বিভিন্ন দুর্নীতি র প্রতিবাদে পথে নামেন গ্রামের মহিলারা। অবরোধ - বিক্ষোভ থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে সন্দেশখালির মানুষের।গ্রেপ্তার হন শেখ শাহজাহান। তারপরেও চলতে থাকে বিক্ষিপ্ত অশান্তি। সন্দেশখালি ইস্যুতে সুর চড়ায় বিরোধী সব শিবির।এই কেন্দ্র কে পাখির চোখ করে বিরোধী শিবির। তাবড় নেতৃত্বের ঠাসা কর্মসূচীতে গ্রাম্য সন্দেশখালি হয়ে ওঠে রাজনীতির ভর কেন্দ্র। সন্দেশখালি ইস্যুতে ভর করে এই কেন্দ্রে জয়ের ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হয় বিরোধী শিবুর। তবে ভোট পূর্ববর্তী পর্যায়ে ভাইরাল হয় বেশ কয়েকটি অডিও ক্লিপিং, তা নিয়ে রিতীমতো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরেন সাধারন মানুষ। চব্বিশের বসিরহাট লোকসভা নির্বাচনের অন্যতম আলোচিত বিষয় যে সন্দেশখালি, সেখান থেকেই এবার নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করে বিজেপি ও বাম -কংগ্রেস জোট। তবে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেয় তৃণমূলের প্রবীণ নেতা এ ই কেন্দ্রেরই প্রাক্তন সাংসদ হাজী নুরুল ইসলাম কে। দলের আস্থা র মর্যাদা রাখলেন হাজী নুরুল।ফের একবার বসিরহাটের হয়ে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন করলেন এই প্রবীণ তৃণমূল নেতা। গত দেড় মাসে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে বেশ কয়েকবার ভোট প্রচারে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে জিতলে সন্দেশখালি যাওয়ার কথাও শোনা যায় তৃণমূল নেত্রীর মুখে। সন্দেশখালির মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন মমতা। সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো বলে বারবার অভিযোগ ও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে ভোট প্রচারে বসিরহাটে আসেন বিজেপির একাধিক হেভিওয়েট নেতৃত্ব। বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় নেতৃত্বের নাম করে তাদের বিরুদ্ধেও সুর চড়াতে শোনা যায় বিরোধী দলনেতা কে। চলে রাজনৈতিক তরজা। তবে সব কিছুর শেষে ফের মমতা - অভিষেকেই ভরসা রাখলেন সন্দেশখালি তথা বসিরহাটের মানুষ। মঙ্গলবার ভোট গণনার শুরু থেকেই পাল্লা ভারী ছিলো তৃণমূলের। ফলত কয়েক রাউন্ড গণনার পরই গণনা কেন্দ্র ছাড়েন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। প্রতি রাউন্ড গণনার শেষে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোটের গ্রাফ ছিলো উদ্ধমুখী। সাময়িক তথ্য বিভ্রাট সংক্রান্ত সমস্যা হয়। মোট ২১ রাউন্ড গণনা শেষে হাজী নুরুল ইসলাম, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থীর থেকে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৪৯ ভোটে জয়লাভ করেন। উল্লেখ্য সাত বিধানসভা সমন্বিত এই লোকসভা কেন্দ্রের ছটি তেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। যে সন্দেশখালি নিয়ে এই লোকসভা কেন্দ্র সকলের নজরে ছিলো সেই বিধানসভায় বিজেপি জিতলেও, সেখানেও তৃণমূলের প্রতি আস্থা রেখেছে সাধারন মানুষ। সন্দেশখালি বিধানসভায় তৃণমূলের থেকে আট হাজার তিনশোর কিছু বেশী ভোট পেয়েছে বিজেপি। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল, বিজেপির পর তৃতীয় স্থানে রয়েছে আই.এস.এফ প্রার্থী, চতুর্থ স্থানে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী।

হাজী নুরুল ইসলাম বলেন, সন্দেশখালির মানুষ যেভাবে আমাকে সমর্থন করেছে আমি তাদের কাছে ঋণী, আমি তাদের উন্নয়নের পথ দেখিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করবো, পাশাপাশি বসিরহাট লোকসভার মানুষ যেভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছে, সেই আশীর্বাদের মূল্য আমরা দেবো। সন্দেশখালিতে জমি জায়গা সংক্রান্ত কিছু সমস্যা আছে তা সমাধান করা হবে বলে জানান তিনি। কর্মী সমর্থকদের কোনো রকম অশান্তিতে পা না দিতে আবেদন করেন হাজী নুরুল ইসলাম।

ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরেই সোনারপুরে খুন প্রাক্তন তৃনমূল সদস্য

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৫ জুনঃ ভোটের ফলাফল ঘোষণা র পরেই সোনারপুরে খুন প্রাক্তন তৃনমূল কংগ্রেসের এক সদস্য। এলাকায় উওেজনা। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সোনারপুর উত্তর বিধানসভা এলাকার খেয়াদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জেলেভেড়িতে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য খুন। দলেরই একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠলো। মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা। ঘটনার তদন্তে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রসেনজিত সাহা ২০১৮ -২০২৩ সাল পর্যন্ত খেয়াদহ ২ নং পঞ্চায়েতের তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তবে ২০২৩সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট পাননি তিনি। তবুও সে তৃণমুলেই ছিলেন। তৃনমূলের আরেক গোষ্ঠীর লোক তাকে খুন করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে মৃতদেহ উদ্ধার করে বুধবার বেলায় ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, GRU, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: XV/136/Pump/01/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Malir Bagan in Ward No. 136 under Borough-XV.**

(2) NIT No.: XV/136/Pump/02/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Fatehpur 1st Bye Lane in Ward No. 136 under Borough-XV.**

(3) NIT No.: XV/136/Pump/03/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Santoshpur Road in Ward No. 136 under Borough-XV.**

(4) NIT No.: XV/136/Pump/04/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Santoshpur Road (Bhandari Pool) (2 Nos.) in Ward No. 136 under Borough-XV.**

(5) NIT No.: XV/136/Pump/05/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Dewan Bagan Lane in Ward No. 136 under Borough-XV.**

(6) NIT No.: XV/136/Pump/06/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Kantapukur, Manasha Row (2 Nos.) in Ward No. 136 under Borough-XV.**

(7) NIT No.: XV/138/Pump/01/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Dakait Bagan in Ward No. 138 under Borough-XV.**

(8) NIT No.: XV/138/Pump/02/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Barabagan in Ward No. 138 under Borough-XV.**

(9) NIT No.: XV/139/Pump/01/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Slaughter House area (2 Nos.) in Ward No. 139 under Borough-XV.**

(10) NIT No.: XV/139/Pump/02/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Karbala Road in Ward No. 139 under Borough-XV.**

(11) NIT No.: XV/139/Pump/03/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Molla Bagan area in Ward No. 139 under Borough-XV.**

(12) NIT No.: XV/139/Pump/04/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Thandar Para in Ward No. 139 under Borough-XV.**

(13) NIT No.: XV/139/Pump/05/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at MS Dargah Road in Ward No. 139 under Borough-XV.**

(14) NIT No.: XV/139/Pump/06/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Kankhuli Road (Gubtala area) in Ward No. 139 under Borough-XV.**

(15) NIT No.: XV/139/Pump/07/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Hazi Ratan Lane (Malipara area) in Ward No. 139 under Borough-XV.**

(16) NIT No.: XV/140/Pump/01/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Khaldhari Hospital Road in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(17) NIT No.: XV/140/Pump/02/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Khaldhari Mallikpara in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(18) NIT No.: XV/140/Pump/03/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Phulbagan Bagdipara in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(19) NIT No.: XV/140/Pump/04/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Bagani Building in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(20) NIT No.: XV/140/Pump/05/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Satghara Rama Hotel in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(21) NIT No.: XV/140/Pump/06/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Satghara Bye Lane in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(22) NIT No.: XV/140/Pump/07/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Santinagar Bagdipara in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(23) NIT No.: XV/140/Pump/08/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Kanthalberia Bye Lane in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(24) NIT No.: XV/140/Pump/09/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Satghara Road in Ward No. 140 under Borough-XV.**

(25) NIT No.: XV/141/Pump/01/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Railway Line Road in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(26) NIT No.: XV/141/Pump/02/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Molla Para, Doctor Para in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(27) NIT No.: XV/141/Pump/03/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Warish Nagar in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(28) NIT No.: XV/141/Pump/04/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Majnu Goli in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(29) NIT No.: XV/141/Pump/05/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Chatkal Bustee in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(30) NIT No.: XV/141/Pump/06/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Mistry Ghat Road in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(31) NIT No.: XV/141/Pump/07/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Jelia Para Road (Bye Lane) (2 Nos.) in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(32) NIT No.: XV/141/Pump/08/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Mabia Pukur (3 Nos.) in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(33) NIT No.: XV/141/Pump/09/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Kanchantala Bye Lane in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(34) NIT No.: XV/141/Pump/10/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Sukanta Pally Bye Lane in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(35) NIT No.: XV/141/Pump/11/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Rathtala in Ward No. 141 under Borough-XV.**

(36) NIT No.: XV/141/Pump/12/2024-2025
Name of the Work & Location: **Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Department on hired basis during monsoon at Ayubnagar in Ward No. 141 under Borough-XV.**

Estimated Amount: **Quotation for Operational and Idle hours of pump [For Sl. No. 1 to 36]**. Time and Last date of receipt/opening of tender paper: **at 12.30 p.m./1.00 p.m. on 15.06.2024 [For Sl. No. 1 to 36]**. From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 36]**.

09/24-25

লোকসভা নির্বাচনে ফল ঘোষণার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গায় পরবর্তী হিংসার ঘটনা উঠে আসছে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনে ফল ঘোষণার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গায় পরবর্তী হিংসার ঘটনা উঠে আসছে। মঙ্গলবার রাত থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত আক্রান্ত হচ্ছে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। ভোট মিটতেই বিক্ষিপ্ত হিংসার অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। ক্যানিংয়ে বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করার অভিযোগ। বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি নেতার স্ত্রী ও মাও। ভোটের ফল ঘোষণার পরেই বিজেপি কর্মী সমর্থদের বাড়িতে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলে শাসক দলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার দিঘিরপাড় পঞ্চায়েতের কাঠপোল এলাকায়।এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন অসীম কুমার দাস ও অনিতা সিনহা। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্তরা। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সহ সভাপতি মামনি দাস। অভিযোগ, পরিবারের উপর হামলা হতে পারে ভেবেই ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকা থেকে ক্যানিং পশ্চিম এলাকার কাঠপোল এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ওই বিজেপি নেতা। মঙ্গলবার ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হতেই রাতের অন্ধকারে বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁর মা ও স্বামীর ওপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রীত দুষ্কৃতিরা। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দু'জন। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ জখমদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি নেত্রীর বক্তব্য, ''রাত নটার পর অস্ত্র হাতে হামলা চালায় ওরা। হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। এর আগেও হামলা হয়েছে। আমি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েও রেখেছিলাম। আমি সে সময় বাড়িতে ছিলাম না, তখনই হামলা হয় আমার মা ও স্বামীর ওপর। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র বিজেপির পোলিং এজেন্টের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা। ঘটনাটি ঘটেছে খেয়াদহের ক্ষুদিরাবাদ এলাকায় । ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। আতঙ্কে বাড়িছাড়া পোলিং এজেন্ট ।খেয়াদহের বাসিন্দা সমীর মিস্ত্রি । লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপি প্রার্থী অনির্বান গাঙ্গুলির পোলিং এজেন্ট ছিলেন । ফলাফল ঘোষনা হাওয়ার পরেই তার বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় । তার স্ত্রী ও মা কে গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ । অভিযোগ তণমুল কংগ্রেসের দিকে । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তণমুল ।

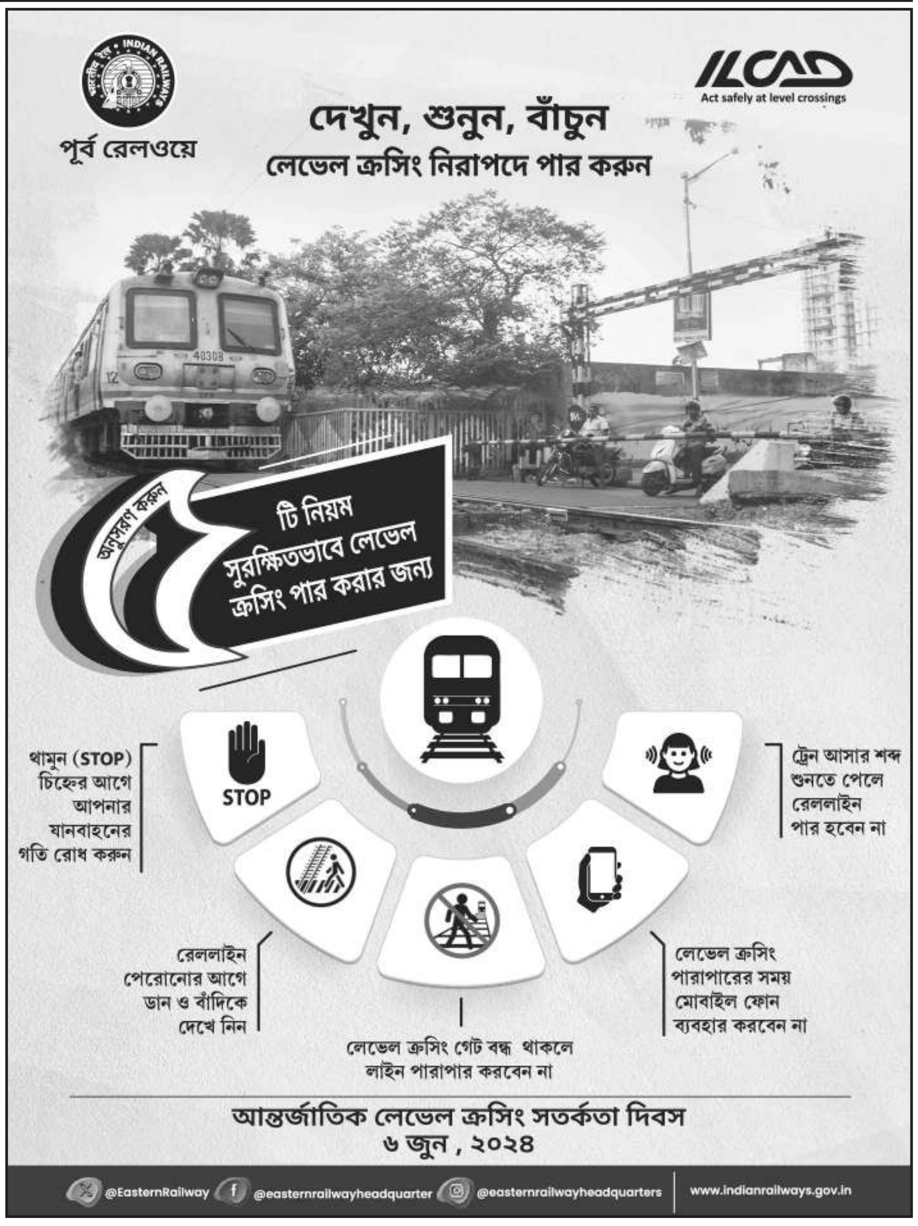

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-৭৪-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ০৩.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন: **কেস নং : ও-এসি-টি-৭৪-২৪-২৫, কাজের নাম** : এইএন/জেএসএমই-র অধীনে জসিডি ও বৈদ্যনাথধামে ড্রেন, সার্কুলেটিং এলাকা মেরামতি ও সংস্কার এবং অন্যান্য বিবিধ কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার । **টেন্ডার মূল্য :** ৭৫,২৯,৬২২.৯০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি :** ১,৫০,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২১.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। (ASN-73/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং. ১, ই-টেন্ডার নং ৪৩_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১১ (রোড জোন - এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/ডিকেএই-র অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (বিবরণ : সাম্প্রতিকতম সংশোধন স্লিপ ইত্যাদি সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের হারের বেশি/কম/সমান সামগ্রিক শতাংশ। (মূল্য ৫১,০০,০০০ টাকা)। দ্রষ্টব্য : ১. টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের জন্য কেবলমাত্র একটি দর দিতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্য হল বিভাগীয় ধার্য মূল্য। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের মৌলিক মূল্যে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে এই টেন্ডারের জন্য মূল্যায়নকৃত ব্যয়কে দৃঢ় করার জন্য মৌলিক ব্যয়ের উপর কোনও বৃদ্ধি বিবেচনা করা হয়নি। ৩. এই জোনাল টেন্ডারের মূল্যায়নকৃত খরচ/বিজ্ঞাপিত খরচ করার জন্য অবদান (i) মাটির কাজ - ২ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (ii) মর্টার - ৩ নং চ্যাপ্টারে ২%, (iii) কংক্রিট কাজ - ৪ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (iv) ম্যাসনরি কাজ - ৬ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (v) স্টিলের কাজ - ১০ নং চ্যাপ্টারে ৫%, (vi) ভেঙে ফেলা - ১৫ নং চ্যাপ্টারে ১%, (vii) রাস্তার কাজ - কেবলমাত্র ৮০%। ৪. কার্যকর করার সময় উল্লিখিত শতাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট সূচী ভিন্ন হতে পারে, যদি প্রয়োজন হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আর্থিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চাওয়া হতে পারে। ৫. উপরোক্ত নির্দেশাবলী শুধুমাত্র টেন্ডারদাতাদের জন্য। দর দেওয়ার সময় টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। ৬. টেন্ডারদাতাদের মূল্য উদ্ধৃত করার সময় ধার্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যের সাপক্ষে বেশি/কম/সমান দর % দিতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট সূচীর বিপরীতে প্রতিফলিত হয়, প্রযোজ্য হিসেবে জিএসটি এবং অন্যান্য করের বৃদ্ধি এবং প্রভাব বিবেচনা করে। **ক্র.নং. ২, ই-টেন্ডার নং ৪৪_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১৪ (জেনারেল জোন, ব্রিজ জোন ও রোড জোন) এইএন/ডিকেএই-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (পরিধি - এইএন/ডিকেএই-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এইচবিসি শাখায় কিমি ২৭/০ থেকে ৬৬/০ তৎসহ স্টেশন, সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি, ফর্মেশন, রাস্তা এবং ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ যাতে থাকবে (i) নতুন কাজ বর্তমান পরিকাঠামোর সংযোজন ও সংশোধন, কাজের চুক্তি মূল্য অনধিক ৫.০০ লাখ টাকা সাপেক্ষে বিশেষ মেরামতি কাজ নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ । (ii) সকল সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (iii) জোনে বছরে লাগতে পারে এমন সামগ্রী যেমন, ইট, চুন, বালি ইত্যাদি পরিবহন। **ক্র.নং. ৩, ই-টেন্ডার নং ৪৫_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১৩ (জেনারেল জোন, ব্রিজ জোন ও রোড জোন) এইএন/ডিকেএই-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (পরিধি - এইএন/ডিকেএই-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সিসিএল, সিসিআর, এসিসিএল শাখা সহ ডানকুনিতে ডানকুনি ও ডিজেল কম্পোনেন্ট ফ্যাক্টরি এবং এইচবিসি শাখায় কিমি ১০/০ থেকে ২৭/০ পর্যন্ত তৎসহ স্টেশন, সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি, ফর্মেশন, রাস্তা এবং ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ যাতে থাকবে (i) নতুন কাজ বর্তমান পরিকাঠামোর সংযোজন ও সংশোধন, কাজের চুক্তি মূল্য অনধিক ৫.০০ লাখ টাকা সাপেক্ষে বিশেষ মেরামতি কাজ নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ । (ii) সকল সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (iii) জোনে বছরে লাগতে পারে এমন সামগ্রী যেমন, ইট, চুন, বালি ইত্যাদি পরিবহন। **ক্র.নং. ৪, ই-টেন্ডার নং ৪৬_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১১ (রোড জোন - এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (বিবরণ : সাম্প্রতিকতম সংশোধন স্লিপ ইত্যাদি সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের হারের বেশি/কম/সমান সামগ্রিক শতাংশ। (মূল্য ৫১,০০,০০০ টাকা)। দ্রষ্টব্য : ১. টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের জন্য কেবলমাত্র একটি দর দিতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্য হল বিভাগীয় ধার্য মূল্য। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের মৌলিক মূল্যে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে এই টেন্ডারের জন্য মূল্যায়নকৃত ব্যয়কে দৃঢ় করার জন্য মৌলিক ব্যয়ের উপর কোনও বৃদ্ধি বিবেচনা করা হয়নি। ৩. এই জোনাল টেন্ডারের মূল্যায়নকৃত খরচ/বিজ্ঞাপিত খরচ করার জন্য অবদান (i) মাটির কাজ - ২ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (ii) মর্টার - ৩ নং চ্যাপ্টারে ২%, (iii) কংক্রিট কাজ - ৪ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (iv) ম্যাসনরি কাজ - ৬ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (v) স্টিলের কাজ - ১০ নং চ্যাপ্টারে ৫%, (vi) ভেঙে ফেলা - ১৫ নং চ্যাপ্টারে ১%, (vii) রাস্তার কাজ - কেবলমাত্র ৮০%। ৪. কার্যকর করার সময় উল্লিখিত শতাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট সূচী ভিন্ন হতে পারে, যদি প্রয়োজন হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আর্থিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চাওয়া হতে পারে। ৫. উপরোক্ত নির্দেশাবলী শুধুমাত্র টেন্ডারদাতাদের জন্য। দর দেওয়ার সময় টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। ৬. টেন্ডারদাতাদের মূল্য উদ্ধৃত করার সময় ধার্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যের সাপক্ষে বেশি/কম/সমান দর % দিতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট সূচীর বিপরীতে প্রতিফলিত হয়, প্রযোজ্য হিসেবে জিএসটি এবং অন্যান্য করের বৃদ্ধি এবং প্রভাব বিবেচনা করে। **ক্র.নং. ৫, ই-টেন্ডার নং ৪৭_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১৫ (জেনারেল জোন, ব্রিজ জোন ও রোড জোন) এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (পরিধি - এইএন/বিডব্লুএন-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এইচবিসি শাখায় কিমি ৬৬/০ থেকে ১০৪/০, মসাগ্রাম থেকে বাঁকুড়া লাইনে ০ থেকে ১ কিমি ও মেন লাইনে কিমি ৯১/০ থেকে ৯৫/০ তৎসহ সকল স্টেশন, সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি, লেভেল ক্রসিং, ফর্মেশন, রাস্তা এবং ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ যাতে থাকবে (i) নতুন কাজ বর্তমান পরিকাঠামোর সংযোজন ও সংশোধন, কাজের চুক্তি মূল্য অনধিক ৫.০০ লাখ টাকা সাপেক্ষে বিশেষ মেরামতি কাজ নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ । (ii) সকল সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (iii) জোনে বছরে লাগতে পারে এমন সামগ্রী যেমন, ইট, চুন, বালি ইত্যাদি পরিবহন। **ক্র.নং. ৬, ই-টেন্ডার নং ৪৮_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১৬ (জেনারেল জোন, ব্রিজ জোন ও রোড জোন) এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (পরিধি - এইএন/বিডব্লুএন-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বর্ধমানে ডিজেল শেড, ম্যালেরিয়া কলোনি, ট্রাফিক কলোনি, হেলথ ইউনিট, এটিপি স্কুল, লোকো ট্রাফিক রানিং রুম, লোকো শেড, লোকো ইয়ার্ড, আরপিএফ ব্যারাক, আমবাগান কলোনি, অফিসার'স কলোনি, লোকো কলোনি, আরই কলোনি ইত্যাদি এবং বর্ধমান (ব্যতীত) থেকে বলগোনা তৎসহ সকল স্টেশন, সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি, লেভেল ক্রসিং, ফর্মেশন, রাস্তা এবং ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ যাতে থাকবে (i) নতুন কাজ বর্তমান পরিকাঠামোর সংযোজন ও সংশোধন, কাজের চুক্তি মূল্য অনধিক ৫.০০ লাখ টাকা সাপেক্ষে বিশেষ মেরামতি কাজ নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ । (ii) সকল সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (iii) জোনে বছরে লাগতে পারে এমন সামগ্রী যেমন, ইট, চুন, বালি ইত্যাদি পরিবহন। **ক্র.নং. ৭, ই-টেন্ডার নং ৪৯_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১৭ (জেনারেল জোন, ব্রিজ জোন ও রোড জোন) এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (পরিধি - এইএন/বিডব্লুএন-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এইচবিসি শাখায় কিমি ১০৪/০ থেকে ১২০/৬৪ পর্যন্ত ও বিডব্লুএন-কেএএন শাখা তৎসহ বর্ধমানে বিডব্লুএন স্টেশন, ডাউন ইয়ার্ড, পাওয়ার হাউস, এসএসপি, স্টেশন কলোনি, কম্বাইন্ড রানিং রুম, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, ইনস্পেক্টর'র রেস্ট রুম, এইএন-এর কার্যালয়, কেবিন, গুডস শেড ও অন্যান্য আবাসিক ও সার্ভিস বিল্ডিং এবং কেএএন-জেটিএল শাখায় (আপ ও ডাউন) কিমি ০/০ থেকে ২/৫ পর্যন্ত সহ সকল স্টেশন, সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনি, লেভেল ক্রসিং, ফর্মেশন, রাস্তা এবং ব্রিজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ যাতে থাকবে (i) নতুন কাজ বর্তমান পরিকাঠামোর সংযোজন ও সংশোধন, কাজের চুক্তি মূল্য অনধিক ৫.০০ লাখ টাকা সাপেক্ষে বিশেষ মেরামতি কাজ নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ । (ii) সকল সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (iii) জোনে বছরে লাগতে পারে এমন সামগ্রী যেমন, ইট, চুন, বালি ইত্যাদি পরিবহন। **ক্র.নং. ৮, ই-টেন্ডার নং ৬৬_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে বিটিআরএইচ(২), বিজিএনএ(২), কেজেআরএ(১) ও সিএইচসি(১) মোট ৬টি পিএফ শেডের ব্যবস্থা সহ আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫১,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১ ও ৪-এর জন্য), ১,২০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২ ও ৫-এর জন্য), ১,০০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ১,৪০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৬ ও ৭-এর জন্য) ও ১,০৮,৬৪,৮৭৮.১৮ টাকা (ক্র.নং ৮-এর জন্য)। **বায়না মূল্য:** ১,০২,০০০ টাকা (ক্র.নং ১ ও ৪-এর জন্য), ২,১০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২ ও ৫-এর জন্য), ২,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ২,২০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৬ ও ৭-এর জন্য) ও ২,০৪,৩০০ টাকা (ক্র.নং ৮-এর জন্য)। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-87/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

লোকসভার ফল ব্যালান্সে

এবারের লোকসভার ভোট সবার রাজনৈতিক ভাবনাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। জোট ইণ্ডিয়া এবারে প্রায় এনডিএ জোটের পাসে গিয়ে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করেছে। ফলে জোট ইণ্ডিয়া সংসদে প্রধান বিরোধী জোট হিসাবে উপস্থিত এনডিএ জোটের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই করতে সম্মুখীন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা একেবারে মুশকিল। দেশের জনগণ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিজেপি দলের ওপরে আস্থা রাখলেও কংগ্রেস এবং জোট ইণ্ডিয়ার ওপরে সাধারণ মানুষ আস্থা রেখেছে। বিজেপিদল অতীতের নির্বাচনে যে জনসর্থন পেয়েছিল তা কমতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের আশা আকাঙ্খার ওপরে বারবার তারা আঘাত দিতে শুরু করে দিয়েছিল। বিজেপির ইস্তহারে যে জনমুখী সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছিল সেখান থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছিল বলে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন রেলে বয়স্ক লোকেদের ছাড় ছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার এসে তা তুলে দিয়েছে। সাধারণ রেল যাত্রীদের জন্য যে দূরপাল্লার প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল সেই সব রেল তুলে দিয়ে তাকে এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করেছিল। পরিযায়ী শ্রমিকেরা রাস্তায় পড়ে মারা গিয়েছিল। সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারে প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সহানুভূতি দেখায় নি। উপরন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকেরা নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে রেলে করে অভুক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে সব খবর ছিল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনও সেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মোদি গ্যারান্টি ওপরে ভরসা করতে পারছে না সাধারণ মানুষ। বারবার সাধারণ মানুষকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কাতার থেকে শুরু করে রাশিয়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভারত থেকে যেসব তরুণরা চাকরি পাওয়ার জন্য গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে তাদের সেখানে অসম্মান করা হচ্ছে। ভারত সরকার শুধু মাত্র কুটনৈতিক সম্পর্ক সঠিক ভাবে বজায় রাখতে কেনও ভিন দেশীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে চাইছে না। বলির পাঠা হচ্ছে তরুণ ভারতীয়রা। সাধারণ মানুষের কথা কোনও দিন বিজেপি দলের নেতাদের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায়নি। তার ওপরে এনডিএ আসার ফলে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি দেশের নাগরিকেরা একেবারে মোদিকে বঞ্চিত করেননি। কিন্তু বিরোধী দল যেবাবে বিজেপির বা এনডিএ বিরোধী প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল তার বিপক্ষে শক্তিশালী প্রচার করতে অক্ষম হয়েছিল এনডিএ নেতারা। সব অঙ্ককে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। তর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এনডিএ জোট সাধারণ মানুষের কথা ভাবেনি। শুধু ক্ষমতা পাওয়ার পিছনে ছোটাছুটি করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী লীলা নাগ

১৯২১ সাল। ঢাকা কলেজ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন পড়াশোনা করছেন সেখানে। তার এক ক্লাস নিচের ক্লাসে পড়তেন লীলা নাগ। কে এই লীলা নাগ? চলুন জেনে নেওয়া যাক লীলা নাগ সম্পর্কে মোতাহার হোসেনের ভাষায়। কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন, এঁর মত সমাজ-সেবিকা ও মর্যাদাময়ী নারী আর দেখি নাই। এঁর থিওরী হল, নারীদেরও উপার্জনশীলা হতে হবে, নইলে কখনো তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবে না। তাই তিনি মেয়েদের রুমাল, টেবল ক্লথ প্রভৃতির উপর সুন্দর নক্সা এঁকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সব বিক্রি করে তিনি মেয়েদের একটা উপার্জনের পন্থা উন্মুক্ত করে দেন। লীলা নাগের ছাত্র জীবন শুরু হয় ঢাকার ইডেন স্কুলে। এরপর তিনি ঢাকা কলেজে পড়েছেন। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক লাভ করেন। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তার মেধা ও আকাঙ্খা দেখে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ হার্টস তাকে পড়ার অনুমতি দেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এমএ ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ ডিগ্রীধারী মহিলা। ১৯২৭ - ২৮ এ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন নারীদের উপর শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা যায় বেড়ে। সেই সময় লীলা নাগ মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারী আত্মরক্ষা ফান্ড, যেখানে মেয়েদের মার্শাল আর্ট এবং শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তিনি কলকাতায় 'ছাত্রীভবন ' নামে একটি ছাত্রীদের আবাসিক হল প্রতিষ্ঠা করেন। লবন সত্যাগ্রহের সময় তিনি ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গড়ে তুলেছিলেন। ঢাকা ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় ঘুরেছেন এই লবন আইন ভঙ্গ করার জন্যে। তিনি এই নারী আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেওয়ার জন্যে সম্পাদিত করেছিলেন 'জয়শ্রী পত্রিকা'। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উত্তাল এক সমাজ তখন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখেছেন, তার বাসার পরিবেশটা ছিল স্বদেশীদের পক্ষে। বিদেশী কাপড় বাদ দিয়ে তারা পড়তো স্বদেশী মোটা কাপড়। তাদের গলায় ছিলো সুর, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই, মা যে তোদের দিন দুঃখিনী এর চেয়ে বেশি সাধ্য নাই। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হলে বাড়িতে পালন হয়েছিল অরন্ধন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কিছুই পাওয়া সম্ভব হয় না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। আসলে শক্তি এবং ভক্তি উভয়েরই সরকার রয়েছে। যিনি শক্তি এবং ভক্তি লাভ করেন তিনি শক্তিমান

বারানসীর কড়চা ঃ 'শ্রীক্ষেত্র নব সংস্কারের পথে' সে আর এক অন্য কাহিনী যা আজানা

জয়দেব দাস, কাশী

কাশী ধামে শ্রী শ্রী মা সারদা গঙ্গা স্নান সেরে অসি ঘাট থেকে গেলেন অসি মাধব দর্শনে। অসি মাধব জগন্নাথের রূপ। বিগ্রহ দর্শনে সানন্দ- বিস্ময়ে মাতা বলিয়া উঠিলেন,-ওমা কাশীতেও জগন্নাথ এসে বসে আছেন! তা বেশ হয়েছে, যিনি জগন্নাথ তিনিই বিশ্বনাথ। অসি মাধব জগন্নাথের এই প্রাঙ্গণই হল কাশীর শ্রীক্ষেত্র, অসি ঘাটের ঠিক অপরেই এক বিশাল প্রাঙ্গন জুড়ে এই দেবালয়। জগন্নাথ, সুবোধরা ও বলভদ্র প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পুজো হয়। আশি ঘাটের কাছে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দিরটি ওড়িশার পুরীতে অবস্থিত জগন্নাথ ধামের একটি প্রতিরূপ মনে করা হয়। এই মন্দিরটি ১৮০২ সালে ভোঁসাল রাজ্যের দুই নাগরিক বিশ্বম্ভর রাম এবং বেণী রাম দ্বারা নির্মিত। বিশ্বাস করা হয় যে বারাণসীতে অবস্থিত এই মন্দিরে দর্শনে ভক্তরা ওডিশায় অবস্থিত জগন্নাথ ধামের মতোই পুণ্য ফল পান। দেবতাদের পূজার আচার ও পদ্ধতি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতোই। এই মন্দিরের চার কোণায় চারটি বৈষ্ণব দেব মূর্তি রয়েছে, যথা কৃষ্ণ, রাম পঞ্চায়েত, কৃষ্ণের কালিয়ামর্ধন রূপ এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ। রথের দিনে জগন্নাথ, সুবোধরা ও বলভদ্র এই তিন বিগ্রহ কে পালকি করে নিয়ে জাওয়া হয় রথজাত্রা নামক স্থানে। সেখানেই রথের মেলা তিনদিন। কাশীর লাক্ষা মেলা নামেও খ্যাত।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত এই খেত্র জন মানুষ শুন্য ছিল বললেই চলে। একদমই যে কেউ থাকতেন না তাও নয়। যেমন মন্দির প্রাঙ্গনের দক্ষিণ প্রান্তে, নদির কাছে ছিল জ্ঞান চক্রবর্তীর এক প্রাসাদ বাড়ি। চারিদিকে গাছ গাছালি ভর্তি। গঙ্গা পর্যন্ত গাঁদা ফুলের গাছের চাদরখ।

সত্যজিত বাবুর কথায়-আমাদের দরকার ছিল শুটিং-এর জন্য। এক হল গল্পের ভণ্ড সাধু মছলিবাবার জন্য ঘাটের ধারে-কাছে একটি গোপন আস্তানা; আর দুই হল, যে ঘোষালদের আড়াই ইঞ্চি লম্বা সোনার গণেশ চুরি নিয়ে রহস্য, তাদের জন্য মানানসই একটা পুরনো বাড়ি। মছলিবাবার ডেরা তো পাওয়া গেল, আর সেই সঙ্গে প্যালেসে শুটিং করার অনুমতিও আদায় করে নেওয়া হল। এবার বাকি ঘোষালদের বাড়ি। খোঁজ করে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী দুটো বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। একটা মেমুরগঞ্জের সাহাদের

বাড়ি। গিয়ে দেখলাম মোটামুটি গল্পের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু তার আশেপাশে বেনারসের কোনও চিহ্ন নেই। এখানে শুটিং করাও যা কলকাতাতেও তাই। এ বাড়ি বাতিল করে আমরা চলে গেলাম নাগওয়া।

এই নাগওয়ার ঘাট থেকেই সাঁকো পেরিয়ে রামনগর জেত তখন। নাগওয়ার যে অংশে বাড়ি, সেটার নাম লঙ্কা। বাড়ির মালিক ছিলেন উত্তর প্রদেশের কোনও বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডাইসচান্সেলর জ্ঞান চক্রবর্তী। তিনি মারা গেছেন অনেককাল। পরবর্তী কালে বাড়ি চলে যায় ডালমিয়াদের হাতে। এখন সেই বাড়ি এক স্কুল। গেট দিয়ে ঢুকে বেশ কিছুটা হাঁটার পর গাছপালার আবরণ সরে গিয়ে বাড়িটা দেখা যায়। বিশাল অট্টালিকা। চারদিকে বিস্তীর্ণ জমি, এককালে বেশ রমরমা ছিল সেটা দেখেই বোঝা যায়। ঘোষালবাড়িই বটে। পাশেই গঙ্গা, তবে বর্ষায় জল বাড়লেও এ বাড়ির একতলা অবধি পৌঁছবে না, কারণ ভিত প্রায় দশ হাত উঁচু, প্রথম তলায় পৌঁছতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়। জমিটা ছিল নাকি এক মেম সাহেবের। তাঁর সঙ্গে এই জ্ঞান চক্রবর্তীর আলাপ হয়। তার অল্পদিন পরেই মেমসাহেব স্বপ্নে জানেন যে পূর্বজন্মে জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর নিজের ছেলে। অনেকদিন কাশীতে থেকে ভদ্রমহিলার হিন্দু ধর্মের প্রতি টান হয়, পূর্বজন্ম-টন্ম সম্বন্ধেও বিশ্বাস জন্মায় । এই স্বপ্ন দেখার ফলে মেমসাহেব তাঁর জমিজমা সম্পত্তি সব কিছু চক্রবর্তী মশাইকে দান করে যান। চক্রবর্তীমশাই বাড়িটি তৈরি করেন আর উনিশ শো আটাত্তর সালে সেখানে হয় ফেলুদার ছবির শুটিং।

ঘোষালদের জন্য এত ভাল আর এমন জুতসই একটা বাড়ি পাওয়াতে মনটা নেচে উঠেছিল সত্যজিত বাবুর, তার পর যখন জানলেন যে এখানে শুটিং করার অনুমতি পেতে তাঁর কোনও অসুবিধা হবে না, তখন আনন্দের সঙ্গে পরম নিশ্চিত্তির ভাব নিয়ে তিন দিনের কাশীবাস শেষ করে কলকাতায় ফিরেছিলেন।

বর্তমানে সকাল সকাল কাশী হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক বিশেষ চায়ের স্বাদের সন্ধানে অসির বাঙালি দাদার খোঁজ করে। নাম পদবি না জানলেও সে অঞ্চলে বাঙালি দাদা নামেই খ্যাত। দোকানের বয়েস প্রায় ২৫ বছর। মুখার্জি পরিবারের ছেলে। ভাল নাম সঞ্জয় মুখার্জি। তিনি বলেন, জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গনে ছিল একটা কুণ্ড আর অনেক আমলকী গাছ। তাই আনেকে বিশেষ করে এখানকার বাঙালি এই স্থানকে আমলকী তলা বলে পরিচয় দিত। শীত কালে চড়ুই ভাতির জন্য প্রিয় জায়গা।

সময়ের সাথে সাথে এখানে বস্তি গড়ে উঠল। আশির দশকেই বালি তলার মজুর, যারা বাংলার পূর্ব সিমানার কাছ থেকেই এসেছিল বলে মনে করা হয়। বালি তলার কাজ বধ হয়ায়, কাজ হারাল। অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় টানা রিক্সা কে আজিবিকা করে নিল কিছু জন। নদির ধারে, মন্দির প্রাঙ্গনের পূর্ব-দক্ষিণ সিমানাএ নিজেদের ঘাটি বাঁধল। নগয়া বলেই স্থানটি পরিচিত।

আস্তে আস্তে চারিদিকে নতুন ঘর বাড়ি হল। হল কলনি। এই মন্দির প্রাঙ্গনের জমিতেও লোকেরা বে আইনি ভাবে দখল নিল। বিশেষ করে অসি ঘাটের পাসেই নতুন অসি ঘাট নির্মিত হল, তখন থেকেই শ্রী রত্নেশ বর্মার নেতৃত্বে সুবহ-এ-বেনারাস অনুষ্ঠানটির খ্যাতির জন্য নিত্য লকের সমাগম বেড়েই চলল। সকাল সন্ধ্যে মেলার রূপ নিতে জমে উঠল নানা ধরনের দোকান পাট। হোটেল ব্যাবসা। সবই প্রায় শ্রীক্ষেত্রের জমির অপর।

জগন্নাথ করিডোরের জন্য ৩০০টি বাড়ি ভেঙে ফেলার আদেশ-এই খবর পাওয়ায়ে অঞ্চলিক বাসিন্দা দের মাথায় বজ্রাঘাত। অসি কলোনির অসন্তুষ্ট বাসিন্দারা যুক্তি দেন যে মোদি কাশীকে ভুল বুঝেছেন, এবং যদি তিনি এই পথে চলতে থাকেন, তাহলে কাশীর পরিচয় শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। করিডোরের পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হওয়ায়, বাসিন্দারা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (এসডিএম) আদালতের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেন যে তারা যে জমিতে বসবাস করছেন তা সরকারের অন্তর্গত এবং তাদের শীঘ্রই এটি ছেড়ে যেতে হবে। এরা সেইসব লোক যাদের পূর্বপুরুষরা তাদের জমি রেজিস্ট্রি করেছিলেন এবং তাদের বাড়ি তৈরি করেছিলেন, এবং এখনও, জগন্নাথ করিডোরে থাকার জন্য প্রায় ৩০০টি বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একজন স্থানীয় বলেন যে এই বার্তা শুনে, তাদের মধ্যে অনেকে এসডিএম আদালতে যান, যেখানে তাদের একজন অফিসের কর্মচারীর সাথে দেখা হয়, সে তাদের জানিয়েছিলেন যে 'উপর থেকে' আদেশ তাকে সেগুলি গ্রহণ করতে নিষেধ করে। তারপরে তারা উচ্চ আদালতে যান এবং শেষ পর্যন্ত এসডিএম আদালত থেকে একটি আদেশ পান যাতে তারা তাদের কথা শুনতে পারে।

বিশ্বনাথ করিডোরের ক্ষেত্রে, ভেঙে ফেলা বাড়িগুলির মধ্যে অনেকগুলি রাজাদের ছিল এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের দ্বারা দখল করা হয়েছিল। যাইহোক, জগন্নাথ করিডোরের পথের বাড়িগুলি বৈধভাবে এই স্থানীয়দের মালিকানাধীন, এবং তারা দাবি করে যে তাদের জমি আসলে তাদের নয় এমন কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

তারা বলেছেন যে তারা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এমনকি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে চিঠি লিখেছেন, তবুও তাদের দুর্দশা উপেক্ষা করা হচ্ছে। বিকাশ বা প্রগতির নামে সরকার কতটা ধ্বংসের ন্যায্যতা দিতে পারে? ওই এলাকার বাসিন্দারা মনে করেন, লকডাউন চলাকালীন আরও একটি করিডোর তৈরির জন্য এক হাজারেরও বেশি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ক্ষুব্ধ অসি কলোনির বাসিন্দারা।

লোকেরা প্রায়শই কাশীতে এসেছে 'মৃত্যুর জন্য', 'মোক্ষ প্রাপ্তির' নামে, এবং এই স্থানীয়রা দাবি করে যে তারা মরতে প্রস্তুত এবং তাদের বাড়িঘর ভেঙে তাদের সমাধিস্থল হয়ে উঠুক এবং জগন্নাথ করিডোর তাদের সমাধিতে পরিণত হোক। 'বিকাস কে নাম পে বিনাশ ' (প্রগতির নামে ধ্বংস), একজন বাসিন্দা দাবি করেছেন, তার হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে কাশী হল আলোকিত এবং স্বাধীনতা, মুক্তি এবং মোক্ষের শহর, কোনও বিনোদন পার্ক নয় যা উচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাশী বলতে কী বোঝায়, ' ধর্ম '-এর প্রকৃত অর্থ কী তা সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝি নির্দেশ করবে। এই লোকেরা নিজেদেরকে ধার্মিক মানুষ বলে মনে করে যারা তাদের গুরু শঙ্করাচার্যকে শ্রদ্ধা করে। যাইহোক, তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে মোদীর ধর্ম অনেকটা ধর্মের ছদ্ম বেশে বাণিজ্যিকীকরণের মতো মনে হচ্ছে। সর্বোপরি, রাবণও একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন! তাদের যুক্তি হল মোদি কাশীকে ভুল বুঝেছেন, এবং যদি তিনি এই পথে চলতে থাকেন, তাহলে কাশীর পরিচয় শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নতুন এবং বিদেশী কিছু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণের উপস্থিতি ইতিমধ্যে কাশীর আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছে। সত্য হল এরা হিন্দু, কাশীর বাসিন্দা, যারা পবিত্র নগরী বলতে কী বোঝায় তা বোঝে এবং তারা মনে করে যে 'ধর্মের' নামে কাশীকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে বিক্রি করা হচ্ছে।

(কাশী হচ্ছে হিন্দুদের একটি বিশেষ তীর্থক্ষেত্র। এই বিশেষ তীর্থ ক্ষেত্রে সবার একবার করে দর্শন করা চাই। সেই কারণে কাশীতে অতীত কালে এমনকী বর্তমান কালেও বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরা গিয়েছেন তীর্থ করতে। পূণ্য অর্জন করতে। বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভার কেন্দ্র হচ্ছে কাশী সেই কাশী। তিনি যেহেতু একজন ধার্মিক নেতা সেই কারণে তিনি কাশীকে তাঁর কেন্দ্র করেছেন। সেই কাশী থেকে লিখছেন জয়দেব দাস। তিনি কাশর বাসিন্দা— কাশীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে)

লেখক বিভূতি ভূষণ ও বাটা

এক সাহেবের জীবনী হাতে এসেছিলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন মুচি বা চর্মকার। তাঁর জীবনীটি পড়ে এমনই মুগ্ধ হয়ে যান বিভূতিভূষণ যে তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েন। পুরো জীবনীটি বিভূতিভূষণ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে হয়েছিল এ জীবনী পড়া উচিত চাকরি প্রত্যাশী প্রত্যেকটি তরুণ তরুণীর। তিনি ছুটলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল খ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে। সে জীবনী পড়ে আচার্য্যও মুগ্ধ ! তিনি বিভূতিভূষণের বইটির ফরওয়ার্ডও লিখে দিলেন। দুঃখের বিষয়, বইটি ছাপা হলেও জনপ্রিয় হয়নি। চর্ম কারের জীবনী আবার কে পড়ে! টমাস ছেলেটির জন্ম চেকো স্লোভাকিয়াতে, মাত্র ১০ বছর বয়সে সে মাতৃহারা। তার বাপ-ঠাকুরদা সবাই ছিলেন দক্ষ চর্মকার। ৬ বছর বয়স থেকে বাবার কাছে চামড়ার কাজ শিখতে শুরু করেন। ১২ বছর বয়সেই টমাস জুতো তৈরিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে, কিন্তু এই ছেলেটির চোখে তখন অন্য স্বপ্ন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ছেলেটি তার দাদা আন্তোনিন ও দিদি অ্যানাকে বুঝিয়ে বলেন যে একটা ছোট্ট দোকান থেকে আর ক'টা জুতো বিক্রি হবে, তার চেয়ে চল আমরা তিন ভাইবোন মিলে একটা জুতোর কোম্পানি বানাই তাতে জুতো বিক্রি হবে অনেক বেশি আর সে কোম্পানিতে কর্মসংস্থানও হবে কিছু মানুষের। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মাত্র ৩২০ ডলার জোগাড় করতে পেরেছিলেন তিন ভাইবোন আর তাই দিয়েই ১৮৯৪তে তাঁরা বানিয়ে ফেললেন একটি জুতোর কোম্পানি।

মাত্র ১০ জন কর্মীকে নিয়ে শুরু হওয়া সে কোম্পানিটি কিন্তু এক বছরেই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। জুতো তৈরির চামড়া কেনার টাকাও ছিল না। অন্য কেউ হলে ব্যবসার সেখানেই ইতি টানতেন, কিন্তু তিনি সেখান থেকেই শুরু করলেন। বললেন চামড়া নেই তো কী হয়েছে, ক্যানভাস কাপড় দিয়ে বানাবো জুতো। বানাতে খরচ বেশি নয়, তাই দামেও হবে সস্তা। নতুন ভাবে হলো জুতা আবিষ্কার ! তৈরি হলো পৃথিবীর প্রথম ক্যানভাসের জুতো (যেটিকে আমরা বলি কেডস) আর সেই জুতো বাজারে পড়া মাত্র সুপারহিট ! একবছরের মধ্যে দেনা শোধ করে ঘুরে দাঁড়ালো টমাস সাহেবের কোম্পানি! টমাস সাহেব বুঝেছিলেন প্রোডাকশন বাড়াতে হলে আমেরিকার আবিষ্কার অ্যাসেম্বলি লাইন বস্তুটি আয়ত্ত করতেই হবে।

বিজয়া রায় কল্পনা করেননি তিনি সত্যজিতের স্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদক

বিজয়া রায় কোনওদিন কল্পনা করতে পারেন নি তিনি ও সত্যজিৎ রায় স্বামী-স্ত্রী হবেন। গোপন রাখতে হবে রেজিস্ট্রেশনের খবর। দু'জনে একসঙ্গে থাকতে পারবেন না, তিনজন বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা দেবীকে ছেলের বিয়ের বিষয়ে রাজি করাতে পেরেছিলেন তাদের বাড়ির ডাক্তার নসুবাবু। সুপ্রভা দেবী, বিজয়া রায়কে শুধু পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহন করলেন না,নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন শাঁখা,নোয়া। সত্যজিৎ-বিজয়ার প্রেম,বিয়ের রোমহর্ষক গল্প হার মানাতে পারে যেকোনও থ্রিলার উপন্যাসকেও। দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোনও দিন বিয়ে করবেন না,যেভাবে চলছে সেভাবে সব চলুক অনেক বাঁধা,প্রাচীর অতিক্রম করে প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বিজয়া রায়ের বিয়ে হয়েছিল ১৩মার্চ ১৯৪৯সালে। বিয়ের দু'চারদিন পরে সকালে সুপ্রভা দেবী তরকারি কুটছেন,পাশে বসলেন পুত্রবধূ বেশ একটু ভয়ে বললেন 'আমি তো তরকারি কাটতে পারি,কী কী কুটতে হবে বলে দাও,আমি কাটছি'। শাশুড়ি মা বললেন 'সে পরে হবে'। কিন্তু এরপরেই যে আসল সমস্যাটা তৈরি হল,ছেলের বউ পিসিকে জিজ্ঞেস করলেন 'এবার থেকে তোমাকে কী বলে ডাকব? কেন এতদিন পিসিমা বলেছো এবার 'পিসি'টা বাদ দিয়ে শুধু মা বলে ডাকবে। মানিক বাবুর স্ত্রী হিসেবে বিজয়া রায় কে তাঁর আত্মীয় স্বজন, খুব ভালভাবেই তাদের বিয়েটা মেনে নিয়েছিলেন তার নেপথ্যে সবথেকে বড় কারণ সম্ভবত দুজনেই সবার প্রিয় ছিলেন। সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায়ের ঘনিষ্ঠতা বা পূর্বরাগ যাই বলুন না কেন শুরু ১৯৩৯ সালের দিকে,বিজয়া দাশ তখন বেথুন স্কুলে চাকরি করেন,কমলা গার্লস স্কুলে এর আগে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। কলকাতায় আসার পর মানিকবাবু,বিজয়া

দুজনে শুনতেন রেডিয়ো, ভালবাসতেন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক মিউজিক। সত্যজিৎ জায়ার কথায় মানিকের সঙ্গে একসঙ্গে কবে বসে মিউজিক শুনতে শুনতে দুজন, দুজনের প্রেমে কবে পড়েছেন সেটা বলতে পারবেন না,কিন্তু তিনি যে প্রেমে পড়েছেন বুঝলেন তখন বেথুন স্কুলে কাজ করছেন। পুরুষের মধ্যে যা গুণ থাকা দরকার সবই ছিল মানিকবাবুর মধ্যে,একটু বেশিই ছিল,তিনি বিজয়া দাশের থেকে বয়সে ছোট,নিকট আত্মীয়, কাজেই বিয়ের কথা ভাবা অসম্ভব, দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন কোনওদিন বিয়ে করবেন না,যেভাবে চলছে সেভাবে সব চলছে চলুক। মানিক বাবু বি এ পাশ করেছেন,সুপ্রভা দেবীর ইচ্ছে ছেলে শান্তি নিকেতনে কলাভবনে ভর্তি হোক, কারণ একই ইচ্ছা ছিল মানিকবাবুর পিতৃদেব সুকুমার রায়ের। সত্যজিৎ রায় যদিও সেখানে যেতে চান নি, নেপথ্যের বড় কারণ বিজয়া রায় কে ছেড়ে শান্তিনিকেতন যেতে হবে উনি ভাবতেই পারছিলেন না। বিজয়া রায় তাঁকে বুঝিয়ে শান্তি নিকেতনে পাঠালেন তবে শর্ত হল প্রতিদিন দু'জন দু'জনকে চিঠি লিখবেন।

মানিক বাবু সেইসময় প্রচুর চিঠি লিখেছেন বিজয়া রায় কে ,যদিও সত্যজিৎ জায়ার আক্ষেপ সেসব চিঠি তিনি রাখেন নি যদি সবার কাছে ধরা পড়ে যান এই ভয়ে। ডি.জে কিমার এন্ড কোম্পানিতে যোগ দিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে সত্যজিৎ রায় কলকাতায় ফিরেছেন। ওদিকে বিজয়া রায়ের দু'একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, প্রতিবার না বলেছেন ।সেজন্য তাঁর কাকা মা'কে বলেছিলেন 'বৌঠান, মঙ্কুরে মাথা ঠাণ্ডা কইরা ভাবতে বলো'। সিনেমায় অভিনয় করবেন বিজয়া রায়,সত্যজিৎ বাবু আপত্তি করলেন, কারণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তখন তেমন সুনাম ছিল না। 'শেষরক্ষা'বলে একটা ছবিতে অভিনয় করলেন,অবশ্য তার আগে মুক্তি পেয়েছিল 'সন্ধ্যা'' ফ্লপ করল..।

এবার একটু বিপদে পড়লেন সত্যজিৎ জায়া,সারাজীবন কাকা-কাকিমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না,মানিকবাবুকে সব বললেন, তিনি সব শুনে বললেন ভাল হয়েছে,ওসব আজেবাজে ছবিতে অভিনয়ের মানেই হয় না। 'কিন্তু উপার্জন তো করতে হবে।

হাত-পা গুটিয়ে কতদিন বসে থাকব'? 'কেন এখানে তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে'?একটু ধৈর্য্য ধরো, সব শুনে বিজয়া রায় বললেন 'না তা হয় না, বিয়ে করব না বলে যখন ঠিক করেছি,তখন একটা কিছু আমাকে করতে হবে,সারাজীবন কাকা-কাকিমার গলগ্রহ হয়ে থাকব'?

'না না তা কেন?তুমি দেখছ আমি কত তাড়াতাড়ি চাকরিতে উন্নতি করছি,মাইনেটা আর একটু বাড়লেই তোমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারব'। 'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই। তোমার টাকা আমি নিতে যাব কেন'? 'কেন? আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়'? 'না একেবারেই নয়। বিয়ে হলে হত,কিন্তু তা যখন হবার নয়,তখন বৃথা তর্ক করে কোনও লাভ নেই'। বিয়ে যে দু'জনের মধ্যে হওয়া একপ্রকার অসম্ভব জেনেও দু'জন দু'জনকে নানা উপহার দিতেন। বিজয়া রায়ের মেজদি তাঁকে বম্বেতে যেতে বলছেন,কিন্তু মানিক বাবু যেতে দিতে রাজি নন একেবারে,এই নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার যেমন মান-অভিমান হয় সবই হত,তবুও মানিকবাবুকে রাজি করানো গেল,কিন্তু মানিককে ছেড়ে যেতে বিজয়া রায়ের মন সায় দেয়না,মনের ক্ষোভ,দুঃখ, অভিমান কাউকে বলা যায় না,শেষ পর্যন্ত বিজয়া রায় বোম্বেতে গেলেন,ভীষণ মন খারাপ নিয়ে, মানিকের সাথে হয়তো বছরে এক বা দু'বার দেখা হবে!নীতিন বোসের মা ছিলেন ট্রেনের সেই কম্পার্টমেন্টে,তিনি আবার উপেন্দ্রকিশোরের আপন বোন। নীতিন বসুর বোন সোনা, তাঁর সঙ্গে বিজয়া রায়ের আলাপ ছিল, সোনার মা বিজয়া রায় কে প্রশ্ন করলেন 'তুমি কবে বিয়ে করছো'? গতানুগতিক কথাবার্তার মাঝে শুধু একটা কথা নীতিন বসুর মা বলেছিলেন 'বিয়ে করাটা মেয়ে মানুষের ধর্ম',কিন্তু বিজয়া রায় বলতে পারছেন না যাকে বিয়ে করতে চাই তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বলাই নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সত্যজিৎ জায়া বিজয়ার বিয়ে দেবেন তাঁর মেজদি,তবে মানুষ বলাই ছিলেন অন্যধাতুতে তৈরি। সহনশীল, উচ্চশিক্ষিত, প্রবল সেন্স অফ হিউমার সমৃদ্ধ মানুষ,বিজয়ার সব কথা শুনে বুঝলেন তাঁর সঙ্গে বিজয়ার বিয়ে হবে না,বরং তিনি তখন দু'জনের যোগাযোগের মিডলম্যান হলেন বলা যায়। মাঝে মানিকবাবু জানালেন কাকার বাসা ছেড়ে তিনি বালিগঞ্জ গার্ডেনসে আস্তানা করে নিয়েছেন। বিজয়া রায় ভুলাভাই দেশাইয়ের পিকচার্সের ব্যানারে 'জনতা'বলে একটা ছবির কাজ শুরু করেছেন।

পাঠকের দরবারে

সঙ্গীত জগতে কিশোর-আরতি

শিলিগুড়িতে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয বেশ অনেকগুলো বছর আগে। কিশোরকুমার এসেছেন গান করবেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুলক্ষণা পণ্ডিত। ফাংশনে কিশোরকুমারের সাথে তিনি তখন ডুয়েট গাইতেন। ওই ফাংশনে বাংলার প্রতিভাময়ী এক সংগীত শিল্পীকে আমন্ত্রণ করা হয়। কেরিয়ারের শুরুতে এরকম একটা ফাংশানে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রতিভাময়ী কন্যাটি ভীষণ খুশি। কিশোর কুমার তাঁর স্বপ্নের গায়ক,ওই ফাংশানে তিনিও গাইবেন। আয়োজক বারীন ধর, সম্পর্কে তিনি সুচিত্রা সেনের ছোটবোন রুনাদেবীর স্বামী। কিশোরকুমারকে কেউ হয়ত বলেছিলেন আরতি মুখোপাধ্যায় নামে একজন খুব ভাল গান করছেন। কিশোর তাঁর গান শুনতে চান, আরতি খুশি হলেও উদ্যোক্তাদের অনেকেই একটু হলেও অবাক হয়েছিলেন! দুদিন ধরে ফাংশান হয়। যেদিন আরতি গাইতে উঠলেন কিশোর স্বয়ং উপস্থিত। উইংসের পাশে তাঁর বসার আসন। সেই প্রথম কিশোরকুমার কে সামনাসামনি দেখা আরতি মুখোপাধ্যায়ের। টেনশন দূরের কথা ভারত কাঁপানো একজনের সামনে নিজেকে যেন উজাড় করে দিলেন। গাইবার সময় মাঝে মাঝে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে উইংসের দিকে। কিশোর মনোযোগ দিয়ে আরতির গান শুনছেন। কখনও গানের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছিলেন। আরতি অনেকক্ষণ ধরে গেয়ে ছিলেন রবীন্দ্রসংগীত থেকে ছায়াছবি গান, আধুনিক। তখন এত অর্কেস্ট্রার দাপট নেই,একটা হারমোনিয়াম, তবলা বড় জোর একটা এস্রাজ নিয়ে গাইতে হত। আরতি গেয়েছিলেন হার মোনিয়াম ও তবলা নিয়ে। গান শেষে যখন মঞ্চ থেকে নামছেন, কিশোরকুমার ধীরে ধীরে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন - তুমি খুব ভাল গেয়েছো। তোমার সবগুলো গান আমি শুনেছি। প্রতিভার কদর করতে কিশোর জানতেন। আর সেকারণেই নিজে উঠে গিয়ে সেদিনের প্রতিভাময়ী,গুণী সংগীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়কে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতে তাঁর একটুও বিলম্ব হয় নি। অবশ্য এই গল্পের কাহিনী এখনও শেষ হয় নি। ফাংশানের পরদিন শিলিগুড়ির কাছে একটা ডিনার পার্টি, কিশোরকুমার মধ্যমণি,গায়িকা অভিনেত্রী সুলক্ষণা পণ্ডিত আছেন। কিশোরকুমার স্বয়ং আরতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুলক্ষণা পণ্ডিতের পরিচয় করিয়ে দিয়ে অন্য আর একজনের সাথে গল্প করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরতি-সুলক্ষণার আড্ডায় যোগ দিয়ে কিশোর সুলক্ষণার উদ্দেশ্য বললেন দেখো বম্বেতে তোমরা এত অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গান বাজনা করো, অথচ এই মেয়েটি শুধু হারমোনিয়াম আর তবলায় গান করে বেরিয়ে গেল।

সেই আরতির কণ্ঠে মাধবী মধুপে হল মিতালী, এক বৈশাখে দেখা হল দুজনায়, কথা কিছু কিছু, অথবা আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান কিংবা হংসরাজ ছবিতে ছোট অরিন্দম গাঙ্গুলীর লিপে লোকগীতি, সবই সুপারহিট। তাঁর ডাকনাম আলো। বাংলা গানের জগতে তাঁর উত্থান সত্যিই চোখ ধাঁধানো আলোর মতোই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তো অনেক বার বলেছেন, আরতি যে কেন মুম্বই চলে গেল! তখন বাংলায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আর আরতি মুখোপাধ্যায়, এই দুটোই তো নাম। যে কিশোরকুমারে সামনে ফাংশানে নিজের সেরাটা বার করে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা আদায় করেছেন তাঁর সাথে ডুয়েট রুশওয়াই ছবিতে 'মেরি তানহাই'। **-রবীন্দ্র সেন**

দলেরই অপর গোষ্ঠীর হাতে নিগৃহীত তৃণমূল নেতা, সলপের ডাঁসীতে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুন ঃ লোকসভা ভোটে একটি বুথে (পার্টে) পরাজয় হলো কেন, অপর গোষ্ঠীর হাতে নিগৃহীত তৃণমূল নেতা। এই ঘটনায় শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের ডোমজুড় বিধানসভা এলাকায় সলপের ডাঁসীতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ, মারধর করা হয় স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা'কে। ঘটনায় উত্তেজনা থাকায় বুধবার এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ। এলাকায় চলছে ধরপাকড়। এই ঘটনায় আটক বেশ কয়েকজন। পঞ্চায়েতে ভোটের পর তৃণমূলে যোগ দেওয়া প্রাক্তন আইএসএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত শেখ সৈফুদ্দিন বলেন, নির্বাচনের সময় ডাঁসীপাড়ার একটি পার্টে আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্য অংশে ওদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ওদের অভিযোগ আমাদের জন্য ভোট তৃণমূলে না পড়ে অন্য জায়গায় পড়েছে। যারা একসময় আইএসএফ করতো তারা এখন তৃণমূলে আসার পর তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষ তা মেনে নেয়নি। আইএসএফের ছেলেরা যারা তৃণমূলে ঢুকেছে তারাই মেরেছে। তবে কেন মেরেছে তা জানা নেই। মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে যাওয়ার সময় আমাকেও মারধর করা হয়।

গণনা মিটতেই তৃণমূলের দুই 'গোষ্ঠী'র সংঘর্ষ হাওড়ার চামরাইলে, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুন ঃ গণনা মিটতেই তৃণমূলের দুই 'গোষ্ঠী'র মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো হাওড়ায়। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডোমজুড়ের চামরাইলে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনায় আহত উভয়পক্ষের ৬-৭ জন। ধারাল অস্ত্রের কোপে জখম হয়েছেন মহিলারাও। চামরাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ অন্য গোষ্ঠীর তৃণমূল সমর্থকদের। তবে, অভিযোগ অস্বীকার করে উপপ্রধানের পাল্টা অভিযোগ তাঁদের লোকেদের উপরেই হামলা চালানো হয়। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে গন্ডগোল। ঘটনার বিষয় জানতে গেলে উল্টে তারাই হামলা চালায়। এরমধ্যে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই। ঘটনার তদন্তে নেমেছে লিলুয়া থানার পুলিশ। আক্রান্ত বিশ্বজিৎ দাস বলেন, আমার মা, স্ত্রী এবং বোন বাড়ির বাইরে বসেছিলেন। প্রথমে ৩ জন এসেছিল। কাটারি নিয়ে এসে প্রথমে ভাইকে তারপর মা এবং স্ত্রীকে কোপ মারে। ভাইয়ের মাথা ফেটে যায়। তার ৮টা সেলাই হয়েছে। মায়ের ৩-৪টে সেলাই হয়েছে। আমাকেও মারা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা তৃণমূল করি। যারা মেরেছে তারাও তৃণমূল করে। এই প্রসঙ্গে চামরেল তৃণমূল যুব কংগ্রেস সহ সভাপতি রাহুল যাদব বলেন, কেন আমাদের দলের সহকর্মী বিশ্বজি দাসের বাড়িতে হামলা হলো এবং মারধর করা হলো তার কারণ জানতে চাই। তৃণমূলের একটি গোষ্ঠী এই হামলা চালিয়েছে। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আজকের ঘটনা নয়। চামরাইল থেকে খালিয়া, বেলতলা জগদীশপুর সহ সর্বত্রই এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস জেতার পর আমরা আনন্দ করছিলাম। সেই আনন্দে সামিল হয়েছিল আক্রান্ত বিশ্বজিৎও। তখনই বাড়ি গিয়ে বাড়িতে উপস্থিত তিনজন সদস্যকে মারধর করে। চামরাইল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ঊর্মিলা বারুই বলেন, কি কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে তা জানা নেই। দলের জয়ের পর দলীয় নেতা-নেত্রী এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে যাচ্ছিলাম তখন কাটারি দিয়ে ওদের কোপায়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় বর্ণাঢ্য ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল র‍্যালি

আগরতলা, ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বুধবার আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল র‍্যালি আয়োজিত হয়। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তর ও ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রালয়ের ব্যুরো অব এনার্জি এফিশিয়েন্সির আর্থিক সহায়তায় এই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে ওএনজিসি, টাটা, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা এবং অন্যান্য সংস্থার বহু সংখ্যক ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল অংশ নেয়। এ উপলক্ষে আগরতলার পুরাতন পরিবহণ ভবন প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবহণ দপ্তরের কমিশনার উত্তম মণ্ডল বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইলেকট্রিক ভেহিক্যালের ভূমিকা অপরিসীম। এতে শব্দ দূষণের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার কনকলাল দাস বলেন, ত্রিপুরার ৪৫টি স্থানে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল চার্জিং স্টেশন স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিক দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজা বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার স্বপন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে পরিবহণ দপ্তরের যুগ্ম পরিবহণ কমিশনার রিচার্ড জে লালনানকিমা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিগণ পুরাতন পরিবহণ ভবন প্রাঙ্গণ থেকে সবুজ পতাকা নে।ে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল র‍্যালির সূচনা করেন। এই র‍্যালি শহরের বিভিন্ন স।ক পরিক্রমা শেষে ভবন প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২২ অব ২০২৪, তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ মালদা কোর্টে - এল/নং. ১ ও ২ (৬৫০ আরএম)-এ ওয়াশেবল অ্যাপ্রোনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৪৪,৯০,৯৭৫.৫০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৭২,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নংঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ গলগলিয়া (জিএজিএ) স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাসে রূপান্তর। (সিভিল কাজ)। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৪৩,২৩,৫০০.০২ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ৪,২১,৬০০.০০ টাকা। টেন্ডার নংঃ ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ গলগলিয়া (জিএজিএ) স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাসে রূপান্তর। (আর্থওয়ার্ক/ফর্মেশন এবং পি. ওয়ে কাজ)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,০৬,২৭,৬৪৫.১৩ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ৩,০৩,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০২-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি -০৫-২৪-২৫। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি - ০৫-২৪-২৫। কাজের নামঃ ধুপগুড়িতে একই সময়ে লোডিং, আনলোডিং এবং পরিচালনের সঙ্গে একইবারে দুটি রেকের হোল্ডিংয়ের জন্যে অতিরিক্ত গুডস লাইনের ব্যবস্থা করার জন্যে ওএইচই নবীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ৯০,৪৯,৫২১.০৩ টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮১,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৫-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

সহায়ক ডিইই (টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিদ্যমান বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতির উন্নীতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/২২/২৪-২৫ তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ সিএইচএ (মালিগাওঁ)ঃ কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাওঁ এর জন্যে বিদ্যমান বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতির উন্নীতকরণ। টেণ্ডার রাশিঃ ৯৮,১৭,৭১৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৯৬,৪০০/-টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/মালিগাওঁ/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গর্জি এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৫ জুন ঃ গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমার গর্জি এলাকা থেকে এক উপজাতি যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃত যুবককে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গর্জি পুলিশ ফাঁড়িতে খবর আসে, গর্জি রেলস্টেশনের কাছে এক উপজাতি যুবক পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে গর্জি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখানে যুবককে পড়ে থাকতে দেখে গাড়ি করে পুলিশ তাকে নিয়ে আসে গোমতি জেলা হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের পর জানা যাবে মৃত্যুর কারণ কী। তবে মৃত যুবকের নাম জানা যায়নি। তার হাতে নেশা সামগ্রী ছিল বলে জানায়পুলিশ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, নেশার অতিরিক্ত ডোজ সেবন করার ফলে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিশালগড়ে অশান্তি

বিশালগ। (ত্রিপুরা), ৫ জুন ঃ মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার চেষ্টা। লোকসভা নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণা হতে না-হতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতকারীর দল। চারদিকে যখন থমথমে পরিস্থিতি, সে সময় সিপাহিজলা জেলার বিশালগড়ে ঘটে গেছে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। জানা গিয়েছে, একদল দুষ্কৃতকারীর হাতে রক্তাক্ত হয়েছন বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকার যুবক প্রসেনজি দেবনাথ। দুষ্কৃতকারীদের অস্ত্রের আঘাতে যুবকের মাথা ফেটে গিয়েছে। এছাড়াও তাঁর শরীরের একাধিক স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। তিনি আক্রান্তের পরিবারের সাথে কথা বলে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়র আশ্বাস দিয়েছেন। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা একই এলাকার বিশাল দাস, রতন দাস, আকাশ চক্রবর্তী, অজিত রায়, রিপন রায় এবং বিক্রম দত্ত। জানা গিয়েছে, প্রসেনজি তার বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন স্থানে পৌঁছামাত্র একদল দুস্কৃতী তার পথ আগলে দাঁড়ায়। জানা গেছে, অভিযুক্তদের প্রত্যেকের হাতে দা, লাঠি, রড, এমন-কি একটি পিস্তলও ছিল। তাকে বাইক থেকে নামিয়ে প্রথমে এলোপাতাড়ি চড়, লাথি, ঘুষি এবং পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মাথায়আঘাত করা হয়ে। এতে ওই প্রসেনজিতের মাথা ফেটে যায়। প্রসেনজিতের মাথা, হাত এবং পা প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এক সময় আক্রান্ত যুবকের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছে অভিযুক্তরা, এমনটাই অভিযোগ আক্রান্তের পরিবারের। এদিকে প্রসেনজিতের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে পার্শ্ববর্তী জনগণ ছুটে গিয়ে তাকে রক্ষা করেন। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। জানা গেছে, প্রসেনজিতের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই লেগেছে। এছাড়া তার একটি হাতও ভেঙে গেছে। আক্রান্ত যুবকের অভিযোগ, অভিযুক্তরা তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনায় সেখানে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু জাতীয় সড়কের ওপর বলে তাকে খুন করার মতো সাহস দেখায়নি তারা। তবু তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। এদিকে তার অবস্থার অবনতি দেখে চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি তাকে হাঁপানিয়া হাসপাতাল রেফার করেন। বর্তমানে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে বলে খবর। অন্যদিকে খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন। তিনি আক্রান্তের পরিবারের সাথে কথা বলে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়র আশ্বাস দিয়েছেন। অভিযুক্তরা প্রসেনজিতের কাছ থেকে একটি মোবাইল সহ মোট ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাতে বিশালগড় থানায় মোট ছয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত প্রসেনজিতের পরিবার।

মেট্রোর আস্তাবলে দুটি দালিয়ান রেক

কলকাতা, ৫ জুন ঃ দুটি নতুন রেক (এমআর-৫১৩ এবং এমআর-৫১৪), যা ডালিয়ান রেক নামে পরিচিত, সম্প্রতি কলকাতা মেট্রোর নোয়াপাড়া কার্শেডে পৌঁছেছে। এই রেকগুলি যাত্রীদের আরাম বাড়াতে এবং কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কে উন্নত রাইডিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এই রেকগুলির দরজা রয়েছে যা বিদ্যমান এসি রেকের তুলনায় ১০০ মিমি চওড়া। অধিকন্তু, বৃহত্তর বসার ক্ষমতা, উন্নত এয়ার কন্ডিশনার ব্যবস্থায়ু সংযোজন।

সাংসদের বাড়িতে গাছের চারা রোপণ

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আজ বুধবার করিমগঞ্জের নবনির্বাচিত সাংসদ কৃপানাথ মালাহের আহ্বানে তাঁর বাড়িতে গাছের চারা রোপণ করেছেন ইসালিম ছাত্র সংগঠন এমএসএফ-এর বরাকভ্যালি জোনের কর্মকর্তারা। এদিন তাঁরা সাংসদকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বা।তিতে বেশ কয়েকেটি ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেছেন। এর পর এমএসএফ-এর কর্মকর্তারা রাতাবা।ি থানা সহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও গাছের চারা রোপণ করেন। ছাত্রনেতা বদরুল হক সবাইকে বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচতে হলে গাছের বিকল্প নেই। গাছের চারা রোপণ কার্যক্রমে ছিলেন কাইজার হুসেন, আবুল কালাম বাহার, জয়নাল উদ্দিন, কাবিল আহমেদ, দেলোযার হোসেন, ওসমান আলি প্রমুখ।

শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে এসইআর সদর দফতর, গার্ডেন রিচ-এ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের অংশ হিসাবে চারা রোপণ করছেন।

বন্দে ভারত দখলের বিশ্লেষণ,এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ আইটেমের বিশদ বিবরণ

১। মোট ট্রেনের সংখ্যা ১০২টি কিছু পরিষেবা চাহিদার ভিত্তিতে চালিত হয় ২। মোট ট্রিপের সংখ্যা ১৮,৪২৩ ৩। সামগ্রিক দখল ১০৫.৭ ৪। উৎস রাজ্য যার সর্বোচ্চ দখল কেরালা (১৭৫.৩)৫। সামগ্রিক পুরুষ যাত্রী () ৬১.৭ ৬। উৎস রাজ্য যেখানে সর্বাধিক পুরুষ যাত্রী ঝাড়খণ্ড (৬৭) ৭। সামগ্রিকভাবে মহিলা যাত্রী ৩৮.৩ ৮। সোর্স স্টেট যার সর্বোচ্চ মহিলা যাত্রী গোয়া (৪২) ৯। জন বয়সী সর্বোচ্চ যাত্রী সহ ২৬ থেকে ৪৫ বছর (৪৫.৯) ১০। উৎস রাজ্য যেখানে প্রবীণ নাগরিক যাত্রীদের সর্বোচ্চ কেরালা (১৫.৭) ১১। মোট দূরত্ব ১,২৪,৮৭,৫৪০ কিমি কভার (শুরু থেকে ৩১.৩.২০২৪ পর্যন্ত) ৩১০টি পৃথিবীর গোলাকার ৯৭,৭১,৭০৫ কিমি (এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪। সুযোগ-সুবিধা-বন্দে ভারত ট্রেনে আধুনিক কোচের পাশাপাশি নিম্নলিখিত উন্নত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে ঃ ১. KAVACH সঙ্গে লাগানো.২. দ্রুত ত্বরণ এবং আধা উচ্চ গতির অপারেশন ১৬০ KMPH পর্যন্ত। বিনামূল্যে যাত্রী চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ সিল করা গ্যাংওয়ে, স্বয়ংক্রিয় প্লাগ দরজা, রিক্লাইনিং এরগোনমিক সিট এবং এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ঘূর্ণায়মান আসনের সাথে আরামদায়ক আসন।ভাল রাইড আরাম.প্রতিটি আসনের জন্য মোবাইল চার্জিং সকেট। হট কেস, বোতল কুলার, ডিপ ফ্রিজার এবং গরম জলের বয়লারের ব্যবস্থা সহ মিনি প্যান্ট্রি ,সরাসরি এবং ছড়িয়ে পড়া আলো. দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য-ডিটিসি-তে বিশেষ শৌচাগার। প্রতিটি কোচে জরুরী খোলার যোগ্য জানালা এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, সমস্ত কোচে সিসিটিভি,ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম পুশ বোতাম এবং সমস্ত কোচে টক ব্যাক ইউনিট। উন্নত অগ্নি নিরাপত্তা-বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট এবং ল্যাভেটরিতে অ্যারোসল ভিত্তিক আগুন সনাক্তকরণ এবং দমন ব্যবস্থা, ভয়েস রেকর্ডিং সুবিধা এবং ক্র্যাশ হার্ডেনড মেমরি সহ ড্রাইভার-গার্ড যোগাযোগভ্স্থ দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ সহ কোচ কন্ডিশন মনিটরিং সিস্টেম প্রদর্শন। ডিজাস্টার লাইট - জরুরী পরিস্থিতিতে প্রতিটি কোচে ৪টি সংখ্যা কোচের বাইরে রিয়ার ভিউ ক্যামেরা সহ ৪টি প্ল্যাটফর্ম সাইড ক্যামেরা।

পাঞ্জাব নেশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

পরিশিষ্ট - ১৩ (সংশোধিত SI - ১০)
পরিশিষ্ট-IV বিধি-৮ (১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
স্থাবর সম্পত্তির জন্য

সার্কেল শাস্ত্র কেন্দ্র, সার্কেল অফিস কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (৯ম তলা), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ cs8267pnb.co.in

যেখানে
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পড়া ১৩ ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ১৩.০৩.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে ঋণগ্রহীতা মেসার্সকে আহ্বান করে। মহালক্ষ্মী ট্রেডার্স, স্বত্বাধিকারী ও বন্ধক সিদ্ধার্থ চৌধুরী, কর্মকর্তা. অনু অ্যাপার্টমেন্ট , ফ্ল্যাট নং ৩এ, (তৃতীয় তলা), ২২এম, গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নোটিশে উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করতে। ৩১,৫৩,৬০৭.০০ (একত্রিশ লক্ষ তিপান্ন হাজার ছয়শ সাত টাকা মাত্র) ২৯.০২.২০২৪ তারিখে আরও সুদের সাথে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত, নোটিশের তারিখ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে। ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ধারা ১৩ এর ধারা ৪ এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসের ৩১ তম দিনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮ সহ আইনটি পড়া হয়েছে। সিকিউরড অ্যাসেট রিডিম করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, দরগা রোড শাখার চার্জ সাপেক্ষে ২৯.০২.২০২৪ তারিখে টাকা ৩১,৫৩,৬০৭.০০ (একত্রিশ লক্ষ তিপান্ন হাজার ছয়শ সাত টাকা মাত্র) এবং তার উপর সুদ। স্থাবরঅস্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ আনু অ্যাপার্টমেন্ট GIV বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে ৩য় তলায় ফ্ল্যাট নং ৩ক-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, প্রায় বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপ করা। ১০১২ বর্গফুট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১টি গাড়ি পার্কিং স্পেস ৪ কাটা ৬ ছটাক ১৮ বর্গফুট আয়তনের আনুপাতিক জমি আছে। প্রিমাইজ নং ২২এম, KMC ওয়ার্ড নং ৬৪, গোরাচাঁদ রোড, পিও-এ অবস্থিত - ইন্টালি পিএস- বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা এস এস ইদ্দার্থ চৌধুরীর নামে নিবন্ধিত, যিনি গোপাল চৌধুরী নামেও পরিচিত। সন অফ শ. নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী ০৬.০৭.২০০৩ তারিখের চুক্তির মেমোরান্ডাম ভিডিও

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১.০৫.২০২৪

অনুমোদিত কর্মকর্তা,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer. PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Manual Pandey Sarani.Midnapur-721101

Notice Inviting e-Quotation No.-WBPWD/SE/SWEC/N1Q11/2024-25, Tender ID: 2024_WBPWD_689193_1, Last date of submission of bid:- 20.06.2024 up to 16:00 Hrs, Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Split model/Window model & Package (1.5TR/1.8 TR/2.0 TR/5.0 TR/7.5TR capacity) Room Air Conditioner machines at different sites under Midnapore Electrical Section-I & IV, P.W.Dte.

Notice Inviting e-Quotation No.- WBPWD/SE/SWEC/N1Q12/2024-25, Tender ID: 2024_WBPWD_689194_1, Last date of submission of bid:- 12.06.2024 up to 16:00 Hrs, Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Split model/Tower model (1.5 T/ 2.0 T/4.0 T capacity) Room Air Conditioning machines installed at diff. location of Dist. Judge's Court, Midnapore under Midnapore Electrical Section-II, P.W.Dte.

Notice Inviting e-Quotation No.- WBPWD/SE/SWEC/N1Q13/2024-25, Tender ID: 2024_WBPWD_689493_1, Last date of submission of bid:- 12.06.2024 up to 14:30 Hrs, Name Of Work: AMC of Electrical Works at Govt. General Degree College, Mohanpur, Paschim Medinipur- Day to day maintenance of Electrical installations including S & D maintenance material and Annual Comprehensive Maintenance of Split AC machine.

Notice Inviting e-Quotation No.- WBPWD/SE/SWEC/N1Q14/2024-25, Tender ID: 2024_W BPW D689495_1, Last date of submission of bid:- 12.06.2024 up to 14:30 Hrs, Name Of Work: AMC of Electrical Istallation of Govt General Degree College, Keshiyari, Paschim Medinipur- Day to day maintenance of Electrical installations including S and D of maintenance material and Annual Comprehensive Maintenance of Split AC machine.

Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website www.pwdwb.gov.in For all details and online tender submission visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
SE,SWEC,PW Dte

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড
(পূর্বে বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
(CIN: 34202WB1986PLC040542)
নিবন্ধিত অফিসঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ ০৩৩ ৬৬২৫ ১০০০১৫০০ ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩ ২২৩০ ৬৮৪৪
ওয়েব সাইটঃ : https://www.qcml.in, E-mail: secretarial.qcml@rpsg.in

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(বিনিয়োগকারী শিক্ষায় শেয়ার স্থানান্তর এবং সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ)

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের (কোম্পানি) শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এবং বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধি অনুসারে, ২০১৬ সংশোধিত হিসাবে (এর পরে 'নিয়ম' বলা হয়), সমস্ত শেয়ার যেগুলির ক্ষেত্রে লভ্যাংশ দেওয়া হয়নি বা দাবি করা হয়নি টানা সাত (৭) বছর বা তার বেশি, যে কোনও শেয়ারহোল্ডার(গুলি) কোম্পানির দ্বারা বিনিয়োগকারীকে হস্তান্তর করা হবে শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল (IEPF) কর্তৃপক্ষ।

কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এবংঅথবা কোম্পানি আইন, ২০১৩ (এখন থেকে আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে অবৈতনিকঅদাবিকৃত লভ্যাংশগুলি বিনিযগেকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলে (IEPF) স্থানান্তরিত হয়েছে। এই ধরনের স্থানান্তরের পরবর্তী নির্ধারিত তারিখ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য দেওয়া চূড়ান্ত লভ্যাংশের বিষয়ে।

এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের নাম, ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি এবং স্থানান্তরের জন্য বাকি শেয়ারের সংখ্যা সহ তাদের সম্পূর্ণ বিবরণ https: www.qcml.in ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়। শেয়ারহোল্ডার(গুলি)কে তাদের শেয়ার(গুলি) IEPF কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার জন্য দায়বদ্ধতার বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই ধরনের সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় নথিগুলি কোম্পানির নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে ফরোয়ার্ড করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে যেমন মেসার্স সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড, ইউনিট- কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড, পি-২২, বন্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, টেলি নং-০৩৩-৪০১১-৬৭০০ ৬৭২৯ / ৬৭৪২/ ৬৭২৪/ ৬৭২৫, ফ্যাক্স নম্বরঃ০৩৩-৪০১১-৬৭৩৯, ই-মেইলঃ :ranarc@cbmsl.co /nagd@cbmsl.com ৩১শে মার্চ, ২০১৭ শেষ হওয়া বছরের জন্য অনাদায়ী লভ্যাংশ দাবি করার জন্য আগস্ট ৩১,২০২৪ এর মধ্যে সর্বশেষে যাতে শেয়ারগুলি IEPF-তে স্থানান্তরিত না হয়।

i.	ফর্ম ISR ১ এবং ISR ২ (শেয়ারহোল্ডারের নাম সহ আসল বাতিল চেক সহ)
ii.	ISR-৩, SH-১৩ বা SH-১৪ ফর্ম (প্রযোজ্য হিসাবে)

এই নোটিশটি ইতিমধ্যেই ০৪ জুন, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় এই ধরনের সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যা প্রযোজ্য হতে পারে যাদের শেয়ারগুলি নিয়মের অধীনে IEPF-এ স্থানান্তরিত হতে পারে, তাদের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে।প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে **https:www.qcml.ininvestorsinvestor-services.html** বা আমাদের আরটিএ **http:www.cbmsl.comservicesdetails sebi-** থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। ডাউনলোড-ফর্ম। বিকল্পভাবে, শেয়ারহোল্ডাররা আমাদের আরটিএর ওয়েবসাইটে **http:www.cbmsl.cominvestor-parlour**-এ আপলোড করে ডিজিটালভাবে স্বাক্ষরিত নথি জমা দিতে পারেন। শেয়ারহোল্ডাররা উপরে উল্লিখিত নথিগুলির স্ক্যান করা কপিগুলি সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেডের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। হার্ড কপিগুলি সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেডের পূর্বোক্ত ঠিকানায়ও পাঠানো যেতে পারে। যদি এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ না পাওয়া যায়, তাহলে কোম্পানি উল্লিখিত নিয়মের শর্তে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার(গুলি), শেয়ার ধারণ করে ভৌত আকারে এবং যাদের শেয়ারগুলি হস্তান্তর করার জন্য দায়বদ্ধ তারা মনে রাখবেন যে কোম্পানি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে থাকা নতুন শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) জারি করবে। নিয়ম অনুযায়ী এবং এই ধরনের ইস্যুতে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং অ-আলোচনাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডার(গুলি) আরও নোট করতে পারেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদগুলি IEPF কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকৃত শেয়ার স্থানান্তরের জন্য কোম্পানির দ্বারা নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ বলে গণ্য হবে। শেয়ারহোল্ডার(গুলি) আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাই স্থানান্তরিত শেয়ার(গুলি) এবং সেইসাথে এই ধরনের শেয়ারগুলিতে সঞ্চিত অদাবীকৃত লভ্যাংশ এবং কর্পোরেট সুবিধাগুলি, যদি থাকে, নিয়মে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফেরত দাবি করতে পারে। নিয়ম অনুসারে IEPF-এ স্থানান্তরিত দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ার(গুলি) সম্পর্কে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না।শেয়ারহোল্ডার(দের) বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে এবং নিয়ম, তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিমিটেড, পি-২২, বন্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯ ফোনঃ(০৩৩) ০৩৩-৪০১১-৬৭০০৬৭২৯৬৭৪২৬৭২৪৬৭২৫ ই-মেইল-ranarccbmsl.conagdcbmsl.com

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা — স্বা/- ভাবনা আগরওয়াল
তারিখঃ ৫ই জুন, ২০২৪ — কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** intends to invite e-Quotation two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/XIII/115/PUMP/24-25 (1st call)
Name of work : **Supplying, installing, operating of 04 no. of pump sets of 3 inch dia. at 1) Hafiz Md. Ishaque Road area, 2) Taramoni Ghat Road area 3) Putiary Banerjee Para Road area & 4) Banamali Banerjee Road area in Ward No.-115**. Work Value : **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially Rs. 4,800.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Period of Completion: **139 Days**.

2. NIT No. : KMC/XIII/116/PUMP/24-25 (1st call)
Name of work : **Supplying, installing, operating of 02 no. of pump sets of 3 inch dia. at 1) Tal Pukur near Hydro Carbon Gally area & 2) P. N. Mitra Lane (Dhapar Math) in Ward No.-116**. Work Value : **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially Rs. 2,400.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Period of Completion: **139 Days**.

3. NIT No. : KMC/XIII/117/PUMP/24-25 (1st call)
Name of work : **Supplying, installing, operating of 02 no. of pump sets of 3 inch dia. at 1) Indira Pally Bustee area & 2) Gobar Jhuri Bustee area in Ward No.-117**. Work Value : **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially Rs. 2,400.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Period of Completion: **139 Days**.

4. NIT No. : KMC/XIII/118/PUMP/24-25 (1st call)
Name of work : **Supplying, installing, operating of 02 no. of pump sets of 3 inch dia. at 1) S. N. Roy Road (Banstala Bustee) area & 2) Nepali Bustee area in Ward No.-118**. Work Value : **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially Rs. 2,400.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Period of Completion: **139 Days**.

5. NIT No. : KMC/XIII/119/PUMP/24-25 (1st call)
Name of work : **Supplying, installing, operating of 02 no. of pump sets of 3 inch dia. at 1) Shil Thakur Bari Road area & 2) D. H. Road near Behala Police Station in Ward No.-119**. Work Value : **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially Rs. 2,400.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Period of Completion: **139 Days**.

6. NIT No. : KMC/XIII/120/PUMP/24-25 (1st call)
Name of work : **Supplying, installing, operating of 02 no. of pump sets of 3 inch dia. at 1) Sisir Bagan Road area & 2) Cocola Bagan Park area in Ward No.-120**. Work Value : **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially Rs. 2,400.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Period of Completion: **139 Days**.

7. NIT No. : KMC/XIII/122/PUMP/24-25 (1st call)
Name of work : **Supplying, installing, operating of 08 no. of pump sets of 3 inch dia. at 1) Arabinda Pally area, 2) East Park area, 3) Doctor Bagan area, 4) Sukanta Pally area, 5) Ramkrishna Nagar area, 6) Surya Sen Pally area, 7) Mission Dhali Para area & 8) Rabindra Abasan area in Ward No.-122**. Work Value : **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially Rs. 9,600.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Period of Completion: **139 Days**. Last date of submission of bid: **15.06.2024** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 7). Tender will be opened on : **19.06.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **07.06.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

07/24-25

টলি-বলি

যে অভিনেতাদের নতুন করে চিনিয়ে দিয়ে ছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ

কিছুদিন আগে চলে গেল চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষের মৃত্যু দিন। 'উৎসব', 'শুভ মহরত' থেকে 'চোখের বালি'র পরিচালক হিসেবে বারবার নিজেকে প্রমাণ করেছেন ঋতু। তাঁর অন্যতম গুণ ছিল, বাণিজ্যিক ছবির তারকাদের নিজের ছবিতে অন্যভাবে হাজির করা। তাঁর হাত ধরেই প্রচলিত বাণিজ্যিক ছবির বাইরে নতুন করে নিজেদের জাত চিনিয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী থেকে যীশু সেনগুপ্তরা। এই তিন অভিনেতার ক্যারিয়ারের বাঁকবদলে ঋতুপর্ণের ভূমিকা নিয়ে এই আয়োজন।১৯৮০ দশকের মাঝামাঝিতে নায়ক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরুর পর একের পর এক বাণিজ্যিক ছবিতে অভিনয় করছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। 'অপমন', 'ওরা চারজন', 'জ্যোতি', 'শত্রুপক্ষ', 'অমর প্রেম'এর মতো ছবি করছিলেন। অনেক সমালোচকই নাচ ও অ্যাকশনে দক্ষ বাণিজ্যিক ছবির ভবিষ্যৎ 'কান্ডারি' হিসেবে মনে করেছিলেন তাঁকে। তবে ঋতুপর্ণ ভেবেছিলেন অন্যভাবে। ১৯৯৪ সালে তাঁর 'উনিশে এপ্রিল' ছবিতে সুযোগ দেন প্রসেনজিৎকে। এবার অবাক হওয়ার পালা। এত দিনের চেনা প্রসেনজিৎ যেন মুহূর্তেই অচেনা হয়ে ধরা দিলেন। সমাজের আর দশটা চেনা চরিত্রের মতোই পর্দায় পাওয়া গেল তাঁকে। এরপর ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় একে একে 'চোখের বালি', 'খেলা', 'দোসর', 'সব চরিত্র কাল্পনিক', 'নৌকাডুবি'র মতো ছবিতে দেখা যায় অভিনেতাকে। এ ছাড়া কৌশিক গাঙ্গুলি, সৃজিত মুখার্জি থেকে অতনু ঘোষের মতো অন্য ধারার নির্মাতাদের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করেছেন প্রসেনজিৎ। তবে এ ধরনের ছবিতেও তিনি যে অসাধারণ অভিনয় করতে পারেন, সেটা প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন ঋতুপর্ণই। পরিচালকের মৃত্যুর পর এক সাক্ষাৎকারে প্রসেনজিৎ বলেছিলেন, 'আমি অনেক বাণিজ্যিক ছবি করেছি। কিন্তু ঋতু আমার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা অভিনেতাকে খুঁজে বের করেছে। এমন একজন অভিনেতা বানিয়েছে, যে প্রচলিত নাচ, গান আর অ্যাকশন দৃশ্যের বাইরে নিজের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।'প্রসেনজিৎ ও ঋতুপর্ণ একসঙ্গে সাতটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। প্রসেনজিতের উদাহরণ দেওয়া যায় টোটা রায়চৌধুরীর ক্ষেত্রেও। ১৯৯৬ সাল থেকে অভিনয় করছিলেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছেন 'চোখের বালি'র পর। ছবিতে বিহারী চরিত্রে ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সঙ্গে তাঁর অভিনয় অনেকেই টোটার ক্যারিয়ারসেরা বলে মনে করেন। টোটা এখন সৃজিত মুখার্জির ওয়েব সিরিজে ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নিয়মিত কাজ করছেন বলিউডেও। যার পেছনে ঋতুকেই কৃতিত্ব দেন টোটা, 'আমি ঋতুপর্ণের সঙ্গে কাজ করেছি, এটা সব সময় আত্মবিশ্বাস জোগায়। অকালে হারিয়ে না গেলে একসঙ্গে আরও কাজ করা যেত।' তবে ঋতুপর্ণ যদি কারও ডুবতে বসা ক্যারিয়ারকে চাঙা করেন, সেটা যীশু সেনগুপ্তের। একসময় অনেকে তাঁকে অপবাদ দিয়ে বলতেন, যীশু থাকলে নাকি ছবি হিট হয় না। কিন্তু অভিনেতাকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে নেন পরিচালক। ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়া সেই ছবি 'আবহমান' পরে চারটি শাখায় ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।

এরপর যীশু রাতারাতি হয়ে ওঠেন পশ্চিমবঙ্গের অনেক পরিচালকের প্রথম পছন্দ। এখন তো তিনি বাংলার সঙ্গে হিন্দি ও তেলেগুতে নিয়মিত কাজ করছেন। তবে ঋতুর প্রসঙ্গ উঠলেই আফসোস হয় যীশুর, 'আমার আজকের এই অবস্থান পুরোপুরি ঋতুর জন্য। ও আমাকে হাতেকলমে অভিনেতা হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। একটাই আফসোস, আমার আজকের এই ব্যস্ততা, সাফল্য ও দেখে যেতে পারল না।' 'আবহমান' ছাড়াও ঋতুপর্ণের পরিচালনায় 'নৌকাডুবি'তে অভিনয় করেন যীশু।

জেলে বসে জ্যাকুলিনকে প্রেমপত্র দিলেন সুকেশ

ভারতের তিহার জেলে বসে বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের উদ্দেশে প্রেমপত্র লিখলেন প্রতারণার অভিযোগে আটক সুকেশ চন্দ্রশেখর। সেই প্রেমপত্র প্রকাশ্যে আসার পরই অন্তর্জালে ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল হওয়া চিঠিতে জ্যাকুলিনকে 'বেবি গার্ল', 'কাপকেক'সহ তাঁর নানাবিধ সম্বোধন। আলোচিত এই প্রেমপত্রে লেখা, 'তোমাকে খুব মিস করছি। তোমার প্রেমে পাগল আমি।' চিঠিতে আরও লেখা, প্রায় এক শ বার 'ইমি ইমি' গানটি শুনেছেন সুকেশ। চলতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে আত্মপ্রকাশ করেছেন বলিউড অভিনেত্রী। সেই প্রসঙ্গে সুকেশের লেখা, 'কান চলচ্চিত্র উৎসবজুড়ে শুধুই তুমি। সোনালি পোশাকে অসাধারণ লাগছিল তোমাকে। তোমার ছবি দেখেছি। আবারও আমার মন চুরি করে নিলে তুমি।' উল্লেখ্য, ২০০ কোটি টাকা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে বর্তমানে কারাবাস হয়েছে সুকেশ। এই আর্থিক প্রতারণার সূত্র ধরে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে জ্যাকুলিনকে জেরা করে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট)। টানা ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চলে অভিনেত্রীর। ৫০ হাজার টাকার অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন জ্যাকুলিন। এই মামলায় নাম জড়িয়েছিল নোরা ফাতেহিসহ আরও বেশ কয়েকজন বলিউড তারকার। জ্যাকুলিন ও নোরা অবশ্য বারবারই তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

মাদক মামলায় গ্রেফতার তেলেগু অভিনেত্রী

বেঙ্গালুরুতে মাদক মামলায় তেলেগু অভিনেত্রী হেমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গেছে, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে পরীক্ষায় হেমার রক্ত পরীক্ষা করে মাদকের নমুনা পাওয়া গিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে অবশ্য তিনি বেঙ্গালুরুর মাদক পার্টিতে ছিলেন বা বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রক্ত পরীক্ষা করে মাদকের নমুনা পাওয়ার পর হেমাসহ আটজনকে শুনানির জন্য নোটিশ পাঠিয়েছিল বেঙ্গালুরু পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। গত ১৯ মে বেঙ্গালুরুর ইলেকট্রনিক সিটির কাছে একটি ফার্ম হাউসে আয়োজিত হয়েছিল ওই মাদক পার্টি। এরপর ২২ মে নাগাদ ওই পার্টিতে যোগ দেওয়া কমপক্ষে ৮৬ জনের মাদক সেবন টেস্টের ফল পজিটিভ এসেছিল। যা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। ওই মাদক পার্টিতে অভিযান চালিয়েছিল কর্ণাটক পুলিশের অ্যান্টিনার্কোটিকস ডিভিশন। ওই ঘটনার পর বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার বি দয়ানন্দ বলেছিলেন, 'বেঙ্গালুরুর ফার্ম হাউসে আয়োজিত ওই মাদক পার্টিতে আগত অতিথিদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। শতাধিক অতিথির আগমন ঘটেছিল ওই পার্টিতে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন ধরনের মাদকও আটক করা হয়েছে।' বেঙ্গালুরু পুলিশ আরও জানায়, ওই পার্টিতে যোগ দেওয়া অনেকেই কর্ণাটকের বাইরে থেকে এসেছিলেন।

কৃষি উৎপাদক সংস্থার উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন

দুরন্ত বার্তা, বৈদ্যবাটি, ৫ জুনঃ বর্ষা আসন্ন তীব্র দাবদায় থেকে কিছুটা বৃষ্টির পরিবেশ শুরু হলেও সেই অর্থে গরম থেকে মুক্তি পাইনি বঙ্গবাসী। এবং প্রতি বছরের ন্যায় এই বছর উষ্ণতার পারো অনেকটাই বেড়েছে। তাই বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে মুক্তি পেতে সম্প্রতির বার্তা নিয়ে আজ ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনে একটি কৃষি উৎপাদন সংস্থার উদ্যোগে প্রায় ২০০ শতাধিক চারা গাছ বিতরণ করা হলো বৈদ্যবাটি এলাকায় । প্রায় একশোটি মেহগনি গাছের চারা এবং বিভিন্ন দেশীয় গাছের চারা বিতরণ করা হলো। ওই কৃষি উৎপাদক সংস্থার এক কর্মী জানান বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে ১০০টি চাষীকে ২ করে মেহগনি গাছ বিতরণ করা হলো। আজ থেকে কর্মসূচি সূচনা হলেও সারা বছর ধরে আমাদের এই কর্মসূচি আরব বৃহৎ আকার নিয়ে চলবে। চাষীদেরকে গাছ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে তারা সেই গাছ নিয়ে সঠিকভাবে পরিচর্যা করে তা গাছ টাকে বড় করতে পারে ।

'ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুভূমি ও খরা প্রতিরোধকরণ' থিমের সাথে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ৫ জুনঃ প্রকৃতিকে রক্ষা করতে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবেশমূলক পদক্ষেপগুলি আরম্ভ করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রত্যেক বছর ৫ জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। একটি শক্তিশালী গ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় গাছ, সুস্থ মাটি ও পরিষ্কার জলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে 'ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুভূমি ও খরা প্রতিরোধকরণ' থিমকে সামনে রেখে সমস্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে এই বছরের ''বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মালিগাঁওস্থিত কামাখ্যা কোচিং ডিপোতে ১০০ কেএলডি (কিলোলিটার প্রতি দিন) ক্ষমতা সম্পন্ন সেওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) এবং একটি বায়ো-টয়লেট উদ্বোধন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। অনুষ্ঠানে অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় এবং পাঁচটি ডিভিশনে রেলওয়ে আধিকারিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। এই অনুষ্ঠানে জেনারেল ম্যানেজার পরিবেশ ও হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগ সম্পর্কিত একটি বুকলেট উন্মোচন করেন। বর্ধিত শহরাঞ্চলের জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি প্রত্যাহ্বান হয়ে পড়েছে। এই সমস্যার সাথে মোকাবিলার জন্য ভারত সরকার ২০১৬ সালে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম চালু করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ইনসিনারেটর, কামাখ্যা ডিপোতে যান্ত্রিক লন্ড্রি, গুয়াহাটি স্টেশন ও ইস্ট গোটানগরে বায়ো-ডাইজেস্টার, মালিগাঁওয়ের সেন্ট্রেল হাসপাতালে বায়ো-মিথেনেশন স্থাপন ও চালু করা সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সবগুলি ফ্রন্টে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মূলত উত্তর পূর্ব অঞ্চলের পারিপার্শিকভাবে সংবেদনশীল স্থানগুলিতে কাজ করে। সেই অনুযায়ী, ট্র্যাক বরাবর গ্রিন বেল্ট সংরক্ষণ, বনানীকরণ, জল সংরক্ষণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করতে রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন, এলইডি লাইট ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি সংরক্ষণ, নবীকরণযোগ্য শক্তির উদ্যোগ, সৌর শক্তির ব্যবহার, বিভিন্ন পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থা সহ রোলিং স্টক থেকে বর্জ্য নিষ্কাশনের বায়ো-ফ্রেন্ডলি ডিসপোজালের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেন। এনএফআরডব্লিউডব্লিউও (উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মহিলা কল্যাণ সংস্থা) দ্বারাও বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষ রোপণ করে এবং স্কুলের শিশুদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়।

দেশের বিকাশের জন্য উত্তর পূর্ব ভারতের স্থির উন্নয়নের অংশীদার হওয়াই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লক্ষ্য।

ভারতীয় রেলওয়ে হলো গণ পরিবহণের সবচেয়ে পরিবেশ অনুকূল স্থায়ী পদ্ধতি। 'ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুভূমি ও খরা প্রতিরোধকরণ' থিমের সাথে সংগতি রেখে রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলির ফলে সুস্থ ভূমি ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে, মরুভূমি যেন বিকাশিত না হয় তার চেষ্টা করা যাবে এবং জলের অভাব নিয়ন্ত্রণে মোকাবিলা করা যাবে।

সুন্দরবনে বেড়েছে কুমিরের সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৫ জুনঃ সুন্দরবনে বেড়েছে নোনাজলের কুমিরের সংখ্যা। বন দফতরের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমানে সুন্দরবনে কমপক্ষে ২০৪ টি কুমিরের অস্তিত্ব সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। রাজ্যের মুখ্য বনপাল দেবল রায় জানিয়েছেন, গত জানুয়ারি মাসে করা ওই সমীক্ষায় ১৬৮ টি কুমিরকে সশরীরে দেখা গেছে। বাকি যে কয়েকটি কুমিরের অস্তিত্ব অনুমান করা গেছে তাতে মনে করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আওতায় থাকা সুন্দরবন বদ্বীপ এলাকায় ২০৪ থেকে ২৩৪ টি নোনা জলের কুমির রয়েছে।

Name Change
I, (Old Name) ROJILIN AFROJ W/o- CHAND SEKH, Residing at, Vill- Hareknagar, Post- Hareknagar, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742177, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROJILIN AFROJ To ROJALIN AFROJ & ROJALIN AFROZ (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ROJALIN AFROJ & ROJALIN AFROZ in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, ROJALIN AFROJ & ROJALIN AFROZ and ROJILIN AFROJ both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD AJIJ S/o- ALLAHRAKHA SEIKH, Residing at, Vill- Rameshwarpur, Post- Kumarsanda, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD AJIJ To MD AZIZ (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD AZIZ in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, MD AZIZ and MD AJIJ both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MOSARAF HOSSAIN SEKH S/o- NURALI SEKH, Residing at, Vill- Radhakantapur, Post- Rampurpara, Ps- Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741181, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOSARAF HOSSAIN SEKH To MOSARAF HOSSAIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOSARAF HOSSAIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, MOSARAF HOSSAIN and MOSARAF HOSSAIN SEKH both are Same and one identical person

নাম পরিবর্তন
আমি, Prasanta Sarkar, পিতা -মৃত Samiran Bikash Sarkar, বাসস্থান -গ্রাম ও পোঃ- মোল্লাবেলিয়া, থানা-হরিনঘাটা, জেলা-নদীয়া, পিন-741249. এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে আমি আমার বাবার নাম Samiran Bikas সরকার হইতে Samiran Bikash Sarkar নামে পরিবর্তন করিলাম যাহা সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এফিডেভিট নং 04 যাহা Ld A. C. J. M-2 (1st class) কল্যানী, নদীয়া কোর্টের 03/06/2024 তারিখের এফিডেভিট দ্বারা নির্ধারিত । Samiran Bikash Sarkar এবং Samiran Bikas Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Dinesh Joshi (পুরাতন নাম) পিতা Late Vinayak Das Joshi, ঠিকানা- 40/2, Sadak Para-2, Parpa, Post & Tahsil- Tokapal, District- Bastar (Jagdalpur) Chhattisgarh, Pin- 494442, India, Jagdalpur Bastar (C.G.) নোটারি পাবলিক, Dated 03.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dinesh Chandra Joshi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dinesh Chandra Joshi (নতুন নাম) এবং Dinesh Joshi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, SHAUNAK MUKHOPADHYAY (পুরাতন নাম) পিতা HIMANSUSEKHAR MUKHOPADHYAY, ঠিকানা- 156/8, MALIR BAGAN, KAIKHALI, PO& PS-AIRPORT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700052, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.06.2024 এর Affidavit নম্বর 23 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SHAUNAK MUKHERJEE (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SHAUNAK MUKHERJEE (নতুন নাম) এবং SHAUNAK MUKHOPADHYAY (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I MOHAMMAD ZAHID HOSSAIN & MOHAMMAD Z HOSSAIN, S/O MD ABID HOSSAIN, R/O SUGAM HABITAT TOWER 4, GA1, 158A, PICNIC GARDEN ROAD, TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ZAHID HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024, THAT MOHAMMAD ZAHID HOSSAIN & MOHAMMAD Z HOSSAIN AND MD ZAHID HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NABANITA KAR SINGH & NABANITA SINGH, D/O NARAYAN CHANDRA KAR, R/O LILY APARTMENT, 2ND FLOOR, FLAT NO 3, 36, SOUTH PURBACHAL HOSPITAL ROAD (EAST), GARFA, PS KASBA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABANITA KAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024, THAT NABANITA KAR SINGH & NABANITA SINGH AND NABANITA KAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MADAN MOHAN JANA, S/O KSHUDIRAM JANA, R/O VILL+PO RAMBHADRAPUR, PS SABANG, WEST MEDINIPUR -721144, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADAN JANA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1,ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE PASCHIM MEDINIPUR ON 04/12/2020, THAT MADAN MOHAN JANA AND MADAN JANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Nirmal Kumar Ghosh S/o Santosh Chandra Ghosh residing at 26/43, Dum Dum Road, Cossipore, Kolkata - 700002, WB, declare that my name has been written as Nirmal Kr. Ghosh in my daughter Swarupa Ghosh' s Birth Certificate and in my Bank A/c no. 485711874 of Indian Bank and Nirmal Ghosh in my daughter's Aadhaar Card and PAN Card and WBBSE Exam documents instead of my actual Name Nirmal Kumar Ghosh as mentioned in my Aadhaar Card. That Nirmal Kr. Ghosh, Nirmal Ghosh and Nirmal Kumar Ghosh is the same and one identical person vide affidavit no. 10863 sworn before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 20.05.2024.

Name Change
I, Atihar Rahaman Saikh (old name) S/O Rahimbax Seikh, residing at Vill- Joykrishnapur, P.O.- Haldinowapara, P.S.- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman, Pin- 713513, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Atiyar Rahaman Seikh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/06/2024. Atiyar Rahaman Seikh (new name) and Atihar Rahaman Saikh (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Swapna Adak (old name) D/O Subodh Mukhopadhyay, residing at Utsav Apartment, Block-A, Flat No- C3, Teghoria, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700157, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Swapna Mukhapadhya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/06/2024. Swapna Mukhapadhya (new name) and Swapna Adak (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Mohammad Abul Farrah Mondal & Md Abul Farrah Mondal (old name) S/O Ahammad Ali Mondal, residing at 4/H/4, Rifle Range Road, P.O.- Circus Avenue, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abul Farrah Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/06/2024. Abul Farrah Mondal (new name) and Mohammad Abul Farrah Mondal & Md Abul Farrah Mondal (old name) all are same identical person.

Name Change
I, Habibulla (old name) S/O Noor Islam Mistri, residing at Vill.- Malatipur, P.O.- Chaita, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743445, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Habibulla Mistri (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/06/2024. Habibulla Mistri (new name) and Habibulla (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Somit Roy (old name) S/O Lokenath Roy, residing at 72, B. K. Paul Avenue, Hatkhola, P.S.- Jorabagan, Kolkata- 700005, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Samit Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/06/2024. Samit Roy (new name) and Somit Roy (old name) both are same identical person.

Name Change
I, RAJSHREE BHARTIA, WIFE OF VIJAY KUMAR BHARTIA, RESIDING AT FLAT-2B,SIDDHARTH BUILDING,14/2, BURDWAN ROAD, P.O-ALIPORE, KOLKATA-700027, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJSHREE BHARTIYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024. THAT RAJSHREE BHARTIA AND RAJSHREE BHARTIYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, BALAND AKHTAR NAWAZ (OLD NAME), SON OF AYAZ AHMED, RESIDING AT 25/1/1A DARGA ROAD, PARK VIEW APARTMENT, PO-CIRCUS AVENUE, KOLKATA -700017,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BULAND AKHTAR NAWAZ (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024.THAT BALAND AKHTAR NAWAZ AND BULAND AKHTAR NAWAZ BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ABDUL SAJID (OLD NAME), SON OF ABDUL BARI, RESIDING AT 4, RAJMOHAN STREET, CHITTARANJAN AVENUE, PS-JORASANKO, KOLKATA -700073, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL SAJID LARI (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024.THAT ABDUL SAJID AND ABDUL SAJID LARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SEBA AFROZ AND SABA AFROZ & NAHID FATEMA (OLD NAME), WIFE OF ABDUL SAJID LARI, RESIDING AT 4,RAJMOHAN STREET, CHITTARANJAN AVENUE,PS-JORASANKO, KOLKATA -700073, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATMA NAHID (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024. THAT SEBA AFROZ AND SABA AFROZ & NAHID FATEMA ALSO FATMA NAHID ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Amal Mallick S/o. Upendra Mallick R/o. Kundipur, Ganrapota, Bongaon, 24 Pgs. (N), Pin- 743251, W.B., India shall henceforth be known as Ananda Mallick. I declare that Ananda Mallick and Amal Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-06-2024.

Name Change
I, Lakshmi Mallick W/o. Ananda Mallick R/o. Kundipur, Ganrapota, Bongaon, 24 Pgs. (N), Pin- 743251, W.B., India shall henceforth be known as Sita Rani Mallick. I declare that Sita Rani Mallick and Lakshmi Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-06-2024.

Name Change
I, farooque ahmed son of Amin ahmed residing at 157B lenin Sarani Kolkata-700013 (WB) india. As I have my name in passport - M8625752 declaring that in my daughter passport Rabiya ahmed passport no- T3567082.my name was wrongly printed as farroque ahmed instead of farooque ahmed vide an affidavit sworn before the notary public at Sealdah court on 16/05/2024.that farooque ahmed and farroque ahmed both are same and one identical person.

Name Change
I, Sahinurkhairun Nechha Begum (old name) W/O Atiyar Rahaman Saikh, residing at Vill- Joykrishnapur, P.O.- Haldinowapara, P.S.- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman, Pin- 713513, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) khairunnecha Begam Seikh (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2024. khairunnecha Begam Seikh (new name) and Sahinurkhairun Nechha Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I, SAKINA (OLD NAME), WIFE OF ALI ASGAR, RESIDING AT EKTA LOTUS, BLOCK-3, FLAT NO-58,18,GOBRA GORASTHAN ROAD, PO-GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKINA RATLAMWALA (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024.THAT SAKINA AND SAKINA RATLAMWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I H. A. B. BASUWALA (OLD NAME), SON OF LATE ABBASBHAI BASUWALA, RESIDING AT LUXURIA HEIGHTS,12TH FLOOR, FLAT NO-1203,11/1 NEW TANGRA ROAD, PO-GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAIDER ABBASBHAI BASUWALA (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024. THAT H. A. B. BASUWALA AND HAIDER ABBASBHAI BASUWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PRALAY KUMAR GUCHAIT, S/O DULAL CHANDRA GUCHAIT, R/O MACHINAN DAKSHIN PARA, MACHINAN, EAST MEDINIPUR, PIN-721130, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRALAY GUCHAIT, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024, THAT PRALAY KUMAR GUCHAIT AND PRALAY GUCHAIT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I UJJAL KUMAR BOSE & UJJAL BOSE, S/O HARAN CHANDRA BASU, R/O BAKULTALA LANE, RAMRAJATALA, HOWRAH - 711104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UJJAL BASU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024, THAT UJJAL KUMAR BOSE & UJJAL BOSE AND UJJAL BASU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) MOHAMMAD ABDUL MALEK & MD ABDUL MALEK S/o- SAFIRUDDIN AHMED, Residing at, Vill- Subhan mominpara, Post- Alipur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD ABDUL MALEK & MD ABDUL MALEK To ABDUL MALEK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL MALEK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, ABDUL MALEK and MOHAMMAD ABDUL MALEK & MD ABDUL MALEK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MOHAMMAD SAMIM AKHTAR S/o- ABDUL MALEK, Residing at, Vill- Subhan mominpara, Post- Alipur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD SAMIM AKHTAR To MD SAMIM AKHTAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SAMIM AKHTAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, MD SAMIM AKHTAR and MOHAMMAD SAMIM AKHTAR both are Same and one identical person.

Name Change
I TANMOY BHOWMIK, S/O SURYA KUMAR BHOWMIK, R/O 76, PURBALOK, 4TH LANE, PO MUKUNDAPUR, PS PURBA JADAVPUR, KOLKATA -700099, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANMAY BHOWMIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024, THAT TANMAY BHOWMIK AND TANMOY BHOWMIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I UTTAM KUMAR CHAKRAVORTY, S/O LATE DURGESH CHANDRA CHAKRAVARTY, R/O 97, CHANDI GHOSH ROAD, KIRTI APARTMENT, FLAT NO 1D, BLOCK -1, KOLKATA - 700040, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UTTAM KUMAR CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024, THAT UTTAM KUMAR CHAKRAVORTY AND UTTAM KUMAR CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SAKINA (OLD NAME), WIFE OF ALI ASGAR, RESIDING AT EKTA LOTUS, BLOCK-3, FLAT NO-5B,18, GOBRA GORASTHAN ROAD, PO-GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKINA RATLAMWALA (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024.THAT SAKINA AND SAKINA RATLAMWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SAKIRUL SK, SON OF JAMIN ALI SEKH, RESIDING AT VILL-GRAMKALNA, PO DHATRIGRAM, PURBA BARDHAMAN-713405, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKIRUL SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024.THAT SAKIRUL SK AND SAKIRUL SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, JAMIN SK, SON OF ANOWAR ALI SEKH, RESIDING AT VILL-GRAMKALNA, PO DHATRIGRAM, PURBA BARDHAMAN-713405, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAMIN ALI SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/06/2024.THAT JAMIN SK AND JAMIN ALI SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

পंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

শাস্ত্র সার্কেল সেন্টার, সার্কেল অফিসঃ দক্ষিণ কলকাতা
ইউনাইটেড টাওয়ার (৯তম তলা) ১১, হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা-৭০০০০১, ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্ন বর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত / শারিরীক/ প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে, যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যা আছে'', ''যা কিছু আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''** নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে।

সুরক্ষিত সম্পদের সময়সূচী

ক্রম. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা / জামিনদার(দের)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা / মালিকের নাম (দখলের অবস্থান)	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এসএআরএফএইএসআই অ্যাক্ট, ২০০২-এর ইউ/এস১৩(২) খ) বকেয়া অর্থ গ) দখলের তারিখ এসএআরএফএইএসআই অ্যাক্ট, ২০০২-এর ইউ/এস১৩(৪) ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বর্ধিত অর্থ	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১.	**ক) মূল শাখাঃ গড়িয়াহাট (০০৯২২০)** **খ) মেসার্স টি.এক্স. টেক্সটাইল, প্রোপঃ পূর্ণিমা সরকার** **গ) পূর্ণিমা সরকার** ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০০৯২২৫০৫২৭৮৪২ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউএনবি৮২৬৫২০২০০০৩১	উল্লেখিত সমস্ত ফ্ল্যাট ১ম তলায়, ফ্ল্যাট নং ২সিডি 'কৃষ্টি কুঞ্জ', হোল্ডিং নং বিএমসি/এএস৩৫৫এফ/১০-১১, মধ্যপাড়া, কৈখালি, থানা এবং পোস্ট-বিমানবন্দর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫২ পরিমাপ ১৬১০ বর্গফুট, শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকারের নামে দাঁড়িয়েছে। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৬৩৪৯৮৬, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৪৩৬৪৮২ **(গুগল মানচিত্র)**	**ক) ০৪.০২.২০১৯ খ) টাকা ১,০৪,৫৬,৮২২.০০ সহ আরও সুদ গ) ২৪.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ৪৪.৬১ লক্ষ খ) টাকা ৪.৪৭ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
২.	**ক) মূল শাখাঃ গড়িয়াহাট (০০৯২২০)** **খ) মেসার্স টি.এক্স. টেক্সটাইল, প্রোপঃ পূর্ণিমা সরকার** **গ) পূর্ণিমা সরকার** ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০০৯২২৫০৫২৭৮৪২ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউএনবি৮২৬৫২০২০০০৩২	উল্লেখিত সমস্ত ফ্ল্যাট ২য় তলায়, ফ্ল্যাট নং বি২ 'শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট', হোল্ডিং নং ৪৮, নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ০৪ পানিহাটি পৌরসভার অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪ পরিমাপ ৬৫৮ বর্গমিটার স্কো.ফিট.। শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকারের নামে দাঁড়িয়েছে। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৬৯৫১৯৮, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩৬৯৫৩১ **(গুগল মানচিত্র)**	**ক) ০৪.০২.২০১৯ খ) টাকা ১,০৪,৫৬,৮২২.০০ সহ আরও সুদ গ) ২৪.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ১২ লক্ষ খ) টাকা ১.২০ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
৩.	**ক) মূল শাখাঃ গড়িয়াহাট (০০৯২২০)** **খ) মেসার্স টি.এক্স. টেক্সটাইল, প্রোপঃ পূর্ণিমা সরকার** **গ) পূর্ণিমা সরকার** ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০০৯২২৫০৫২৭৮৪২ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউএনবি৮২৬৫২০২০০০৩৩	উল্লেখিত সমস্ত ফ্ল্যাট ৩য় তলায়, ফ্ল্যাট নং বি২ 'শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট', হোল্ডিং নং ৪৮, নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ০৪ পানিহাটি পৌরসভার অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪ পরিমাপ ৬৫৮ বর্গমিটার স্কো.ফিট.। শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকারের নামে দাঁড়িয়েছে। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৬৯৫১৯৮, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩৬৯৫৩১ **(গুগল মানচিত্র)**	**ক) ০৪.০২.২০১৯ খ) টাকা ১,০৪,৫৬,৮২২.০০ সহ আরও সুদ গ) ২৪.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ৮.৩০ লক্ষ খ) টাকা ০.৮৩ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.১০ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
৪.	**ক) মূল শাখাঃ গড়িয়াহাট (০০৯২২০)** **খ) মেসার্স টি.এক্স. টেক্সটাইল, প্রোপঃ পূর্ণিমা সরকার** **গ) পূর্ণিমা সরকার** ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৫৭, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০০৯২২৫০৫২৭৮৪২ সম্পত্তি আইডিঃ পিইউএনবি৮২৬৫২০২০০০৩৪	উল্লেখিত সমস্ত ফ্ল্যাট ৩য় তলায়, ফ্ল্যাট নং বি২ 'শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট', হোল্ডিং নং ৪৮, নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ০৪ পানিহাটি পৌরসভার অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪ পরিমাপ ৬৫৮ বর্গমিটার স্কো.ফিট.। শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকারের নামে দাঁড়িয়েছে। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৬৯৫১৯৮, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩৬৯৫৩১ **(গুগল মানচিত্র)**	**ক) ০৪.০২.২০১৯ খ) টাকা ১,০৪,৫৬,৮২২.০০ সহ আরও সুদ গ) ২৪.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ৮.৯০ লক্ষ খ) টাকা ০.৮৯ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.১০ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
৫.	**ক) মূল শাখাঃ যোধপুর পার্ক (০৯৫১২০)** **খ) মেসার্স টেকনোমেক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড** ২৫৪, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৫ **গ) ১. জনজিৎ চ্যাটার্জি (পরিচালক)** ২৫৪, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৫ **২. জনজিৎ চ্যাটার্জি (পরিচালক ও পিজি)** ২৩০৪ রায়পুর রোড, কলকাতা-৭০০০৪৭। **৩. শ্রীমতি নন্দ ভৌমিক (পরিচালক ও পিজি)** ই/২৩৪, বাঘাযতীন স্টেশন রোড, কলকাতা-৭০০০৮৬ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০৯৫১২৫০০২০০০৭ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবিটেকনোমেক	গ্রাউন্ডে ফ্ল্যাট নং ১বি-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের সম্প্রসারণ একটি তিন তলাতে ৬৭৫ বর্গফুট এলাকা পরিমাপ করা মেঝে 'শ্রাবণী' নামক ভবনের প্রাঙ্গণ নং ২৫৪, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, থানা-লেক, কলকাতা-৭০০০৪৫ পড়ে আছে এবং ৩ কাঠা ৮ ছটাক ৩৪ স্কোঃ ফিট পরিমাপের জমিতে অবস্থিত। মৌজা-আরাকপুরে, জেএল নং ৮৯, সিএস দাগ নং ৩০২, সিএস খতিয়ান নং ৫৬, তৌজি নং ১৫১, প্লট নং ৭৬ কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৯৩-এর মধ্যে সম্পত্তি বাট এবং বাউন্ডেডঃ উত্তরে-চত্বর নং ১৮৮৭৬ এবং প্রাঙ্গণ নং ১৮৮৭৭, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, পূর্ব দিকে-প্রিন্স নং ২৩২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, দক্ষিণে-২০ ফুট চওড়া কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রোড, পশ্চিমে-প্রাঙ্গণ নং ২৬০, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের পাশে। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৫০২৭৩, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩৫৯১০৪২ **(গুগল মানচিত্র)**	**ক) ২৫.০৬.২০২১ খ) টাকা ৭৩,৭৮,৯৯৪.৪৯ সহ আরও সুদ গ) ২৩.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ২২.৫০ লক্ষ খ) টাকা ২.২৫ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
৬.	**ক) মূল শাখাঃ বিজি পাটুলি (১০০৩২০)** **খ) মেসার্স এসএসজি টেকনো সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স এসএসজি টেকনো সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** ২৯, আশুতোষ পল্লী, রাজপুর-সোনারপুর (এম), গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৮৪. এছাড়াও এখানে গ্রাম-গারমিরজাপুর, জে.এল. নং ২৬, পোস্ট-মহশিলা, থানা-সাঁকরাইল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৩০২ **গ) ১. সুব্রত সেনগুপ্ত (পরিচালন অধিকর্তা)** **সৌগত সেনগুপ্ত (পরিচালক)** **৩. অরূপ সেনগুপ্ত (পরিচালক)** অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১০০৩২৫০৩০৪৪১২, ১০০৩৩০০০১৭৩৭৪ এবং ১০০৩২০ইজি০০০০০০১৫ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবিএসএসজিটেকনো	দাগ নং ৭৩৯, খতিয়ান নং ৫৪৯, মৌজা-কেন্দুয়া (বৈষ্ণবঘাটা), কেএমসি চত্বর নং ২৯, এখন (এখন) একটি আবাসিক বিল্ডিং সহ প্রায় ৩ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। (২৪) আশুতোষ পল্লী, ওয়ার্ড নং ১০১, থানা-যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৮৪, ২৭.১১.১৯৯১ তারিখের ডিড অফ কনভেয়েন্সে আরও সম্পূর্ণ এবং বিশেষভাবে বর্ণিত, বই নং ১, ভলিউম নং ২৭৮, পৃষ্ঠা ৩৬১ থেকে ৩৭০, ১৯৯১ সালের ১৭০৭১ নম্বরে রেকর্ড করা হয়েছে শ্রী সুব্রত সেনগুপ্তের নামে, পিতা বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত। সম্পত্তি আবদ্ধ এবং বাউন্ড করা হয়েছেঃ উত্তর-রাস্তা, দক্ষিণ-দাগ নং ৭৩৭ এর জমি, পূর্ব-দাগ নং ৭৩৯ ও রোডের জমি, পশ্চিম-দাগ নং ৭৩৮ এর জমি। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান-অক্ষাংশ-২২.৪৭৩৯২১, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩৭৯২৩ **(গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৪.০৮.২০২৩ খ) টাকা ৬,১৩,৩১,৪৯৮.২৪ সহ আরও সুদ গ) ১২.১২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ১৩০.০৫ লক্ষ খ) টাকা ১৩.০১ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
৭.	**ক) মূল শাখাঃ গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) চঞ্চল মুখোপাধ্যায়,** পিতা নরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কালিকাপুর, বেনেবউ, ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৬১৩ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০১৪৩৩০০০৪৩০৭৮ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবিচঞ্চলএম	সেই সমস্ত অংশ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশের মালিকানা আবাসিক ফ্ল্যাট যার পরিমাপ প্রায় ৮৩৮ বর্গফুট 'গীতাঞ্জলি গার্ডেন, ফেজ-১' নামে পরিচিত জি+৪ তলা বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলায় (উত্তর-পশ্চিম দিকে) ব্লক-আই-এর মধ্যে ফ্ল্যাট নং ৪ই হওয়ায় কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং একটি খোলা। গাড়ি পার্কিং স্পেস নং ০৯ যার পরিমাপ প্রায় ১২০ বর্গফুট। গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে জমি পরিমাপের ক্ষেত্রফল ৬৮.০০ কাঠা, হোল্ডিং নং ৩১৫, উত্তর কল্যাণপুর, থানা-বারুইপুর, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে অবস্থিত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৪৪, উত্তর কল্যাণপুর, জে.এল. নং ৩৮, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪, আর.এস.-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এল.আর. দাগ নং ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২ আর.এস.-এর সাথে সম্পর্কিত। খতিয়ান নং ১০৯ এবং ৩৮ এল.আর.-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। খতিয়ান নং ৫১৯, ২০১৯ সালের জন্য দলিল নং ১-১৬০৪০২৬৮১, রেজিস্ট্রার এ.ডি.এস.আর.-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা শ্রী চঞ্চল মুখোপাধ্যায়ের নামে সম্পত্তি। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৩৭১০২, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৪১২৭৭ **(গুগল মানচিত্র)। বারুইপুর পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে।**	**ক) ০৩.০৬.২০২৩ খ) টাকা ৪১,৮৫,৪৪৬.৪১ সহ আরও সুদ গ) ১২.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রসেনজিৎ চৌধুরি ৯৮৩১৩৬৮৯৫৪**	**ক) টাকা ১৮.৩৫ লক্ষ খ) টাকা ১.৮৪ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
৮.	**ক) শাখাঃ জেমস লং সরণি (১৩৯৩২০)** **খ) শ্রী সুমন্ত ব্যানার্জী ও কুহেলি ব্যানার্জি** ৮২১, ডি.এইচ. রোড, পুস্পশ্রী কো-কোঅপারেটিভ হাউজিং, বড়িশা, কলকাতা-৭০০ ০০৮, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১৩৯৩৩০০৫১১৫২৭ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবিসুমন্তবি	সুমন ব্যানার্জি এবং কুহেলি ব্যানার্জির ফ্ল্যাট নং এ-এর সমান বন্ধক, নিচতলায়, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পরিমাপ কমবেশি ৭০০ বর্গফুট ২০৯এ, ভট্টাচার্য পাড়া রোড, থানা-ঠাকুরপুকুর, কেএমসি-এর ১২৫ নং ওয়ার্ড, কলকাতা-৭০০০৬৩, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা জে.এল. নং ১৯-এর অধীনে অবস্থিত আরএস নং ৪৩, কালেক্টরেট তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, আর.এস. দাগ নং ৫১২, খতিয়ান নং ২১৫ এবং ৮৭৮, প্রিমিসেস নং ২০৯এ, ২০১৫ সালের দলিল নং ১-১৬০২১১১০৩২০১৫ এর অধীনে। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৪৭৩০২৩, দ্রাঘিমাংশ-৩৪। **(গুগল মানচিত্র)**	**ক) ২৪.০৬.২০২১ খ) টাকা ১৫,১২,৫৮৮.০০ সহ আরও সুদ গ) ২০.০৬.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ সায়ন সরকার ৮২৪০৬১০৯২৫**	**ক) টাকা ১৫.৪২ লক্ষ খ) টাকা ১.৫৫ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
৯.	**ক) মূল শাখাঃ দক্ষিণ শহরতলির বেহালা (০৭১৭২০)** **খ) দেবাশিস ভট্টাচার্য এবং কৌশিক ভট্টাচার্য** দেবজানি এপার, ৩য় তলার কক্ষ নং ৪০২, ৫৭/১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৪ এছাড়াও এখানে-দেবজানি এপার, ১ম তলা, কক্ষ নং ২০২, ৫৭/১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৩৪ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০৭১৭৩০০০০৮১০৫ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবিদেবাশিসবিএইচ	২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং-কাম-হল রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং কম বেশি ৭২০ বর্গ মিটার পরিমাপের ২০২ নম্বর ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট। ফুট প্রথম তলায় সুপার বিল্ট আপ, এবং নিচতলায় কমবেশি ১২০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপ করা একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং সেই সমস্ত অংশে অবস্থিত দেবজানি অ্যাপার্টমেন্ট নামে বিল্ডিংয়ের জমিতে আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহের সাথে এবং ৬ (ছয়) কাঠা ১ (এক) ছটাক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট একত্রে বিল্ডিং এর পরিমাপ প্লট নং এ, সিএস খতিয়ান নং ১৮১৮ এর অধীনে সিএস দাগ নং ৩৯৬৩ এর অংশ হওয়ায় আর.এস.-এর অধীনে দাগ নং ১৩৬২৮ মৌজায় খতিয়ান নং ৬৩৬৫ বেহালা, জেএল নং ২, বর্তমানে প্রাঙ্গণ নং ৫৭/১এ, পঞ্চাননতলা লেন হিসাবে পরিচিত এবং নম্বর দেওয়া হয়েছে ১৩১ নং ওয়ার্ডের মধ্যে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে পুলিশ স্টেশন পূর্বে বেহালা বর্তমান পরশ্রী, কলকাতা-৭০০০৩৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৫০৩১৯, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩১৬১৩ **(গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০১.০৬.২০২৩ খ) টাকা ২০,২২,৪৯৬.২৬ সহ আরও সুদ গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ সায়ন সরকার ৮২৪০৬১০৯২৫**	**ক) টাকা ১৪.৫১ লক্ষ খ) টাকা ১.৪৬ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
১০.	**ক) শাখাঃ সরসুনা কলেজ, কলকাতা (১৪৯২২০)** **খ) মেসার্স শ্রী গণেশ এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ অনিন্দিতা মুখার্জি** **গ) অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়** স্বামী-পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় বাঘার নবোদয় পল্লী, বনহুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১০৩ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১৪৯২২০আরএফ০০০০০০৮০, ১৪৯২২৫০০০০৬৫৭ এবং ১৪৯২৩০০০১১৬২৬ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবিশ্রীগণেশ০০১	এল.আর.-তে প্রায় ১.৬৮ দশমিক ১.৬৮ পরিমাপ করা জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল দাগ নং ১৪৮৫, জমির পরিমাপ এল.আর.-তে ২.৬২ দশমিক দাগ নং ১৫৪৮, জমির পরিমাপ ১ দশমিক ১ এল.আর. দাগ নং ১৫৫০ এবং জমির পরিমাপ ১.৬২ ডেসিমেল এল.আর. দাগ নং ১৫৩৬ মোট ভূমি পরিমাপ ৬.৯৩ দশমিক ০৪ কাঠা ০৩ ছটাক ০৫ স্কোঃ ফিট-এর সমান। কম বেশি একসাথে একটি তিনতলা বিল্ডিং (জি+২) এর উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং মৌজা-শ্রীপুর বাঘারঘোলে অবস্থিত, জে.এল. নং ৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৮৩, থানা-সোনারপুর, এডিএসআর সোনারপুর বর্তমানে গড়িয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা হচ্ছে নং ৬১৩, পশ্চিমবঙ্গের রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৩২ নং ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে বাঘারগোল। সম্পত্তিটি দ্বারা সীমাবদ্ধঃ উত্তরে-শ্রী পঙ্কজ মুখার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণে-পুকুর, পূর্বে-শ্রী পঙ্কজ মুখার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে-১৩ ফুট চওড়া রাস্তা। সম্পত্তির মালিকঃ অনিন্দিতা মুখার্জি, স্বামী-পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৪৩৯৯৪৪, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩৭৭০১৬ **(গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৯.০৪.২০২২ খ) টাকা ১,১৫,৯৫,৭৫৮.৭৯ সহ আরও সুদ গ) ১৬.০৭.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ৪৭.২৫ লক্ষ খ) টাকা ৪.৭৩ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.৫০ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
১১.	**ক) মূল শাখাঃ বন্ডেল রোড, গড়িয়াহাট (২২৫১১০)** **খ) মিঠুন সিকদার এবং মিসেস দীপশিখা সিকদার** ফ্ল্যাট ২সি, বিশ্বনাথ রেসিডেন্সি ব্যারাকপুর বারাসত রোড, পোস্ট-নোনাচন্দনপুকুর, কলকাতা-৭০০১২২, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রী মিঠুন সিকদার** পিতা-নির্মল চন্দ্র সিকদার শান্তিনগর পাল্টা, পোস্ট-বেঙ্গল এনিমেল, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ২২৫১১০এনসি০০০০০০৩১ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবিমিঠুন০০১	১০০০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের ৩য় তলায় উত্তর-পূর্ব দিকের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩ডি-এ সমস্ত কিছু রয়েছে। (সিঁড়ির আনুপাতিক অংশ এবং ২৫ সুপারবিল্ট আপ এলাকা সহ) একটু কম বা কম একই হতে হবে, ২টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১টি ড্রয়িং, স্পেস, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, লিফট সুবিধা এবং মার্বেল সহ ফ্লোর, মৌজায় অবস্থিত-সোদেপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খতিয়ান (সোদপুর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক-এ, রেসিডেন্সিয়াল জোন, এডিএসআর-সোদপুর বর্তমানে আগে ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্গত, পরিচিত, নম্বরযুক্ত এবং প্রাঙ্গণ নং ৩০০/বি. এইচ.বি. টাউন, রোড নং ৫, পোস্ট-সোদেপুর, থানা-খরদহ, কলকাতা-৭০০ ১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮ এর অধীনে, এ.আর.এ.-আইআই কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ৫১১০২০২১ দ্বারা। মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৬৯২৯৫৮, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩৯৩২১৪ **(গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৯.০৬.২০২৩ খ) টাকা ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ সহ আরও সুদ গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ৩৩.১৯ লক্ষ খ) টাকা ৩.৩২ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
১২.	**ক) মূল শাখাঃ বন্ডেল রোড, গড়িয়াহাট (২২৫১১০)** **খ) মিঠুন সিকদার এবং মিসেস দীপশিখা সিকদার** ফ্ল্যাট ২সি, বিশ্বনাথ রেসিডেন্সি ব্যারাকপুর বারাসত রোড, পোস্ট-নোনাচন্দনপুকুর, কলকাতা-৭০০ ১২২, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রী মিঠুন সিকদার** পিতা-নির্মল চন্দ্র সিকদার শান্তিনগর পাল্টা, পোস্ট-বেঙ্গল এনিমেল, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ২২৫১১০এনসি০০০০০০৩১ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবিমিঠুন০০২	১০০০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপ করে ৩য় তলায় দক্ষিণ পশ্চিম পাশের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বিএ সমস্ত কিছু রয়েছে। (সিঁড়ির আনুপাতিক অংশ এবং ২৫ সুপারবিল্ট আপ এলাকা সহ) একটু কম বা কম একই হতে হবে, ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর কাম ডাইনিং, ১টি ড্রয়িং, স্পেস, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ এবং মার্বেল মেঝে সহ, মৌজা-সোদেপুরে অবস্থিত, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খতিয়ান (সোদপুর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫৫৩, ব্লক-এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, এডিএসআর-সোদপুর বর্তমানে আগে ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্গত, পরিচিত, নম্বরযুক্ত এবং প্রাঙ্গণ নং ৩০০/বি. এইচ.বি. টাউন, রোড নং ৫, পোস্ট-সোদেপুর, থানা-খরদহ, কলকাতা-৭০০ ১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮ এর অধীনে, এ.আর.এ.-আইআই কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ৫১১০২০২১ দ্বারা। মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ-২২.৬৯২৯৫৮, দ্রাঘিমাংশ-৮৮.৩৯৩২১৪ **(গুগল মানচিত্র)**	**ক) ১৯.০৬.২০২৩ খ) টাকা ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ সহ আরও সুদ গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসারঃ প্রনো কুমার ৯৮৭১৪৫৪৩৭৫**	**ক) টাকা ৩৩.১৯ লক্ষ খ) টাকা ৩.৩২ লক্ষ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লক্ষ**	**২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে**
১৩.	ক) অভিভাবক শাখা ঃ গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স প্রিয়ম ফার্নিচার,প্রস্তাব ঃ অভিজি কর্মকার নতুন পল্লী পশ্চিম, পিও-সোনারপুর, কলকাতা -৭০০ ১৫০, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ গ) শ্রীমতি প্রতিমা রানী মন্ডল,ডব্লু / ও প্রবাস চন্দ্র মন্ডল বিবেকান্দ পল্লী, সোনারপুর, কলকাতা-৭০০ ১৫০। অ্যাকাউন্ড নং ঃ০১৪৩২৫০০১১৮৫৭, ০১৪৩৩০০০৪২৯৫৪, ০১৪৩৩০০০৪২৯৬৩ সম্পত্তি আইডি : PUNBPRIYAMFURNIT	জমি ও দালানের ন্যায্য বন্ধক মৌজা-ঘাসিয়ারা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৫, ৪৭, তৌজি নং ২৫০, এলআর দাগ নং ৩৪৯, ৩৫৮, এলআর খৈতান নং ২৩৮০, হোল্ডিং নং. ১৩৯৯, ঘাসিয়ারা, ওয়ার্ড নং. ১১, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীন এখতিয়ারাধীন পিএস- সোনারপুর, জেলা।- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। শ্রীমতি প্রতিমা রানী মন্ডলের মালিকানাধীন সম্পত্তি, ডব্লু / ও প্রবাস চঃদ্র মন্ডল। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান ঃ অক্ষাংশঃ ২২.৪৪৩১৭, দ্রাঘিমাংশঃ ৮৮.৪৪১৯৬ (গুগল মানচিত্র) ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ০৫.০৭.২০১৯ খ) টাকা। ৯২,৬৫,৩২৫.২০ প্লাস আরও সুদ গ) ১১.০৯.২০১৯ (ডিএম আবেদন করা হয়েছে) ডিলিং অফিসার প্রণব কুমার	ক) টাকা ৩০.৬৫ লাখ খ) টাকা। ৩.০৭ লাখ (২৭.০৬.২০২৩) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা. প্রতি ৪.০০ বিকেল.
১৪.	ক) অভিভাবক শাখা গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স গুড উইল এন্টারপ্রাইজেস প্রোপঃ রত্নেশ্বর মিশ্র ২৩, সাধনা ঔষধালয় রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬। গ) রত্নেশ্বর মিশ্র,এস / ও নারায়ণ মিশ্র ই-৩, চতুর্থ তলা প্রমিত অ্যাপার্টমেন্ট, গোরক্ষা বাসি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৮। এসি নং ঃ ১৪৩২৫০০১১৯৫৪ সম্পত্তি আইডি:PUNBU64640555002	মৌজার অধীনে ৭১ ডেসিমাইল পরিমাপের মোট বাস্তু জমি এবং কাঠামোর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক-চক মানিক, জেএল নং ৫৮, সি.এস খতিয়ান নং ১৪৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১২৮১, আর.এস. দাগ নং ১০৫১, পি.এস. - নোদাখালি, জেলা - ২৪ পিজিএস দক্ষিণ, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তিটি নিম্নরূপ বাটে এবং সীমাবদ্ধ ঃউত্তর-সত্যচরণ মুখার্জির সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ - কে পি মন্ডল রোড দ্বারা, পূর্ব - চাকমানিক পঞ্চায়েত অফিস এবং প্রাই স্কুল দ্বারা, পশ্চিম-নিভারন হাজরার সম্পত্তি দ্বারা। সম্পত্তির মালিক শিব শঙ্কর বিশ্বাস, এসও. পান্না লাল বিশ্বাস (জামিনদার)। সম্পত্তির অবস্থানঃঅক্ষাংশঃ ২২.৪০৪৮৩৩দ্রাঘিমাংশ ৮৮.১৯৯৪৭০ (গুগল মানচিত্র)	ক) ১১.০৮.২০১৯ খ) টাকা। ৯৩,৭৯,৬০৭.৫০ প্লাস আরও সুদ w.e.f. ০১.০৮.২০১৯ গ) ০৩.১০.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ৯৭.৩১ লাখ খ) টাকা। ৯.৭৪ লাখ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল
১৫.	ক) শাখা ঃঠাকুরিয়া (০০৮৯২০) খ) মেসার্স জেনেক্সট বায়োটেক প্রস্তাবঃ মিঃ অভিক দাস রায় মাঝেরহাট, পিও-মাদারাত, কদমতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৬১০। গ) জনাব অভিক দাস রায়,মেসার্স জেনেক্সট বায়োটেকের প্রপ ফ্ল্যাট নং ৩, সোহিনী অ্যাপার্টমেন্ট, লস্করপুর, পূর্বপাড়া, মহামায়া তলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫৩। এসি নংঃ ০০৮৯২৫০০১২৯৮০, ০০৮৯২০ ও ০০০০০০৮৩ এবং ০০৮৯২0IB০০০০০০২০ সম্পত্তি আইডি: PUNBGENEXT	প্রথম তলায় একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩ এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেলের ন্যায় সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ বা কম বা বেশি মোট ৯০০ বর্গফুট রয়েছে। ৩ (তিন) বেডরুম, ১ (এক) ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) ডব্লিউসি, ১ (এক) টয়লেট, ২ (দুই) বারান্দা নিয়ে গঠিত সুপার বিল্ট আপ এলাকা নামক বিল্ডিংয়ে সোহিনী অ্যাপার্টমেন্ট এ অবস্থিত- -মৌজা লস্করপুর, পরগনা মাগুরা, খতিয়ান নং ১১৮, দাগ নং ১১৫০ (অংশ), জেএল নং ৫৭, আরএস নং ১৭৪, পূর্বে ঋষি রাজনারায়ণ দ্বিতীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সোনারপুর ব্লক এখন স্কিম নং ৩, ওয়ার্ড নং ২৯ এর মধ্যে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ৫১৩, পূর্বপাড়া, পি.ও. - লস্করপুর, পি.এস. ADSR - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫৩. সম্পত্তির মালিক শ্রী। অভিক দাস রায়, এসও. প্রয়াত সুবীর দাস রায় উপহারের দলিল নং ১-৫৬৮৮২০১০ এবং দলিল নং ১১৯৭৭ দেখুন। সম্পত্তির অবস্থানঃঅক্ষাংশঃ ২২.৪৫০৮৪৮, দ্রাঘিমাংশ ৮৮.৩৮৭১৯৪ (গুগল ম্যাপ)	ক) ২৯.০৫.২০২৩ খ) টাকা। ৫২,৩৫,৮৭৮.২০ প্লাস আরও সুদ গ) ১০.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত) ডিলিং অফিসার প্রণব কুমার ৯৮৭১৪ ৫৪৩৭৫	ক) টাকা ২০.৩২ লাখ খ) টাকা। ২.২৬ লাখ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল.
১৬.	ক) শাখাঃ পর্ণশ্রী পল্লী (০৮৫৯২০) খ) রাজেশ উপাধ্যায় সিও সুশীলা দেবী, ১২ কালী তলা, পার্ক (দক্ষিণ) বাঁশদ্রোনি, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০৭০।এসি নম্বর ০৮৫৯৩০০০১৮০১৮ সম্পত্তি আইডি: PUNBRAJESHUP01	জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেলের মোট আয়তন, ১ (এক) কোট্টা ০৮ (আট) চিটাক্স ৪৪ (চোয়াল্লিশ) বর্গফুট। হোল্ডিং নং খ৩-৭০১নিউ সাপা রায়পুর রোড, পিএস এ অবস্থিত - মহেশতলা, মৌজার অধীনে - সাপা রায়পুর, জেএল নং ১২, আরএস নং ৩৬৮, তৌজি নং ৬৪, আরএস খতিয়ান নং ১১৯, আর.এস. ড্যাগ নং ২৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৩, এলআর ওয়ার্ড নং ১৫, কলকাতাএ৭০০ ০৭০-এর অধীনে মহেশতলা পৌরসভার সীমার মধ্যে দাগ নং ২৮। সম্পত্তিটি বুট এবং সীমাবদ্ধ উত্তরে - শ্রী সুবল নস্করের জমি, সুবল নস্করের দক্ষিণ-আংশিক জমিতে এবং আংশিক সাপা রায়পুর, পূর্বে - ৫' ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে - শ্রী জবান নস্করের জমি এবং অন্যান্য। মালিক রাজেশ উপাধ্যায়। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃঅক্ষাংশ ২২.৫০৯৫৫২, দ্রাঘিমাংশঃ ৮৮.২৭২১৮৮ (গুগল মানচিত্র)	ক) ০৫.০৪.২০১২ খ) টাকা। ১৩,৬৩,৬৯২.০০ প্লাস আরও সুদ গ) ২৭.০৬.২০১২ ঘ) প্রতীকী দখল ডিলিং অফিসার অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী	ক) টাকা ১২.৭৭ লাখ খ) টাকা। ১.২৮ লাখ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল.
১৭.	ক) অভিভাবক শাখা গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মিতা দেব,সিও প্রশান্ত কুমার দেব আর-১৬, শ্রীনগর পূর্বপাড়া পঞ্চসায়ার দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৯৪। গ) মিস মিতা দেব সিও মিঃ অরূপ চৌধুরী ফ্ল্যাট-১, পশুপতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৭৮বি, হাসপাতাল লিংক রোড, ইস্টার্ন রোড সন্তোষপুর, পুনশ্চ. - সার্ভে পার্ক, পিন - ৭০০ ০৭৫। এসি নম্বরঃ ০১৪৩৩০০০৪১৮৭৬ সম্পত্তি আইডিঃ PUNBMITADEB	প্রায় ৪৯০ বর্গফুট পরিমাপের একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট রয়েছে। (সুপার বিল্ট-আপ) কমবেশি, গ্রাউন্ড ফ্লোরে, সাউথ ওয়েস্ট সাইডে অবস্থিত, আংশিকভাবে G-III এবং আংশিক সোজা III তলা বিল্ডিংয়ের ফ্ল্যাট নং ১ হচ্ছে, যা মঞ্জুরিকৃত বাল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী টুকরো টুকরো করে নির্মিত। প্রায় ২ কাটা ৮ ছটাক ২০ Sq.ft পরিমাপের আবাসস্থল জমির সম্পত্তি। মিথ্যা এবং অথবা অবস্থিত মৌজা - গারফা, এবং ডেএল নং ১৯, আরএস নং ২, তৌজি নং ১২, আরএস এ গঠিত দাগ নং২৩৯৮ আরএস R.S এর সাথে সংযুক্ত খতিয়ান নং ৭৭৮, মিউনিসিপ্যাল প্রিমিসেস নং ২২৫, কালিকাপুর রোড (ডাক ঠিকানা ৭৮, হাসপাতাল লিঙ্ক রোড), ইস্টার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫, পিএস এর অধীনে - পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১০৪, Br. নং XII, K.M.C এর অধীনে অ্যাসেসি নং ৩১-১০৪-২৬-০২২৫-৯ মিতা দেবের মালিকানাধীন সম্পত্তি। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান অক্ষাংশঃ ২২.৪৯৭৮৭, দ্রাঘিমাংশঃ ৮৮.৩৯৩২১ (গুগল ম্যাপ)। ল্যান্ডমার্ক জোরা ব্রিজের কাছে,	ক) ০১.০৬.২০২৩ খ) টাকা। ২২,৬৫,৫৬৮.০০ প্লাস আরও সুদ গ) ১২.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা) ডিলিং অফিসারঃ প্রসেনজি চৌধুরী	ক) টাকা ১৪.৫২ লাখ খ) টাকা। ১.৪৬ লাখ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল.
১৮.	ক) অভিভাবক শাখা ঃ আলিপুর (০০৭০২০) খ) মেসার্স বনশ্রী হার্ডওয়্যার ৩৮২, হিদুস্থান মোড়, গড়িয়া মেইন রোড, গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০৮৪। আইনি উত্তরাধিকারী ১. শ্রীমতী ফুলরানী চৌধুরী (স্ত্রী) ২. মিঃ নিউটন চৌধুরী (পুত্র) ৩. মিসেস কাকুলী চৌধুরী (কন্যা) এসি নং ০০৭০২৫০৩০১৫৭২ এবং ০০৭০৩০০০২১৬৮৭ প্রপার্টি আইডি ঃ পুনববনশ্রী	দাগ নং ৩৭৫, জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, তৌজি নং ১০৯, মৌজার খতিয়ান নং ১০১৮-বারহাঁস ফরতাবাদ, পি.এস.-এ বাস্তু আবাসিক জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা দোতলা ভবন। -সোনারপুর, জেলা- ২৪ পরগনা দক্ষিণ, ADSR-সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা এলাকার মধ্যে গড়িয়া গার্ডেনে অবস্থিত, পিও- গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪. সম্পত্তিটির মালিক প্রয়াত মতিলাল চৌধুরী। প্রাঙ্গণটি নীচের মতো বাটে এবং আবদ্ধ উত্তরে - শ্রীমতীর দোতলা বিল্ডিং। সুতানকা ঘোষাল, দক্ষিণে - ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে - মিঃ দাসের দ্বিতল ভবন, পশ্চিমে - মিঃ মন্ডলের দ্বিতল ভবন। মতিলাল চৌধুরী (মৃত) এর মালিকানাধীন সম্পত্তি। আইনগত উত্তরাধিকারী শ্রীমতি ফুলরানী চৌধুরী (স্ত্রী), মিঃ নিউটন চৌধুরী (পুত্র), মিসেস কাকুলী চৌধুরী (কন্যা)। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান অক্ষাংশঃ ২২.৪৫৯৬২৩, দ্রাঘিমাংশঃ ৮৮.৩৮৪১৩৯ (গুগল ম্যাপ)	ক) ২৮.০২.২০২৩ খ) টাকা। ১১,৯৯,৩৮৩.৯৩ প্লাস আরও সুদ গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) ডিলিং অফিসার আনন্দ রায় ৮৪৭৮৯ ৩২৭১৮	ক) টাকা ৩৪.৪৪ লাখ খ) টাকা। ৩.৪৫ লাখ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল.
১৯.	ক) অভিভাবক শাখা বন্ডেল রোড গড়িয়াহাট (২২৫১১০) খ) পামেলা সিংহ ৯৩বি গড়িয়াহাট রোড, মুক্তি ওয়ার্ল্ড, বালিগঞ্জ ফাড়ি, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০১৯। এসি নম্বরঃ১০৬৯৬০১১০০০৩৪৩ সম্পত্তি আইডি: PUNBPAMELAS	৩য় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার সুপার বিল্টআপ এলাকা ৭০০ বর্গফুট, সম্পত্তিটি প্লট নং বি১৫-এ অবস্থিত, ব্লক - ডি এর অধীনে, ২ (দুই) কোটাহ ১৩ (তেরো) চিতক ৪৩ (তিনতাল্লিশ) বর্গফুট, একই বা একটু বেশি বা কম, মিথ্যা এবং মৌজা - মাদুরদাহ, জেএল নং ১২, পরগনা - কলিকাতাতে অবস্থিত, আরএস খতিয়ান নং ১৪৩ এর অধীনে আরএস দাগ নং ৪১১ (অংশ) তে গঠিত তৌজি নং ২৯৯৮ এর মধ্যে, আরএস নং ২১২, আলিপুরে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, পি.এস. - আগে টালিগঞ্জ, তারপর যাদবপুর তারপর কসবা এখন তিলজলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৌরসভা নং ৩০১, হোসেনপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৭, এবং বর্তমানে পৌরসভা ওয়ার্ড নং ১০৮, বরো-X কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে আসে ৩১-১০৬-০৪-০৫৮৭- ৩১-১০৬-০৪-০৫৮৭- ৩. শ্রীমতি পামেলা সিংহের মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং নিম্নরূপ বাটেড এবং আবদ্ধ উত্তরে - ১২ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্ব-পাশে ১৮ নম্বর প্লটে, পশ্চিমে প্লট নং ১৪, দক্ষিণে - প্লট নং ৮ দ্বারা। সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান অক্ষাংশ ২২.৫০৬৫৯, দ্রাঘিমাংশ ৮৮.৪০৬০৩ (গুগল ম্যাপ)	ক) ০৬.০৬.২০২৩ খ) টাকা। ১৬,৫০,০৫৫.১৩ প্লাস আরও সুদ গ) ০৫.০৯.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল) ডিলিং অফিসার আনন্দ রায় ৮৪৭৮৯ ৩২৭১৮	ক) টাকা ১৫.৮২ লাখ খ) টাকা। ১.৫৯ লাখ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল.
২০.	ক) অভিভাবক শাখা কলকাতা - এসএস ১ (০৮৮০১০) খ) রানা সেনগুপ্ত ও মাইক্রোসফট. কৃতি ইভেন্ট সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড। বি ১৫১০, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, লেক রোড, পিও- কল্যাণী, নদিয়াদ, পশ্চিমবঙ্গ,পিন-৭৪১ ২৩৫। এছাড়াও ১৯১এ, যোধপুর গার্ডেন, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। এসি নং ০৮৮০৬০১৫০০১৭৭৭ এবং ০৮৮০৪০১৫০০২০৬১ সম্পত্তি আইডি : PUNBRANASENGUPTA	স্বয়ং সম্পূর্ণ মালিকানা আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, প্রথম তলায় ফ্ল্যাট নং এ-২, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, লেক রোড, প্লটে অবস্থিত জমির অবিভক্ত অংশ সহ কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপ করা নং ১০, সাব ব্লক - ১৫, ব্লক - বি, কল্যাণী টাউনশিপে, কল্যাণী পৌরসভার অধীনে, পিও পুনশ্চ. - কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পিন -৭৪১ ২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ২০১৫ সালের জন্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৭০৯। মিঃ রানা সেনগুপ্তের মালিকানাধীন সম্পত্তি। বিল্ডিং এর বাউন্ডেড এবং বাউন্ডেডঃ উত্তরে-প্লট নং বি-১৫১১, দক্ষিণে - প্লট নং বি-১৫৯, পূর্বে - ৮০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে - ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা . সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান ঃ অক্ষাংশ ২২.৯৬৯৪৪৬, দ্রাঘিমাংশ Prope৮.৪৩৯৯২৯ (গুগল ম্যাপ)	ক) ০১.১০.২০২১ খ) টাকা। ৩১,৩৪,৫৭৯.৭২ প্লাস আরও সুদ গ) ০৭.০১.২০২৩ ০) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে) ডিলিং অফিসার আনন্দ রায় ৮৪৭৮৯ ৩২৭১৮	ক) টাকা ২৬.৯৩ লাখ খ) টাকা। ২.৭০ লাখ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল.
২১.	ক) অভিভাবক শাখা ইএম বাই পাস (১৫৪৪২০) খ) মিঃ রাকেশ মন্ডল এস / ও বাসুদেব মন্ডল ৪৬৭, মধ্য বালিয়া, ওয়ার্ড নং ১ মঞ্জুরী এপ্ট ফ্ল্যাট নং ১, গড়িয়া সোনারপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০৮৪। গ) মিসেস কবিতা মন্ডল (জামিনদার) এসি। নম্বর ১৫৪৪৩০০০০২৯৬৭ সম্পত্তি আইডি : PUNBRAKESHMON	বাস্তু জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ১৮ সাতক পরিমাপ ১১ কাটা ৭ ছটাক ৪১.৩৪ বর্গফুট। স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক কাঠামো সহ ১৬১৭ বর্গফুট আয়তনের একতলা বাড়ি। তার উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং মৌজায় অবস্থিত-বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আর এবং এল.আর. দাগ নং ১৫৫২০ এবং ১৫৫২১ বারুইপুর পৌরসভার সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ১৫৬, মাদারহসাত কালীতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। মিঃ রাকেশ মন্ডলের নামে প্রপার্টি স্ট্যান্ড, এস / ও বাসুদেব মন্ডল। সম্পত্তি বাট ও সীমানাঃ উত্তরে ঃপিডব্লিউডি রোড, দক্ষিণে বলাই কুমার মণ্ডলের জমি, পূর্বে ঃ তপন কুমার নন্দীর জমি, পশ্চিমেঃ নেমাই দাসের জমি এবং কমন প্যাসেজ। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশঃ ২২.৩৬২৭১০, দ্রাঘিমাংশ ৮৮.৪৪৮৪৪১ (গুগল মানচিত্র)	ক) ০৯.০৭.২০২১ খ) টাকা। ২৩,৯৬,০৫৫.০০ প্লাস আরও সুদ গ) ০৫.০৩.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল) ডিলিং অফিসার ঃ দেবদাস মন্ডল ৮৫৮২৯ ২৩২১৯	ক) টাকা ৫৩.৮৬ লাখ খ) টাকা। ৫.৩৯ লাখ (২৭.০৬.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৮.০৬.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল.
২২.	ক) শাখা বেহালা (০০৮৬২০) খ) মেসার্স মোল্লা গার্মেন্টস প্রপো আব্দুল্লাহ আল নুমান মোল্লা গ) আব্দুল্লাহ আল নুমান মোল্লা মেসার্স এর প্রোপ। মোল্লা গার্মেন্টস এস । ও মোঃ ইসমাইল মোল্লা VIII - ঘনশ্যামপুর, পিও-বঙ্গনগর, পি.এস. - ফলতা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পিজিএস, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৫১৩।এসি নং ০০৮৬২৫০৩০১৪৩৫, ০০৮৬৩০০২১৬৭৬০ এবং ০০৮৬৩০০২১৮৯৭৯ সম্পত্তি আইডিঃ পুনবমোল্লাগারমেন্ট	সেই সমস্ত অংশ এবং পার্সেল জমি ও ভবনের সমান বন্ধক এবং মৌজায় অবস্থিত - ঘনশ্যামপুর, জেএল নং ১০৬, এলআর দাগ ৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২৪৪৭, পিও- ঘনশ্যামপুর বঙ্গনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, আরএস-ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪পরগনা, ডব্লু বি জমির মোট ক্ষেত্রফল প্রায় ৭.২৫ দশমিক। দ্বারা সীমানা ঃ উত্তর বাই-পাকা রোড ৮৯, দক্ষিণে-সম্পত্তি সেখ তাহার, পূর্বে-সাহানাজ মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে-সম্পত্তি নরুন্দীন সেখ। সম্পত্তির মালিক আব্দুল্লাহ আল নুমান মোল্লা, এসও. মোঃ ইসমাইল মোল্লা। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশঃ২২.৩১৪৭২৬, দ্রাঘিমাংশ ৮৮.২৩৪৬৭৫ (গুগল মানচিত্র)	ক) ১২.১০.২০২০ খ) টাকা। ৬৯,৬২,৬৭৯.৭১ প্লাস আরও সুদ w.e.f. ৩০.০৯.২০২০ গ) ০১.০৩.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল) ডিলিং অফিসার প্রণব কুমার ৯৮৭১৪ ৫৪৩৭৫	ক) টাকা ৭১.৬১ লাখ খ) টাকা। ৭.১৭ লাখ (১০.০৭.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	১১.০৭.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা. প্রতি ৪.০০ বিকেল
২৩.	ক) শাখা সম্মিলনী মহাবিদ্যালয় (৫২০৭১০) খ) মেসার্স প্রতিমা স্টোরস প্রোপাইটর, শ. চিরঞ্জিত ঘোষ দোকান নং ৫, নিচতলা, ডেব্রুপ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪০৬, বাঘাযতীন প্লেস,৮৮২, বিপ্লব উল্লাশকর দত্ত রোড, পিও - বাঘাযতীন, পি.এস. - পাটুলি ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা-৭০০ ০৮৬। এসি নং ৫২০৭৪০১৫০০০৩৯৫ এবং Ors সম্পত্তি আইডি PUNBPRATIMASTORE	সাজা চারতলা বিল্ডিংয়ের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি অফিস কক্ষ (এখন দোকান) যা কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা ১৮০ বর্গফুট পরিমাপ করে। কমবেশি একত্রে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ (ক্ষেত্রফল ৬ কোটাহ ৮ চিত্তক ২ বর্গফুট) এবং সমস্ত সাধারণ অধিকার সহ ছাদের অধিকার এবং সাধারণ পরিষেবা এবং ব্যয় এবং এছাড়াও অনুমোদিত বিল্ডিং পরিকল্পনা অনুযায়ী ফিক্সচার এবং ফিটিং, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন ইত্যাদি নং ৫০৫২০০৩-২০০৪ কেএমসি কর্তৃক অনুমোদিত, প্রিমাইজ নং ৪০৬, বাঘাযতীন প্লেস, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০১ এর মধ্যে, মৌজা-চকমশার, জেএল নং ৩০, তৌজি নং ১৫১, আরএস নং ২১ ১২ ইনিং সিএস দাগ নং ৫৩ সিএস খতিয়ান নং ১ এর অধীনে অনুরূপ আরএস দাগ নং ৬২ এবং আরএস খতিয়ান নং ৩৪	ক) ০৯.০২.২০২৪ খ) টাকা। ৯৮,০৮,৬৮৬.২৮ আরও সুদ গ) ২২.০২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল ডিলিং অফিসার প্রণব কুমার ৯৮৭১৪ ৫৪৩৭৫	ক) টাকা ২২.০৪ লাখ খ) টাকা। ২.২১ লাখ (১০.০৭.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	১১.০৭.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা. প্রতি ৪.০০ বিকেল
২৪.	ক) শাখা আলিপুর চেতলা (১৪১২০০) খ) শ্যামলাল আগরওয়াল (মৃত্যুর পর থেকে) এবং পবন কুমার আগরওয়াল ১১ডি, পিকনিক গার্ডেন রোড, তিলজলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩৯। এসি নং ০০৯১০০এনসি০০০৯২০২০ সম্পত্তি আইডি : PUNBSHYAMALAL	পুরো দ্বিতীয় তলায় উল্লিখিত সমস্ত জমি ও বিল্ডিং বিল্ড আপ এলাকা ৯৫১ বর্গফুট। এবং সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড ফ্লোর ৭২৬ Sq.ft. ২ কাটা ১১ ছটাক ১২ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের জমিতে আনুপাতিক অংশের সাথে। কমবেশি মিথ্যা এবং মৌজায় অবস্থিত - তিলজলা দাগ নং ৫৩৭৫, খতিয়ান নং ৮৬, পি.এস এর অধীনে গঠিত। - তিলজলা হচ্ছে প্রিমসেস নং ১১বি, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৬. দলিল নং ৭৯৬৫ ১৯৫৭ সালের জন্য, প্রয়াত শ্যামলাল আগরওয়াল (সম্পত্তির মালিক) নামে। উল্লিখিত প্রাঙ্গণটি বাটেড এবং বাউন্ডেড শ্রী হাদচরণ পলের বাড়ির উত্তর-দক্ষিণ-সাধারণ পথ দিয়ে, পূর্ব-বি.কে. দত্ত রেশন শপ, পশ্চিম-বি.কে. দত্তের বাড়ি। সম্পত্তির মালিক শ্যামল আগরওয়াল। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানঃ অক্ষাংশ ২২.৫২৯৬২৫, দ্রাঘিমাংশঃ৮৮.৩৭৪৪৩৮ (গুগল মানচিত্র)	ক) ১৬.০৮.২০২৩ খ) টাকা। ৬,৪৬,৬৩৯.০০ প্লাস আরও সুদ গ) ১৯.০৪.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল ডিলিং অফিসার দেবদাস মন্ডল ৮৫৮২৯ ২৩২১৯	ক) টাকা ২৬.১০ লাখ খ) টাকা। ২.৬১ লাখ (২২.০৭.২০২৪) গ) টাকা ০.২৫ লাখ	২৩.০৭.২০২৪ থেকে সকাল ১১.০০ টা.প্রতি ৪.০০ বিকেল.

সিকিউরড ক্রেডিটরদের জানা দায়-দায়িত্বের বিবরণঃ ব্যাঙ্কের কাছে জানা নেই

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-
১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে **''যেখানে যা আছে এবং সেখানে কি আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**hftps://www.mstcecommerce.com/auctionhomenbapi/index.jspon ২৮.০৬.২০২৪ (ক্রম নং. ০১ থেকে ২১), ১১.০৭.২০২৪ (ক্রম নং. ২২ এবং ২৩) এবং ২৩.০৭.২০২৪ (ক্রম নং. ২৪) সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টে পর্যন্ত।**
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**https://www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, hftps://eprocure.govin/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**

তারিখ ঃ ০৫.০৬.২০২৪
স্থান ঃ বারুইপুর

চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত আধিকারিক (০৩৩ - ৪০২৭ ৭২১৪ / ৯৯৯৫০ ৬০২৯৩)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

জীবনের শেষ ম্যাচে জয়েই ফোকাস সুনীলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ বৃহস্পতিবার কুয়েতের সামনে ভারতীয় ফুটবল দল। প্রাক বিশ্বকাপে টিকে থাকতে এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট তুলতেই হবে ব্লু টাইগারদের। সবকিছুকে দূরে ঠেলে এই ম্যাচে যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু একজনই। তিনি ভারতীয় ফুটবল আইকন সুনীল ছেত্রী। বৃহস্পতিবারের পর জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখবেন ক্যাপ্টেন। আবেগ দূরে ঠেলে অবশ্য বৃহস্পতিবারের ভারত-কুয়েত ম্যাচেই যাবতীয় ফোকাস সুনীলের। প্রতিপক্ষ কুয়েতকে নিয়ে ভাবনা ঢুকে পড়েছে স্টিমাচের দলের অন্দরে। ভারতের ফুটবল আইকন সুনীলের জন্য ম্যাচ জিততে চান শুভাশিসরা। ম্যাচে মাঠে নামার আগে সুনীল সাফ জানালেন, ''গত কয়েকদিন ধরে আবেগ নিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে। আমি এই উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত। আবেগ তো থাকবেই। তবে সেসব দূরে ঠেলে দিয়ে ম্যাচ নিয়েই ভাবছি। আমাদের ড্রেসিংরুমেও বাড়তি আবেগ ঢুকতে দিইনি। এটাকে বরং ভারত বনাম কুয়েত ম্যাচ হিসেবেই দেখা হোক। আমি চাইব শেষ ম্যাচ থেকে দলের জন্য ৩ পয়েন্ট তুলতে। ক্যাম্পে কেউ আমরা আবেগ নিয়ে বাড়তি কথা বলিনি। বরং শিবিরটাকে উপভোগ করেছি।'' সুনীলের পরবর্তী জামানায় কে হবেন কে হবেন ভারতের নম্বর নাইন? দলনায়কের উত্তর, ''মনবীর, ডেভিড, শিবশক্তির মতো ফুটবলাররা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে কেউ ওই জায়গায় খেলতে পারে। সবাই তৈরি। দুঃখের বিষয়, আইএসএলে কেউ ওই পজিশনে খেলার সুযোগ পায় না। তবে জাতীয় দলে ওই পজিশনে খেলার সুযোগ আছে। প্রত্যেকে নিজেকে প্রমাণ করতে তৎপর।'' বৃহস্পতিবারের পর প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার হয়ে যাবেন সুনীল। শেষ ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়তে চাইছেন। পরের ম্যাচে ফুটবলার হিসেবে দলের সঙ্গে যেতে না পারলেও, সমর্থক হিসেবে দলের সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার ভারতীয় ফুটবল নক্ষত্রের।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডারকে অলিম্পিকে যেতে দিচ্ছে না চেলসি

বুয়েনস আইরেস, ৫ জুনঃ কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে আর্জেন্টিনা দল। দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন লিওনেল মেসি-আনহেল দি মারিয়াসহ শীর্ষ তারকারা। আর্জেন্টিনার অনুশীলনে ঘাম ঝরাতে দেখা গেছে দলটির মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজকেও। শুধু কোপা আমেরিকাতেই নয়, আর্জেন্টিনার হয়ে প্যারিস অলিম্পিকেও খেলার ইচ্ছা ছিল ফার্নান্দেজের। মানসিকভাবেও নাকি কোপার পর অলিম্পিকে খেলার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন বিশ্বকাপের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়া এ মিডফিল্ডার। কিন্তু ফার্নান্দেজের অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত হয়তো পূরণ না-ও হতে পারে। আর্জেন্টাইন সাংবাদিক গাসতন এদুলের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম 'মুন্দো আলবিসেলেস্তে' জানিয়েছে, ফার্নান্দেজ অলিম্পিকে খেলার অনুমতি চেয়ে একাধিকবার তাঁর ক্লাব চেলসির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফার্নান্দেজকে অলিম্পিকে খেলার অনুমতি দেয়নি চেলসি। ফলে হাভিয়ের মাচেরানোর দলের হয়ে ফ্রান্সে অলিম্পিক খেলতে যাওয়া না-ও হতে পারে ফার্নান্দেজের।

আগামী ২৪ জুলাই শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক, শেষ হবে ১০ আগস্ট। এ সময় ক্লাবগুলো প্রাক্-মরসুম সফরে ব্যস্ত সময় পার করবে। ফার্নান্দেজ চেলসির বর্তমান দলে অন্যতম নির্ভরযোগ্য তারকাদের একজন। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে অলিম্পিকে ছেড়ে দিলে নতুন মরসুমের শুরুতে সেটা চেলসির প্রস্তুতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি নতুন কোচ এনজো মারেসকাও নাকি চান তারকা খেলোয়াড়েরা শুরু থেকে দলের সঙ্গে থাকুক। মূলত দলের মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক করার পাশাপাশি কৌশলগত দিকগুলোও ঝালিয়ে নিতে চান মারেসকা। যে কারণে ফার্নান্দেজকে অলিম্পিকে খেলার অনুমতি দিয়ে কোনো ধরনের বিঘ্ন ঘটাতে চায় না চেলসি। এ ছাড়া ফার্নান্দেজের ফিটনেস নিয়েও আছে শঙ্কা। কদিন আগেই কুঁচকির চোটে ভোগা আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। সে সময় তাঁর কোপা আমেরিকায় খেলা নিয়ে শঙ্কার কথাও শোনা যাচ্ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত কোপা খেলা হলেও তাঁকে অলিম্পিকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চায় না চেলসি। এর আগে ইএসপিএনের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় অলিম্পিকে খেলার আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছিলেন ফার্নান্দেজ, ''আমি অলিম্পিকে খেলতে চাই। আমি মাচেরানোর সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাকে বলেছি আমি যেতে চাই। দেখা যাক, চেলসি আমাকে যেতে দেয় কি না!'' শেষ পর্যন্ত চেলসির যেতে না দেওয়ার আশঙ্কাই হয়তো সত্যি হতে যাচ্ছে।

সমর্থকদের স্বপ্ন দেখতে বললেন ইস্টবেঙ্গল কোচ, কুয়াদ্রাতের মন্তব্য, গর্ব করার মতো দল গড়ছি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ গর্ব করার মতো দল গড়ছি, সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত। গত দুটি মরসুম একেবারে শেষদিকে দলগঠনের জন্য ঝাঁপিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার অবশ্য শুরু থেকেই তৎপর লাল হলুদ কর্তারা। এমনকী কোচও দলগঠনের বিষয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। সম্প্রতি ক্লাবের মিডিয়া ম্যানেজারকে স্প্যানিশ কোচ জানিয়েছেন, ''গতবার সুপার কাপে দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে সমর্থকদের আনন্দ চোখের সামনে দেখেছি। একটা বড় দল সাফল্য পেলে সমর্থকদের মনের অনুভূতি কেমন হয়, তাও দেখেছি। তাই এটা বলতে পারি, আগামীবার আমরা চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামব। সমর্থকদের গর্বিত করার আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে আমাদের মধ্যে। তাঁরা দল নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারেন।'' লাল হলুদের হেডস্যার আরও জানান, ''আমরা এবার এমন একটা দল গড়েছি যাতে সমর্থকরা আশান্বিত হতেই পারেন।

আমরা এবার জুনিয়র স্তরে ভাল খেলেছি, জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়েছি। সিনিয়র দলের খেলায় একটা মরিয়া ভাব ছিল। সামনের বার সমর্থকরা আরও ভাল কিছু দেখতেই পারেন, একটা নতুন দল খেলতে নামবে!'' জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে ১২ বছর পরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের কারণেই তারা এশীয় স্তরে খেলতে নামবে। এটা দলের ফ্যানদের কাছে গর্বের বিষয়। কোচ বলেছেন, ''আমরা গত মরশুমে ৩৩টি ম্যাচের মধ্যে ১৪টি ম্যাচে জিতেছি। গোল খাওয়ার চেয়ে বেশি গোল দিয়েছি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফুটবলাররা ম্যাচ জয়ের চেষ্টা করেছে। এটাই গত কয়েকবছরে ছিল না।'' প্রসঙ্গত, ইস্টবেঙ্গল এবার বিদেশি বাছাই সেরে ফেলেছে। গ্রিক তারকা দিমিকে চুক্তিবদ্ধ করিয়েছে। গত মরশুমে থাকা ক্লেটন, হিজাজি মাহের ও সল ক্রেসপোকে তারা ধরে রেখেছে। তালিল চলে এলে দলের রক্ষণ-মাঝমাঠ ও আক্রমণ সমৃদ্ধ হবে।

ফার্নান্দেজের জোড়া গোলে জয়ে ফিরল পর্তুগাল

নিয়মিতদের অনেককে ছাড়া খেলতে নেমেও শুরুটা দারুণ করল পর্তুগাল। বদলি নামার কিছুক্ষণের মধ্যে অসাধারণ এক গোলে উপহার দিলেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। প্রতিপক্ষের শক্ত অবস্থানের মাঝেই দ্রুত দুটি গোল করে রোমাঞ্চ ছড়ায় ফিনল্যান্ড। তবে আর কোনো অঘটন হতে দেয়নি প্রাক্তন ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা পুনরুদ্ধারের আগে প্রস্তুতিপর্বের শুরুটা বেশ ভালো করল পর্তুগাল।

লিসবন, ৫ জুনঃ লিসবনে মঙ্গলবার রাতের প্রীতি ম্যাচটি ফার্নান্দেজের জোড়া গোলে ৪-২ ব্যবধানে জিতেছে রবের্তো মার্তিনেসের দল। তাদের অন্য দুই গোলদাতা রুবেন দিয়াস ও দিয়োগো জটা। ক্লাব ফুটবলের ব্যস্ত মরসুম শেষে খেলোয়াড়দের বাড়তি একটু বিশ্রাম দিতে এবং অন্যদের ঝালিয়ে নিতে নিয়মিত শুরুর একাদশে অনেক পরিবর্তন আনেন পর্তুগাল কোচ। দলের সবচেয়ে বড় তারকা এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলের রেকর্ড গোলদাতা ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো স্কোয়াডেই ছিলেন না। মাঝমাঠের বড় দুই ভরসা ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও বের্নার্দো সিলভা, আক্রমণের জোয়াও ফেলিক্স ও গনসালো রামোসদের বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান মার্তিনেজ। এজন্য জয় পেতে অবশ্য ভুগতে হয়নি ২০১৬ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নদের। বল দখলে শুরু থেকে আধিপত্য করে পর্তুগাল, একই সঙ্গে আক্রমণেও। গোল পেতেও দেরি হয়নি তাদের। সপ্তদশ মিনিটে হেডে দলকে এগিয়ে নেন ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্ডার রুবেন দিয়াস। আর বিরতির ঠিক আগে সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান লিভারপুল ফরোয়ার্ড জটা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রামোস, ফার্নান্দেজ, ডিফেন্ডার দিয়োগো দালোতদের মাঠে নামান কোচ। মাঠে নামার ১০ মিনিটের মধ্যে চমৎকার এক গোলে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন

ফার্নান্দেজ। ফ্রান্সিসকো কনসেইকাওয়ের কাটব্যাক পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে গোলটি করেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা। পর্তুগিজদের একচেটিয়া আধিপত্যের মাঝে কিছুক্ষণের জন্য হলেও হঠাৎই নাটকীয়তা জাগে। পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে গোলের জন্য দুটি শট নিয়ে দুটিতেই সফল হয় ফিনল্যান্ড। ৭২ ও ৭৭তম মিনিটে গোল দুটি করেন ফরোয়ার্ড তেমু পুক্কি। দলকে বেশিক্ষণ অবশ্য দুর্ভাবনায় রাখেননি ফার্নান্দেজ। ৮৪তম মিনিটে তার দ্বিতীয় গোলে জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় পর্তুগালের। বাকি সময়ে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই করতে পারেনি ফিনল্যান্ড। পুরো ম্যাচে গোলের উদ্দেশ্যে আর কোনো শটই নিতে পারেনি এবারের ইউরোর টিকেট না পাওয়া দলটি। বিপরীতে ৭০ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখে ২৪ শট নেয় পর্তুগাল, যার ৯টি থাকে লক্ষ্যে। ইউরোর বাছাইপর্বে পর্তুগালের পারফরম্যান্স ছিল দুর্দান্ত ১০ ম্যাচের সবগুলোই জিতেছিল তারা। গোল করেছিল ৩৬টি, হজম করেছিল মাত্র দুটি। বাছাই শেষেও দারুণ ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। তবে, সবশেষ ম্যাচে স্লোভেনিয়ার মাঠে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে পর্তুগাল। গত মার্চের ওই প্রীতি ম্যাচে ২-০ গোলে হেরে বসে দলটি। জয়ে ফেরার মধ্য দিয়ে ইউরো শুরুর আগে দারুণ কিছুর আভাস দিয়ে রাখল মার্তিনেজের দল। ইউরোর মূল পর্বে নামার আগে আরও দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। আগামী শনিবার ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে লড়াইয়ের চার দিন পর রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে রোনাল্ডো-ফার্নান্দেজরা।

ফরাসি ওপেন থেকে আচমকা নাম তুলে নিলেন জকোভিচ

প্যারিস, ৫ জুনঃ ফরাসি ওপেন থেকে আচমকা নাম তুলে নিলেন নোভাক জকোভিচ। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথেই তিনি চোট পেয়েছিলেন। চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ফ্রান্সিসকো সেরুন্দোলোকে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হারানোর পরেই ডান চোটে ভুগছি। শেষ ম্যাচে চার ঘণ্টা ধরে কোর্টে থাকার পরে ব্যথা আরও বেড়েছে। ফরাসি ওপেনে রাত পর্যন্ত খেলা হয়েছে। টানা খেলার ধকল নিতে অনেকেই ব্যর্থ। জকোভিচ অবশ্য দারুণ ফিট ছিলেন। তিনি চলতি টুর্নামেন্টে ৩৭০টি গ্র্যান্ডস্লাম ম্যাচে জয়ের

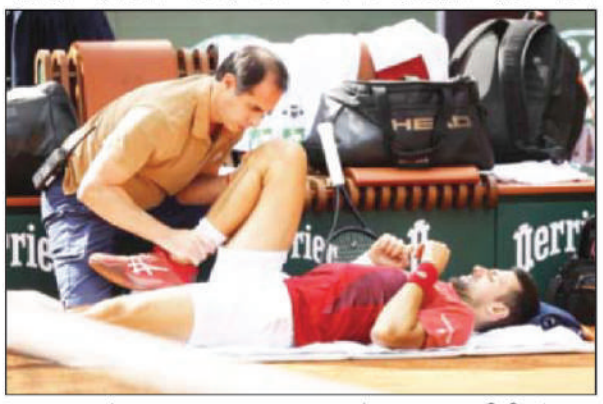

পায়ের চোটে কাবু হয়ে যান জকোভিচ। তাঁকে ইঞ্জেকশন ও ব্যথা কমার জন্য মেডিসিনও দেওয়া হয়, কিন্তু কোনওকিছুতেই কাজ হয়নি। অবশেষে চোটের কারণেই সরে গেলেন জোকার। নাদাল আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, এবার জকোভিচের হারে বাকিদের কাছে খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে। স্পেনের কার্লোস আলকারাজের কাছে খেতাব জয়ের অব্যর্থ সুযোগ। জকোভিচ বিদায়ের পরে জানিয়েছেন, আমি দুই সপ্তাহ ধরেই রেকর্ডও রয়েছে। তিনি টপকে গিয়েছেন রজার ফেডেরারকেও। তবে শেষরক্ষা হল না। জোকার বিদায়ে আলকারাজের কাছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বড় সুযোগ। জকোভিচ আবার এও জানিয়েছেন, হাঁটুর চোট বারবার আমাকে সমস্যায় ফেলেছে। আমি একেবারেই সুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার ফরাসি ওপেনে বারবার পড়ে গিয়ে আরও বিপত্তি বেঁধেছে। তাই টুর্নামেন্ট থেকে সরে যেতে বাধ্য হলাম।

ডালাসে নেপাল-উৎসব থামিয়ে নেদারল্যান্ডসের জয়

ডালাস, ৫ জুনঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর আগেই ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে গ্যালারি দখলে নিয়েছিল নেপালের ক্রিকেট ভক্তরা। তাদের হর্ষধ্বনি ও মেক্সিকান ওয়েভে মেতে উঠেছিল পুরো স্টেডিয়াম। নেপালের ক্রিকেটপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস দেখে মনেই হচ্ছিল না, খেলাটি নেপালে নয় যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে। ম্যাচ শেষে অবশ্য নেপাল-সমর্থকদের সেই উল্লাস স্থায়ী হয়নি। বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দারুণ পারফরম্যান্সের পর ম্যাক্স ও'ডাউডের অপরাজিত অর্ধশতরানে ৬ উইকেটে ম্যাচটা জিতেছে সহযোগী দেশগুলোর পরাশক্তি খ্যাত নেদারল্যান্ডস। বাজে আবহাওয়ার কারণে ম্যাচটির শুরু পিছিয়ে যায়। টস জিতে নেপালকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ডাচরা। ব্যাট হাতে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশটি। ১৯.২ ওভারে নেপাল গুটিয়ে যায় ১০৬ রানে। নেদারল্যান্ডস জেতে ৮ বল হাতে রেখেই। ডালাসে শুরু থেকে দারুণ বোলিং করা নেদারল্যান্ডসের বোলারদের সামনে থিতু হতে পারেননি নেপালের ব্যাটসম্যানরা। এক দশক পর বিশ্বকাপে ফেরা দলটি ৮৪ রান তুলতেই হারায় ৭ উইকেট। অধিনায়ক রোহিত পৌডেলের ৩৫ রান এবং করণ কেসির ১৭ রানে ভর করে একশো রান পার করে নেপাল। ডাচদের হয়ে বল হাতে দারুণ নৈপুণ্য দেখান টিম প্রিঙ্গেল ও লোগান ফন বিক। দুজনই নেন ৩টি করে উইকেট, ২টি করে উইকেট নেন পল ফন মিকেরেন ও বাস ডি লিডি। রান তাড়ায় দ্বিতীয় ওভারেই মাইকেল লেভিটকে (১) হারায় নেদারল্যান্ডস। তবে দলকে সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে নিতে থাকেন ও'ডাউড এবং বিক্রম সিং। ২২ রান করে ফিরে যান বিক্রম সিং, দলীয় ৭১ রানে রানআউট হয়ে ফেরেন সিব্রান্ড এঙ্গেলব্রেখটও (১৪)। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস (৫)। তবে এক প্রান্ত আগলে দলকে টেনে নেন ও'ডাউড। শেষ দিকে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নেদারল্যান্ডসের ওপর চাপ তৈরি করে নেপাল। ১৮তম ওভারে নেপাল অধিনায়ক রোহিত যদি ও'ডাউডের সহজ ক্যাচ ফেলে না দিতেন, তবে ম্যাচটা আরও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে পারত। জীবন পেয়ে নেপালকে অবশ্য আর কোনো সুযোগ দেননি ও'ডাউড। ৪৮ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত থেকে নেদারল্যান্ডসকে এনে দেন দারুণ এক জয়।

দ্রাবিড় অনুরোধ শোনেননি, আবেগী রোহিত বললেন, 'আমি চেষ্টা করেছিলাম'

নিউ ইয়র্ক, ৫ জুনঃ আর মাত্র কয়েকটা দিন, তার পর বদলে যাবে টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ। এতদিন শোনা যাচ্ছিল বিশ্বকাপের পর রাহুল দ্রাবিড় আর রোহিত-বিরাটদের কোচ থাকছেন না। এ বার টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ সফর শুরুর আগে রাহুল দ্রাবিড় নিজেই জানালেন, তিনি আর ভারতের হেড কোচের দায়িত্বে থাকবেন না। টি-২০ বিশ্বকাপেই শেষ বার ভারতীয় টিমকে কোচিং করাচ্ছেন তিনি। দ্রাবিড়ের এ কথা বলার একদিন পরই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এই বিষয়ে নিজের মনের অবস্থা জানিয়েছেন। দ্রাবিড় ভারতের কোচের দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছেন, এই পরিস্থিতিতে আবেগী হয়ে পড়েছেন হিটম্যান। রাহুল দ্রাবিড়কে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, ''আমি তাঁকে থেকে যাওয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলাম। তবে তাঁর নিজেরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর খেয়াল রাখতে হবে। তবে এটা অবশ্যই বলব যে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে সময়টা

আমি বেশ উপভোগ করেছি। আমি নিশ্চিত যে, বাকিরাও একই কথা বলবে। তাঁর সঙ্গে কাজ করে দারুণ লেগেছে। আমি এর বেশি কিছু বলতে চাই না।'' টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচের আগে রোহিত ফিরে গিয়েছিলেন অতীতে। তিনি বলেন, ''আমার আয়ারল্যান্ডে যখন ডেবিউ হয়েছিল, তিনি তখন আমার প্রথম আন্তর্জাতিক ক্যাপ্টেন ছিল। টেস্টেও তিনি যখন ক্যাপ্টেন ছিলেন, সেই সময় আমি দলে এসেছিলাম। তিনি আমাদের সকলের কাছেই বড় আদর্শ। তাঁকে খেলতে দেখে বড় হয়েছি। তিনি কী অর্জন করেছেন, তা আমরা দেখেছি। দল যখনই চাপে থাকত, তিনি উদ্ধারকর্তা হতেন। তাঁর কেরিয়ার জুড়ে দৃঢ় সংকল্প দেখিয়েছেন। কোচ হিসেবে তাঁকে কাছে পাওয়ার পর আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।''

পিএসজিতে 'কিছু মানুষের কারণে অসুখি' ছিলেন এমবাপে

পিএসজির পাল্টা জবাব 'এমবাপের ক্লাস নেই'

প্যারিস, ৫ জুনঃ গতকাল ফ্রান্স জাতীয় দলের হয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগদানের প্রসঙ্গ উঠেছিল। এ নিয়ে এমবাপে তাঁর পিএসজি-অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশ কড়া কিছু কথাই বলেছেন। পিএসজিতে সাত মরসুম খেলে ক্লাবটি ছেড়েছেন এমবাপে। সে অভিজ্ঞতা নিয়ে এমবাপে বলেছেন, ''পিএসজি আমি অসুখী ছিলাম না। সেটা (অসুখী) বললে যারা আমার পক্ষে ছিলেন তাদের মুখে চপেটাঘাত করা হবে-আমি সব সময়ই সুখী ছিলাম। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু বিষয় আমাকে অসুখী করেছে। কিন্তু আমার মতো খেলোয়াড় তা প্রকাশ করতে পারে না, কারণ, আমি নেতাও, তাই যতটা সম্ভব ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করেছি। কোচ, খেলোয়াড় ও ক্লাবের লোকজন আমাকে সমর্থন দিয়েছেন, তাই আমি অসুখী ছিলাম এটা বললে তা খারাপ দেখায়। কিন্তু কিছু বিষয় এবং কিছু মানুষ আমাকে অসুখী করেছে।'' গত মরসুম শেষে পিএসজিতে নতুন চুক্তি করা না করা নিয়ে ক্লাবটির সভাপতি নাসের আল খেলাইফির সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন এমবাপে। ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড জানিয়েছেন, পিএসজির পক্ষ থেকে বলা

হয়েছিল, তাঁকে একদমই খেলার সুযোগ দেওয়া হবে না। পরে কোচ লুইস এনরিকে ও ক্রীড়া পরিচালক লুইস কাম্পোস 'বাঁচান' এমবাপেকে। এ নিয়ে এমবাপে বলেছেন, 'ক্লাব আমাকে জানিয়েছিল যে আমি খেলার সুযোগ পাব না। তারা কথাটা উগ্রভাবে আমার মুখের ওপর বলেছে। লুইস এনরিকে এবং লুইস কাম্পোস আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরা না থাকলে আমি আবারও মাঠে নামতে পারতাম না।'' এমবাপের এমন কথার পর পিএসজির পক্ষ থেকে এ নিয়ে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে ক্লাবটির ঘনিষ্ঠ এক সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, এমন মন্তব্যের পর পিএসজি মনে করে ''এমবাপের কোনো মর্যাদাবোধ নেই। দল নিয়ে কোনো ব্যাপারেই নাসের আল খেলাইফি নাক গলান না। লুইস এনরিকে নিজেও এই কথা বলেছেন। কিন্তু তারপরও এমবাপে কিছু বললেই লোকজন সেটি সত্য ভেবে ছাপায়।'' গত মরসুম শেষে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় গ্রীষ্মকালীন সফরে গিয়েছিল পিএসজি। সেখানে এমবাপে ক্লাবকে জানিয়েছিলেন, এ বছর তিনি পিএসজি ছাড়তে চান। এরপরই ক্লাব তাঁকে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়েছিল। এবারের মরসুমে লিগ আঁ ও ফ্রেঞ্চ কাপ জিতে পিএসজি ছেড়েছেন এমবাপে। ফ্রি ট্রান্সফারে যোগ দিয়েছেন রিয়ালে। মাদ্রিদের ক্লাবটি তাঁর সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তি করেছে এবং ১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়ালের খেলোয়াড় হবেন এমবাপে। আপাতত জাতীয় দলের প্রতি দায়িত্ব পালনে মনোযোগী এমবাপে সংবাদ সম্মেলনে পিএসজির প্রসঙ্গ শেষে বলেছেন, ''অধিনায়ক হিসেবে আমার দায়িত্ব আছে। আমার মনে হয় এটার (রিয়ালে যাওয়া) কারণে জাতীয় দল ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আমি শুধু জাতীয় দল নিয়েই প্রশ্নের উত্তর দেব।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com